আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

লস অ্যাঞ্জেলেসে গুলিতে ৯ জন নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৬ জন। শনিবার (২১ জানুয়ারী) মোনাটেরি **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৭ || সোমবার || মাঘ ০৯ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ৩০ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 17 || 23 January || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ঢাকায় জাল সিল মেরে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা

ভিসা জালিয়াত চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার

ঢাকা ডেস্ক: ভিসা জালিয়াত চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগ। গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত চারটি জাল সিল ও তিনটি পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন- পলাশ চন্দ্র দাস, ওয়াহিদ উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম সুমন, মাহবুবুর রহমান খান, আবু জাফর ও আরিফুর রহমান। শুক্রবার (২০ জানুয়ারী) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. ফারুক হোসেন জানান, গত ১৮ জানুয়ারী বুধবার ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায়


ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। ফাইল ছবি

ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে সোশ্যাল মিডিয়া ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম। ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকটি ভিসা প্রসেসিং প্রতিষ্ঠান মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়া ভ্রমণের জাল সিল প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা দেয় চক্রটি। বিষয়টি দূতাবাস কর্মকর্তাদের নজরে এলে গত ১৮ জানুয়ারী গুলশান থানায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো সাইড মিটিংয়েই হয়ঃ লু



তারিক চয়ন: দুই দিনের সফর শেষে গত ১৫ জানুয়ারী, রোববার দিবাগত রা তে ঢাকা ছাড়েন দক্ষিণ ও মধ্য এ শি য়া বি ষ য় ক সহকারী আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসী' তালিকায় রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাগোষ্ঠী ওয়াগনার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাগোষ্ঠী ওয়াগনার গ্রুপকে 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভূক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এক নির্বাহী আদেশে ওয়াগ-নারকে 'বহুজাতিক অপরাধী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মানে হলো যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি এ গোষ্ঠীটিকে অর্থ, পণ্য বা সেবা দিতে পারবে না। খবর আল জাজিরার। যুক্তরাষ্ট্রে এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে হাজারো রুশ কারাবন্দিকে ইউক্রেন যুদ্ধে মোতায়েন করা বেসরকারি সেনা গোষ্ঠীটির ওপর চাপ বেড়েছে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র জন কিরবি স্থানীয় সময় শুক্রবার **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

যে কারণে আলোচনায় শিরীন শারমিন চৌধুরী



ঢাকা ডেস্ক: কে হচ্ছেন বঙ্গভবনের নতুন বা সি ন দা। রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে নানা আলোচনা ও কৌ তূ হ ল। সামাজিক মাধ্যমে এরইমধ্যে ভাইরাল হয়েছেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। এমনকি অনেকে অভিনন্দনও জানাচ্ছেন তাকে। সে যাই হোক নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শিরীন শারমিন চৌধুরীর নাম যে বিবেচনায় রয়েছে তা নিশ্চিত **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



বাইডেনের বাড়ি থেকে আরও গোপন নথি উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেলাওয়্যারের উইলমিংটনের বাড়িতে শুক্রবার (২০ জানুয়ারী) বিচার বিভাগের তল্লাশিতে আরও **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্মদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

ব্রঙ্কসে আল-ইনসাফ সুপার সুপার

(শেষের পাতার পর)

দেশী মাছ, হালাল মাংস থেকে শুরু করে ফ্রোজেন ফুডসহ নানা ধরনের ফ্রেশ এবং গ্রোসারী পন্য পাওয়া যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও মুলধারার রাজনীতিক এন মজুমদার। এসময় অন্যদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেন, রেজা আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ, ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ কামাল হোসেন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী নুর হোসেন ফরহাদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী ছাড়াও বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে বলে জানান নুর হোসেন ফরহাদ। তিনি বলেন, সুপারশপের অবস্থান সাবওয়ের পাশে হওয়ায় যে কেউ সহজেই কেনাকাটা করতে পারবেন এবং গ্রাহকদেও জন্য থাকবে সর্বোচ্চ সেবা। এছাড়াও উদ্বোধন উপলক্ষ্যে থাকছে বিশেষ সেল।





সানিসাইড মুসলিম সেন্টারের

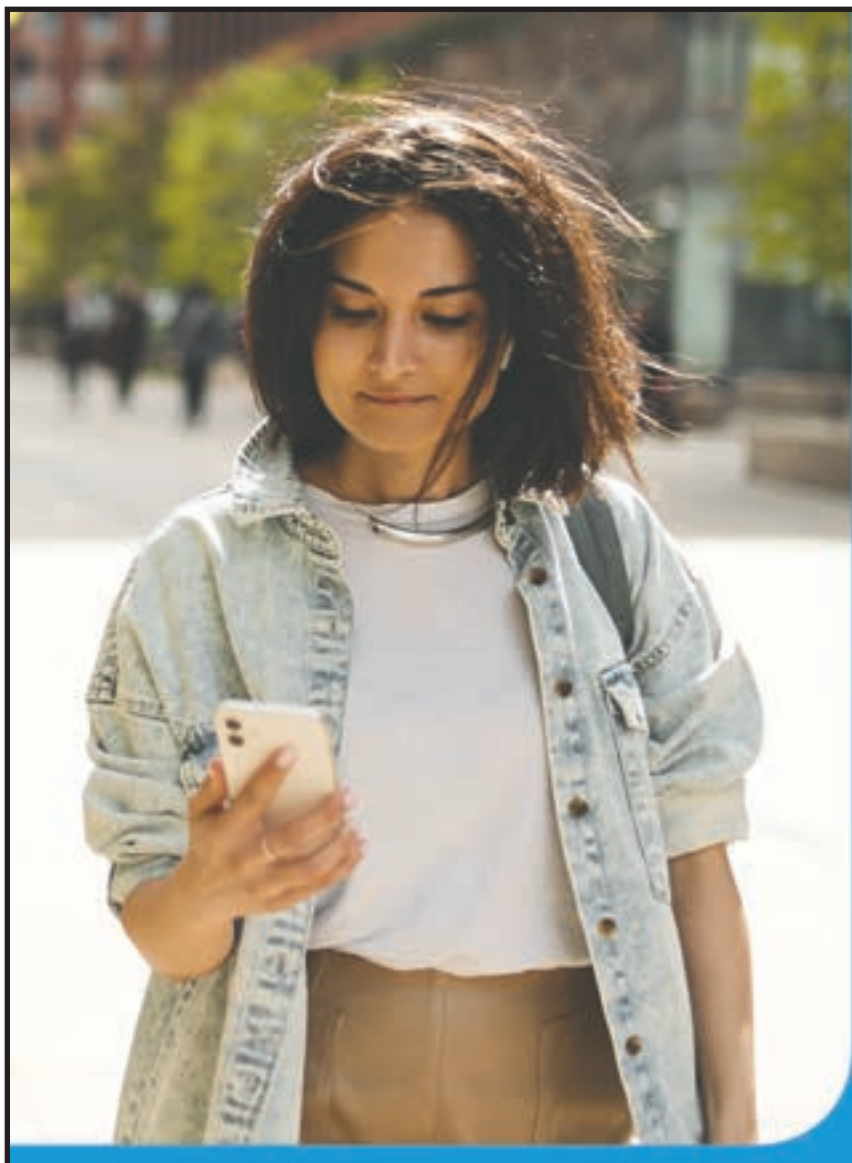
(শেষের পাতার পর)

(শেষের পাতার পর)সেন্টারের ইমাম শায়েখ আব্দুল্লাহ ইজ্জাত বায়োমি এবং নিউজার্সীর দারুল ইসলাহ হিফজ একাডেমীর ইমাম, বিশিষ্ট কারী শায়েখ ওয়ালিদ আলবাতারাউইশ। এছাড়াও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। আয়োজকরা জানান, গত বছর জুন মাসে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মসজিদের স্থায়ী ভবনের জন্য ১.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভবন ক্রয় করা হয়েছে। ডোনেশন এবং কর্জে হাসানা হিসেবে অর্থ নিয়ে মসজিদটি ক্রয় করা হয়েছে। মসজিদটির ঠিকানা সানিসাইডের, ৩৯-১৮ ৪৭ এভিনিউ। মসজিদের জন্য কর্জে হাসানা হিসেবে নেয়া অর্থ পরিশোধ এবং নতুন ভবনের মেরামত করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য গ্র্যাজুয়েট ইউসুফ চৌধুরী, হাফিজ মোহাম্মদ ও নাকিব হামিদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সানি সাইড মুসলিম সেন্টার বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট এসএম পারভেজুর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ সোহেল, সেক্রেটারী নাসির হায়দার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবু সালেহ শোয়াইব।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ইসলামের আলোকে এবং হাদিস-কোরানের বরাত দিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং ইহকাল ও পরকালের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, মহান আল্লাহতায়লার নৈকট্য লাভ





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison


Fresh
FDA Registered Facility
আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা
আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা
বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী
সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।
সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার
আলী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার
718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিশ্ব ইজতেমা সৌভ্রাতৃত্ব প্রসারে সহায়ক হোক

রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ৫৬তম বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। গত শুক্রবার টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে শুরু হয়েছিল ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। এর আগে ইজতেমার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারী। প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঢল নামে ইজতেমায়। পবিত্র হজের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় সমাবেশ এই বিশ্ব ইজতেমা।

এ কারণে মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বলে পরিচিত এটি। ইজতেমায় বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়। দেশ-বিদেশের আলেমরা তাদের বয়ানে ইসলামের মর্মবাণী তথা মানবিক আদর্শ ও ভ্রাতৃত্ববোধের দিকগুলো তুলে ধরেন।

বিশ্ব ইজতেমায় প্রতিবছর তাবলিগ জামাতের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা একত্রিত হন। পারস্পরিক ভাব ও ধর্মীয় জ্ঞান বিনিময় করেন। সারা বছরের কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম প্রচারের কাজে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। তবে সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব ইজতেমা বর্তমানে আর তাবলিগ কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

ইজতেমা আজ পরিণত হয়েছে সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাবেশে। তাবলিগ জামাত সম্পর্কে যাদের তেমন ধারণা নেই, এমন অনেকেও ইজতেমায় শরিক হন। প্রার্থনা করেন পরম করুণাময়ের রহমত। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রায় অর্ধশত বছর আগে দিল্লির কাছে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রহ.) মাজারসংলগ্ন মসজিদকে কেন্দ্র করে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শুরু করেছিলেন তাবলিগ বা ইসলাম প্রচারের কাজ। এভাবেই গোড়াপত্তন হয়েছিল তাবলিগ জামাতের। আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে।

ঢাকায় সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, কাকরাইল মসজিদে। এরপর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হাজী ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের মিছিরগঞ্জে। অবশ্য এ সমাবেশগুলোকে বিশ্ব ইজতেমা বলা যাবে না। ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রাম সন্নিহিত মাঠে যে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিদেশ থেকে তাবলিগ জামাতের অনেক অনুসারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকেই এটি বিশ্ব ইজতেমা নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময় থেকে নিয়মিত ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে তুরাগ নদীর তীরে।

এবার বিশ্ব ইজতেমার আয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় প্রায় সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। ইজতেমা মাঠ ঘিরে নেওয়া হয় ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা। পুলিশ, র‍্যাবসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা রক্ষায় সক্রিয় ছিলেন। দুই পর্ব মিলে ইজতেমার সার্বিক আয়োজনকে এককথায় সুষ্ঠু বলা যায়।

বাংলাদেশে নিয়মিত বিশ্ব ইজতেমা আয়োজনের ফলে ইসলাম ধর্মের অনেক মৌলিক শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ইমান, আমল ও ইলম অর্জন এবং আত্মশুদ্ধিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব ইজতেমা সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং মানুষের ভেতর থেকে হিংসা-হানাহানি দূর করে পৃথিবীতে শান্তির অমিয়ধারা প্রবাহিত করবে-এটাই আমাদের প্রত্যাশা। বিশ্ব ইজতেমা পৃথিবীতে সৌভ্রাতৃত্ব প্রসারে সহায়ক হোক।

দ্বিচারিতা বিপদই আনে

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

বিশ্ব আজ তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে 'গ্লোবাল ভিলিজ' এ পরিণত হয়েছে। যেকোনো ঘটনা প্রবাহের ঢেউ মুহূর্তেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশের তটরেখায় আছড়ে পড়ে। সেই ঘটনাগুলো দুই বলয়ে বিভক্ত বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে তার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা হয়। গণতান্ত্রিক শিবিরে থাকা দেশগুলোর কোনো অঘটন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমের বলয়ের রাষ্ট্রগুলোতে সহানুভূতির সঞ্চার করে। ঠিক এর বিপরীতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতন্ত্রের রাষ্ট্রের শিবিরে অবস্থানকারী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর সমস্যায় রুশ-চীনা ও তার মিত্র দেশগুলো সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু এই শিবিরের বাইরে থাকা রাষ্ট্রগুলোর কোনো বিপদ হলে, সেটা কাটতে বহু সময় যায়। কেননা তাদের কোনো মুরুব্বি নেই। সে যাই হোক, আজকে গ্লোবাল ভিলেজের এক সদস্য তথা বাংলাদেশ দুই মেরুতে বিভক্ত বিশ্বের কোন ধারা অনুসরণ করে চলছে, সেটা এখন অনেকটা অস্পষ্ট। কখনো মনে হয়, বঙ্গোপসাগরে কূলের এই বদ্বীপটি রোড-টু-মস্কো-চীন ধরে ছুটছে। আবার হঠাৎ করে মনে হয় পশ্চিমের হাইওয়েতে উঠার চেষ্টা করছে। তবে এমন দ্বিচারিতা নিয়ে কখন যে বড় বিপদে পড়তে হয় তা কারো পক্ষেই আগাম বলা খুব জটিল। দূর অতীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনসংখ্যা ও ভূ-ভাগের বিচার বড় দেশ ইন্দোনেশিয়ার একসময়ের সেনাশাসক জেনারেল সুহার্তো একদা বলেছিলেন, যারা মুখে বলে ও ভাবভঙ্গিতে বোঝায় 'আমরা নিরপেক্ষা'। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে এরা আমাদের পক্ষে নয়; তারা সুযোগ সন্ধানী যেকোনো মুহূর্তে এরা রঙ বদল করতে ও ভোল পাল্টাতে পারে। এই জনপদে একটা কথা প্রচলিত দু'নৌকায় পা রেখে যে চলতে চায়। কোনো এক সময় তাদের দেহ, দুই চির হয়ে যেতে পারে। এক সময় বিশ্বে তৃতীয় একটি ধারার অস্তিত্ব ছিল, এই ধারার নাম ছিল 'জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন' তার নেতা ছিলেন ভারতের জওহার লাল নেহেরু, কেনিয়ার নক্রুমা, মিসরের জামাল আবদুল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ শুকার্নো প্রমুখ। তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মেলন করতেন। অবশ্য খুব বেশি দিন এই জোটনিরপেক্ষ জোটকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের পক্ষেও বেশি দিন এমন বর্ণ লুকিয়ে চলা সম্ভব হয়তো হবে না। বাংলাদেশ নিজেকে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বুক ফুলিয়ে প্রচার করে বটে, কিন্তু চলনে বলনে অনুশীলনে এমন দাবি কিন্তু ধোপে টিকবে না। কেননা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনাকে মূল্য দেয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া বন্ধু চয়নের ক্ষেত্রেও ধোঁয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। আর শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বেছে নেয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনকার শাসনব্যবস্থার যে স্বরূপ, তাতে এমনটাই লক্ষ্য করা যায়। সংসদীয় ব্যবস্থা এখানে বলতে গেলে মৃত প্রায়। কেননা দেশে একটি সংসদ থাকলেও তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেছে। সে জন্য সংসদ বলতে গেলে এক দলেরই সংসদ। যা সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে এই একাদশতম সংসদ গঠিত হয়েছে। সেই নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট ওজর আপত্তি ছিল। বিশ্বে সংসদীয় ব্যবস্থাকে অনেক বেশি জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয়। অথচ আমাদের সংসদ এক দলের সংসদ, যেখানে কে কার জবাবদিহি কে করবে।

যে কথা দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করা হয়েছে, সেই আলোচনায় ফিরে যেতে চাই। সম্প্রতি রুশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বিবৃতি দেয়ার কারণ সম্পর্কে সবাই কম বেশি অবহিত। স্মরণ করা যেতে পারে, ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বেশ আগে গুম হয়ে ছাত্রদলের এক নেতার বোনের বাসায় গিয়ে তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়েছিলেন। আর এ খবরও সবার কাছে আছে। সেখানে মার্কিন দূত এক বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন খোদ এই অপ্রীতিকর ঘটনার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা বাংলাদেশকে জানিয়েছে। এ জন্যই রাশিয়ার কাছ থেকে সেই বিবৃতি এসেছিল এবং ঢাকা এখন কিছু উৎফুল্ল ও স্বস্তিবোধ করছিল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, পরে মার্কিনীদের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাকে খুবই অস্বস্তিতে পড়তে ও জড়সড় হতে হয়েছে। তারপর রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বহনকারী রুশ জাহাজকে বাংলাদেশের বন্দরে প্রবেশ করতে বাধার সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব কর্মকর্তার ঢাকায় আগমন হতে থাকে। যা বাংলাদেশকে আরো অস্বস্তিতে ফেলেছিল এবং তা সরকারের শীরপীড়ার কারণ হয়। আসলে বাংলাদেশ যে দুই নৌকায় পা রেখে চলেছে, সেটা আরো স্পষ্ট করে তুলেছে রুশ-মার্কিনিদের উপরোক্ত রশি টানাটানি। এখানে আরো উল্লেখ করা যায়,



পশ্চিমা শক্তিই কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী। ইদানীং আরো লক্ষ করা গেছে, পশ্চিমের বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলাহীনতা নিয়ে প্রচন্ড চাপ তৈরি করে চলেছে যা এর আগে কখনো অনুভূত হয়নি। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। কিন্তু মৌপোকা তাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে ভিন্ন বলয় থেকে কেউ কোনো সাহায্য করতে আসছে না। আর এটা থেকেই স্পষ্ট আমাদের হাল আমলের পররাষ্ট্র নীতির যত দুর্বলতা।

মার্কিন মুল্লুকের যত কর্মকর্তাই এখন আসছেন তারা সবাই আরো কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারাকে সুষ্ঠু ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি। মানবাধিকারের প্রশ্নে উচ্চতর মানদন্ডে পৌঁছার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই দুই প্রশ্নসহ রাজনীতিতে সব দলের কর্মসূচি পালনের সুযোগ দেয়ার জন্যও মার্কিনীরা কথা বলেছে। এসব ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে যে নীতি-নির্দেশনা দেয়া আছে, আমাদের প্রশাসনকে সেখানে পৌঁছার জন্য বলা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই জনপদের মানুষ এই তিন বিষয়ে তাদের যে অভিপ্রায় অভিব্যক্তি সেটা কিন্তু আমাদের প্রশাসন উপলব্ধি করছে বলে মনে হয় না। এ দেশের মালিক-মোক্তার তো জনগণ সেটা উপেক্ষা করা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

গণতান্ত্রিক চেতনা বড় প্রতিফলন ঘটে যেকোনো স্তরের নির্বাচনকে ঘিরে। তা সত্ত্বেও নির্বাচন নিয়ে এখানে হাজারো অনিয়ম অব্যবস্থা ও ভোটের দূরাবস্থা বিরাজ করছে। অথচ যখনই সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় তখন স্রোতের ঢলের মতো ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের আগমন হতে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের মানুষ কতটা গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু জনগণের এই অভিব্যক্তিকে শুধু শ্রদ্ধা করাই নয় তার আলোকে পদক্ষেপ নেয়াটাই হচ্ছে দেশের ও বিদেশের সবার মনোবাঞ্ছনা। আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানও সেই একই অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু দেড় দশক থেকে বর্তমানে রাজনৈতিক নির্বাহীদের অধীনে অন্যান্য নির্বাহীরা যে রাষ্ট্রাচার চালু করেছে তা কিন্তু আওয়ামী লীগই। সেখানে কিন্তু জনগণের উথলে পড়া আবেগ অনুভূতির স্থান হচ্ছে না।

দূর ও নিকট অতীতেও গণতন্ত্রের প্রতি রাজনৈতিক নির্বাহীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক ছিল না ও নেই। সে কিছু কথা স্মরণ করতে চাই। এমন অতীতচারিতা অনেকের কাছেই হয়তো অপছন্দেরই হতে পারে। কিন্তু বর্তমানকে বোঝার জন্যই অতীতের দিক মুখ ফেরানো কোনো দোষের নয়। অতীত বলে এখানের গণতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল বর্তমান শাসকদলের পূর্বসূরীরা। আর বিএনপিই পুনরায় সেই একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। যারা একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তারা একই সাথে সংবাদপত্রের কণ্ঠে কঠিন চিপি লাগিয়ে দিয়েছিল। পরে বিএনপিই সেই ছিপি অপসারণ করেছে। বিএনপি গণতন্ত্রের স্রোতকে বেগবান করতে প্রচেষ্টা নিয়েছিল। দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হলে দেখা যায়, সেখানে গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, জনগণের মতামত প্রতিফলিত হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে তারা নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সংবিধানে সংযোজিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বর্তমান শাসক দলের সময়ই সেই ব্যবস্থা সংবিধান থেকে অবলিলাক্রমে অপসারিত হয়েছে। এই আলোচনা থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যকার গণতন্ত্রের প্রশ্নে ও জনগণের অভিব্যক্তির ব্যাপারে দুই দলের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

এই নিবন্ধে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কিছু কথা বলা না হলে হয়তো আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। তাই আমরা নির্বাচন কমিশন ও দেশের প্রধান দুই দলের ভূমিকা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। দেশের ইতোপূর্বে যতগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে তার মধ্যে শেষোক্ত তিন কমিশনের (বর্তমানসহ) গঠন এবং ভূমিকা নিয়ে যৌক্তিক কারণে শত প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে আসছে। তিন কমিশনই তাদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে এমন কোনো নজির স্থাপন করতে পারেনি, যারা জন্য ওই প্রতিষ্ঠানকে খানিকটা ধন্যবাদ জানানো যায়। অপরদিকে বরং তাদের ভূমিকা ছিল লজ্জা পাওয়ার মতোই। সংবিধান তাদের কাছ থেকে যে মানের নির্বাচন আশা করে, সেই আশা পূরণ কমিশনত্রয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিন কমিশনই তাদের নিয়ে ইতিবাচক 'ইমেজ' তৈরি করতে পারেনি। তিন কমিশনের কর্মকান্ডে ন্যায়নীতি অনুসরণ দল বিশেষের প্রতি অনুরাগ ও বিরাগের বশবর্তী হওয়া থেকে তারা উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

রাজনৈতিক দলগুলোও কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি, রাজনৈতিক অঙ্গনে সহনশীলতা সহিষ্ণুতা, তৈরি করার জন্য শাসক দল অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু তিন মেয়াদে দেশের বর্তমান শাসক দল রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেনি বরং তাদের তিন মেয়াদের যেমন নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, অন্যান্য দলের প্রতি অসহিষ্ণুতা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। তা ছাড়া তাদের বিকল্প কেউ থাকতে পারে এমন চিন্তা থেকে বহু দূরে তাদের অবস্থান। এমন সব নেতিবাচক ভাবনা ও ভূমিকা রাজনীতিকে বিষবৎ করে তুলেছে। অপরদিকে, একেবারে নিরপেক্ষভাবে ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে কেউ দেখে তাহলে দেশের অন্যতম বড় দল ও বিএনপিই কিছুটা ভালো অবস্থা নেই। এ পর্যন্ত তাদের ভূমিকা থেকে এটি ভেবে নেয়ার জো নেই যে অর্বচিনের দায়িত্বহীনতার পরিচয়। তারা যে সম্প্রতি ২৭ দফা জাতির সম্মুখে পেশ করেছে, তাকে বর্তমানের যা প্রয়োজন তার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন বোদ্ধা সমাজ। তবে ভবিষ্যতের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে। যদি দেশে একটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে যদি জনগণ তাদের পছন্দ করে। তখন দেখা যাবে বিএনপি কতটা সিনসিয়ার ২৭ দফার ব্যাপারে।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
ফজর	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০
সূর্যোদয়	৭.১৩	৭.১২	৭.১২	৭.১১	৭.১০	৭.০৯	৭.০৮
জোহর	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯
আসর	৩.২২	৩.২৩	৩.২৪	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৮	৩.২৯
মাগরিব	৫.০২	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৮	৫.১০
এশা	৬.২২	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রমাণ জরুরি

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী



দুর্নীতি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া সাম্প্রতিক বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। গত ১৪ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের যৌথসভার সূচনা বক্তব্যে তিনি বলেছেন, 'দেশের কোথায় কী দুর্নীতি হয়েছে, সে তথ্য দিতে জাতীয় সংসদে আহ্বান জানানো হয়েছে। কাজেই শুধু মুখে দুর্নীতির কথা বললে হবে না, সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ দিলে সরকার ব্যবস্থা নেবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এখন এমন লোকদের কাছে দুর্নীতির কথা শুনতে হয়, যারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত। যাদের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।'

আমাদের সবার জানা, ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা' ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা গঠনের পর দেশরত্ন শেখ হাসিনা মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে দুর্নীতিবিরোধী সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেছিলেন, 'যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদের আত্মশুদ্ধি চর্চা, আইনের কঠোর প্রয়োগ, তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ ও গণমাধ্যমের সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।'

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুদ্ধি অভিযানের প্রাক্কালে নিজের দলের নেতাকর্মীসহ কাউকে ছাড় না দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একই ধরনের কঠোর উচ্চারণে পুরো জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশে দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুস লেনদেন, টেন্ডার-নিয়োগ-গবেষণা-জরিপ বাণিজ্য এবং বিপজ্জনক অর্থ পাচারের ঘৃণ্যচিত্র মোটেও সুখকর নয়। এসব অনভিপ্রেত কর্মকান্ড প্রায় সর্বক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে।

সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় দানবরূপী হিংস্র পশুতুল্য মানুষের অর্থ-ক্ষমতা-আধিপত্য বিস্তারে দুর্নীতির হীন অপকৌশল অবলম্বন বিপুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। অবৈধ-অনৈতিক প্রক্রিয়ায় পদ-পদবি-পদক আয়ত্তে নিতে এবং সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তিতে পারদর্শী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু যথার্থ প্রমাণাদির অভাবে তাদের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, শুধু বাংলাদেশ নয়; পুরো বিশ্ব আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। উন্নত বা উন্নয়নশীল, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সব দেশেই কম-বেশি দুর্নীতির প্রকট প্রভাব রয়েছে। গত বছরের ২৫ জানুয়ারি প্রকাশিত বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) বার্ষিক দুর্নীতির ধারণাসূচক (সিপিআই)-২০২১ অনুসারে বাংলাদেশ ১০০ স্কোরের মধ্যে পেয়েছে ২৬, যা ২০২০-এর সমান। ২০১৮ ও ২০১৯ সালেও বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৬।

তবে র‍্যাংকিং বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ২০২০-এর তুলনায় একধাপ নিচে, ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বনিু বা কেবল আফগানিস্তানের ওপর এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩১টি দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিু। ওই প্রতিবেদন অনুসারে কোনো দেশের শতভাগ স্কোর না পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের কোনো দেশই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ৭২ শতাংশ দেশ ৫০-এর কম স্কোর পেয়েছে। ২০২০ সালে এ হার ছিল ৬৭, অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় বৈশ্বিক দুর্নীতি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ৫৫ শতাংশ দেশের স্কোর বৈশ্বিক গড় ৪৩-এর নিচে, যা গতবারও একই পর্যায়ে ছিল।

১০ বছরের স্কোরের গতির বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮৪টি দেশের স্কোর বেড়েছে, ৮৩টি দেশের কমেছে এবং বাংলাদেশের মতো সাতটি দেশ একই পর্যায়ে রয়েছে। ৮৮ স্কোর পেয়ে তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে আছে যৌথভাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ৭৫-এর বেশি পাওয়া দেশগুলো হচ্ছে নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও সুইডেন (৮৫), সুইজারল্যান্ড (৮৪), নেদারল্যান্ডস (৮২), লুক্সেমবার্গ (৮১), জার্মানি (৮০), যুক্তরাজ্য (৭৮) এবং হংকং (৭৬)। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে দুর্বল স্কোর পাওয়া দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (৬৭), স্পেন (৬১), ইতালি (৫৬), চীন (৪৫), তুরস্ক (৩৮) ও রাশিয়া (২৯)। মাত্র ১১ স্কোর নিয়ে সর্বনিু অবস্থানে দক্ষিণ সুদান।

যেসব কারণে মানুষ দুর্নীতি করে থাকে, তার মূলে আছে প্রধানত অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, আধিপত্য, ভোগ-বিলাস ইত্যাদির লোভ। অর্থনৈতিক বৈষম্য বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থ ও সম্পদের উপার্জন, বিতরণ, ভোগ ইত্যাদি দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতিকে নানাভাবেই উপস্থাপন করে।

> **সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় দানবরূপী হিংস্র পশুতুল্য মানুষের অর্থ-ক্ষমতা-আধিপত্য বিস্তারে দুর্নীতির হীন অপকৌশল অবলম্বন বিপুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। অবৈধ-অনৈতিক প্রক্রিয়ায় পদ-পদবি-পদক আয়ত্তে নিতে এবং সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তিতে পারদর্শী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু যথার্থ প্রমাণাদির অভাবে তাদের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।**

বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণা সংস্থাসমূহের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানে সরাসরি জনসাধারণের যাতায়াত রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির পরিমাণ বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস বিল পরিশোধের অফিস, হিসাবরক্ষণ অফিস, আয়কর-ভ্যাট-কাস্টম-শুল্ক পরিশোধের অফিস, থানা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, রাজউক, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স অফিস ইত্যাদি।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, পিডব্লিউডি, হিসাব ও নিরীক্ষা ইত্যাদি অফিসের প্রকল্পের কাজসহ নানা বিল পরিশোধেও বড় রকমের ঘুস-দুর্নীতির গুঞ্জন অত্যধিক। এটি অনিস্বীকার্য, যেখানে আর্থিক লেনদেন কিংবা অনুমোদন প্রক্রিয়া রয়েছে, সেখানে কম-বেশি ঘুস-দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজনে কম দেওয়া, অতিমুনাফাখোরি, খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে ভেজাল দেওয়া, কর ও ভ্যাট ফাঁকি, হাসপাতালে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ফি আদায় ও ভুল চিকিৎসা, ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ব্যাংকঋণ গ্রহণ, মানিলন্ডারিং করে বিদেশে অর্থ পাচার, ক্ষমতার অপব্যবহারে কাউকে লাভবান বা ক্ষতি করা, কোর্ট বা যে কোনো তদন্তে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি আরও উচ্চমানের দুর্নীতি। তবে এটিও সত্য, যেখানে দুর্নীতি হয়, সেখানে সেবাদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই দুর্নীতির দোষে দুষ্ট।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মতে, দেশের দুর্নীতির সম্ভাব্য কারণগুলো হলো-দুর্নীতির বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ও বাস্তবায়নে মিল না থাকা; উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের দুর্নীতি চিহ্নিত না করা; সরকার ও রাজনৈতিক দলসহ উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে না পারা; আর্থিক ও ব্যাংক খাতে ঋণখেলাপি-জালিয়াতি বৃদ্ধি পাওয়া; ভূমি-নদী-খাল-বিল দখল, টেন্ডার ও নিয়োগে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না কমা; অবৈধ অর্থের লেনদেন বন্ধ না হওয়া; দুর্বল জবাবদিহিতা; দুদকের কার্যকারিতা ও স্বাধীনতার অভাব; দায়মুক্তি ও দুর্বল আইনের শাসন অর্থাৎ দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এ অপরাধে সবার জন্য আইন সমান, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া।

সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চারটি শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত আমাদের দেশে পালন করা হয় না। ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আসে না। চার শর্তের প্রথমটি হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছা শুধু ঘোষণায় থাকলে হবে না, বাস্তবায়ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যারা দুর্নীতি করে, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তাদের আইনগত জবাবদিহির আওতায় আনা। বাংলাদেশে এর নজির খুবই কম। তৃতীয়ত, দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করা এবং চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, দুর্নীতি মেনে না নেওয়া এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে না পড়ার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলা।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির মতে, শুধু ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। ২০১৯ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে আসবাবপত্র কেনার ক্ষেত্রে ১৬৯ কোটি টাকার দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে, যেখানে প্রতিটি বালিশ কিনতে খরচ দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা, প্রতিটি বালিশ আবাসিক ভবনের খাটে তোলার মজুরি ৭৬০ টাকা, কভারসহ কমফোর্টারের দাম ১৬ হাজার ৮০০ টাকা এবং বিদেশি বিছানার চাদর কেনা হয়েছে ৫ হাজার ৯৩৬ টাকায়।

বালিশকান্ডের পর দুর্নীতির মাধ্যমে একটি হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে একটি পর্দা ৩৭ লাখ টাকায় কেনা নিয়ে পুনরায় গণমাধ্যম সরব হয়ে ওঠে। ২০২২ সালের মার্চের শুরুর দিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সয়াবিন তেলের বাড়তি দাম নিয়ে ১৫ দিনে এক হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিলেটের শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডে লোহার এক কেজি নাট কোটি টাকা ও বোল্ট অর্ধকোটি টাকা দিয়ে কেনার বিষয়টিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তোলে।

শুধু অর্থ পাচার নয়; যুক্তরাজ্য, কানাডা, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশের আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ, সম্পদ ক্রয়, সুইস ব্যাংকে অর্থ জমা সম্পর্কিত বিভিন্ন খবরেও দেশবাসী উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, অর্থলোভী-ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই যেভাবে দেশের অর্থনীতি ও সামগ্রিক উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জ করছে, তাতে তাদের আইনের আওতায় এনে কঠোর হস্তে দমন করা না গেলে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত সময়োপযোগী বক্তব্যকে আমলে নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের পর্যাপ্ত সঠিক তথ্য-প্রমাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করা অপরিহার্য।

উত্থাপিত অভিযোগগুলো সত্য-বস্তুনিষ্ঠ-ন্যায়পরায়ণতায় উচ্চমার্গের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় নিবিড় তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। বেনামে বা ছদ্মনামে কথিত অভিযোগকারীদের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিরীহ ও সৎ ব্যক্তিদের হয়রানি করার অপচেষ্টা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অভিযোগকারীর যথার্থ নাম, ঠিকানা, পরিচয় ইত্যাদি নিশ্চিত হয়ে যে কোনো তদন্ত কার্যক্রম অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। মিথ্যা অভিযোগ তুলে কোনো দেশবিরোধী অশুভ শক্তি যাতে তৎপরতা চালাতে না পারে, সেদিকে অবশ্যই মনোযোগ নিবিষ্ট করা সময়ের দাবি।

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



ডোনাল্ড লুর সফর কী প্রভাব ফেলবে

॥ আলী রীয়াজ ॥

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর দুই দিনের বাংলাদেশ সফরের আগে যে আলোচনার ঝড় উঠেছিল, তা তাঁর সফর শেষ হওয়ার পরও অব্যাহত আছে এবং অনুমান করা যায়, আগামী কিছুদিন তা চলবে। তার কারণ হচ্ছে, এ সফরের পর সরকারের পক্ষ থেকে একধরনের স্বস্তির ভাব দেখানোর চেষ্টা আছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে মিস্টার লু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত দিন ধরে যা বলা হচ্ছিল, সে কথাগুলোই আবার বলেছেন।

সরকারের স্বস্তির জায়গাটি সম্ভবত এইখানে যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র াব) নিয়ে ২০২১ সালের শেষ থেকে যে টানাপোড়েন ছিল, সে বিষয়ে তিনি কঠোর কোনো কথা বলেননি। বরং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা জারির পর র াবের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যা হ্রাস পেয়েছে। 'অসামান্য অগ্রগতির বিষয়টি সেখানে উঠে এসেছে, আমরাও তা দেখছি।' তাঁর ভাষায়, 'এটা অসাধারণ কাজ। এটা দেখিয়েছে যে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রেখেও র‍্যাব সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করতে সক্ষম।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেছেন, আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ র াবের সংস্কারের প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু এই সফরের সময় এবং ২০২২ সালে বাংলাদেশে যত মার্কিন কর্মকর্তা এসেছেন এবং বাংলাদেশের যত কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন, তাঁরা র াবের প্রসঙ্গ তুলেছেন; বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে তিনটি বিষয়কে আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে র াবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জিএসপি সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা। ফলে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কার নিয়ে আলোচনা না হলেও র াব বিষয়ে আলোচনা হয়নি, এমন মনে করার কারণ নেই।

র াবের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আগে যা বলেছে, তা হচ্ছে র াবের সংস্কার না হলে নিষেধাজ্ঞা উঠবে না। এ কারণেই লুর সফরের সময় এ আলোচনাকে কেন্দ্র করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের পর দূতাবাস এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি (ডোনাল্ড লু) বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছেন, একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিগগিরই র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। দূতাবাসের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে ডোনাল্ড লু কোনো রকমের সময়সীমা দেননি।



তা ছাড়া মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বক্তব্যে এটা বোঝা যায় যে বাংলাদেশ সরকার তার এত দিনের অস্বীকারের অবস্থান থেকে সরে আসছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'র‍্যাবের ওপরে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে। র‍্যাবও তো কিছু উল্টাপাল্টা কাজ করেছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবেন না তো। এখন অনেক ম্যাচিউরড (র‍্যাব)। আগে প্রথম দিকে র‍্যাব অনেক লোকজনকে খামাখা কী করে ফেলেছে, কিন্তু বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়েছে। র‍্যাব জবাবদিহির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে।'

বাংলাদেশের অবস্থানের এ পরিবর্তনের সঙ্গে ডেইলি স্টার (১৭ জানুয়ারি ২০২৩)-এর সঙ্গে দেওয়া লুর সাক্ষাৎকারের একটি বক্তব্যের কোনো যোগসূত্র আছে কি না, সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় বাংলাদেশে শোনা গিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। এ ধারণার সত্যতা পাওয়া গেছে লুর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'আমরা র াবের আরও কিছু ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতাম, কিন্তু আমরা তা করিনি। কেননা ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ এবং র াবের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি হয়েছে, আমরা সেগুলোকে স্বীকৃতি দিতে চাই।' তার মানে আরও নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের ছিল বা আছে। সেটা ২০২২ সালে করেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে করবে কি না, সেটা সরকারের আচরণের ওপরই নির্ভর করবে।

ডোনাল্ড লুর এ সফরের কারণ কেবল র াব-বিষয়ক আলোচনা নয়, বরং র াব-বিষয়ক আলোচনার তাগিদ বাংলাদেশের। যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে উদ্বেগের ও আলোচনার বিষয় ছিল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী বছরের নির্বাচন। দুই দিনের সফরে তিনি নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনায়, মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এবং সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেটা বারবার বলেছেন। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যে কোনো পরিবর্তন বা ভাষাগত তারতম্যও দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্র চায় একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ নির্বাচন। দেশের রাজনীতিতে বিরোধীদের দমন-পীড়ন এবং মতপ্রকাশের ব্যাপারে বাধাগুলো নিয়ে উদ্বেগের জায়গাটি যে উল্লিখিত হয়েছে, তা সরকারের মন্ত্রীরাও স্বীকার করেছেন। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির গণসমাবেশকে তাঁরা বিরোধীদের সভা-সমাবেশের অধিকার ও নির্বাচনের পরিবেশ আছে—এভাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁদের এই বক্তব্যে লু সন্তুষ্ট হবেন, এমন মনে করার কারণ দেখি না। কেননা এখানে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস কী ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং কী প্রত্যক্ষ করেন, সেটা দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গোচরে নেই, এমন মনে করার কারণ নেই।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে অংশীদার হিসেবে চায়, সেটা নতুন কিছু নয়। এ বিষয় আলোচনায় অগ্রগতি হলে নিশ্চয় দুই পক্ষ উৎসাহের সঙ্গেই জানাত। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লুর বক্তব্য যে এটা কোনো ক্লাব নয়, খুব হালকা উত্তর বলে মনে হলেও এটি যে আলোচনায় ছিল, তারই ইঙ্গিত। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে দুটি সামরিক চুক্তির প্রস্তাব করেছে দীর্ঘদিন আগেই। জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া) এবং অ্যাকুইজেশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট (আকসা)। এগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

বিস্ময়কর যে বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা ডোনাল্ড লু কিংবা এ কে আব্দুল মোমেন কাউকেই এ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আসেনি। ডোনাল্ড লুর এ সফরের আগে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন আরিকান শীর্ষ কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করেছেন। এগুলো যে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত গুরুত্বের কারণে ব্যাপকভাবে আলোচিত। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের শাহীনবাগে গুমের শিকার বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাড়িতে যাওয়া নিয়ে উত্তেজনায় রাশিয়াও যুক্ত হয়েছিল। তা ছাড়া ডোনাল্ড লুর সফরের অব্যবহিত আগে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিন গ্যাংয়ের মধ্যরাতে ঢাকায় স্বল্পকালীন সফর তার আরেকটি প্রমাণ।

বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যে গুরুত্ব দিয়েই বিচার করছে, তাতে এটাও স্পষ্ট যে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। আগের মতো কেবল ভারত-পাকিস্তানকেন্দ্রিক বিবেচনার বাইরে এসে এই অঞ্চলের দেশগুলোকে বিবেচনা করা হচ্ছে। নেপালে লুর একাধিক সফরও তার প্রমাণ। কিন্তু এটাও ঠিক যে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে বিবেচনা করে। বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই কারণে যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের সমর্থন অকুণ্ঠ। লু বাংলাদেশে আসার আগে ভারত সফর করেছেন, সেখানে বাংলাদেশ বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে এবং তা মার্কিন নীতিতে তা কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

ডোনাল্ড লুর এ সফরের পর হঠাৎ বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, তা নয়। কিন্তু যেসব বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতপার্থক্য আছে, সেগুলোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র আরও কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে, তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলেই অনুমান করা যায়।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন ফোরলীয় মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

জিয়াউর রহমান জীবন ও রাষ্ট্রভাবনা

ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান

অনাকাঙ্খিত হলেও সত্য, আমরা জাতিগতভাবে ইতিহাসমনস্ক নই। চরিত্র বিনির্মাণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ব্যর্থ হই। আবেগের ভেলায় ভেসে 'প্রশংসাকে পূজায় এবং সমালোচনাকে 'কুৎসায়' পরিণত করি। এর কারণ বাঙালী মন মায়াজালে আবদ্ধ। সঙ্গতকারণে আমার পক্ষে এই জাতির ইতিহাস চর্চার পরিচিত মসৃণ পথের বিপরীতে গিয়ে হঠাৎ করে ইতিহাসমনস্ক হয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। এই অক্ষমতা মাথায় রেখেই যা কিছু দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে সমর্থিত এমন কয়েকটি বিষয় উত্থাপনের মাধ্যমে রণাঙ্গনের জিয়া ও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রবর্তনে রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের সাফল্য মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জিয়াউর রহমানের বীরত্বগাথা ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তার চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও থিয়েটার রোডের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ ও স্বরূপ, পঁচাত্তরের পরের দিশেহারা রাজনীতির প্রেক্ষাপটের বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধকালে জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল, এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। রাজনৈতিক বিভাজন তখনো ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে ফেরত এসে যুদ্ধে যোগ দেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়হীনতা ছিল। অন্য দিকে থিয়েটার রোডের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব ছিল প্রায় দৃশ্যমান। (মহিউদ্দিন আহমদ, বিএনপি : সময়-অসময়, ২০০৭ পৃষ্ঠা-১৫)। ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গিগত এই ভিন্নতা রাজনৈতিক মোড় নেয়, জন্ম ও বিকাশ লাভ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনপ্রিয় দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। সাধারণত এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের মাঠে, গোলটেবিল আলোচনায় কিংবা ক্ষমতার বলয়ের বাইরে থাকা নেতাদের উদ্যোগে সৃষ্টি হয়। সেই বিবেচনায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা জিয়াউর রহমানের দল বিএনপির জন্ম এবং জনপ্রিয়তা এ অঞ্চলে রাজনৈতিক দল গঠন ও প্রতিষ্ঠা লাভের দিক থেকে বিরল ঘটনা।

পেশাদারিত্ব জিয়াউর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান দিক। সৈনিক জিয়া ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ন 'আলফা কোম্পানির' কমান্ডার হিসেবে 'খেমকারান' রণাঙ্গনের বেদিয়ানে যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধে সাহসিকতা ও কৃতিত্বের জন্য তার কোম্পানি সর্বাধিক বীরত্বসূচক পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬৯ সালে মেজর জিয়া দেশে ফিরে আসেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে চট্টগ্রামে দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পার না হতেই পরিস্থিতি বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে ওঠে। আসে ২৫ মার্চের কাল রাত। বেগম খালেদা জিয়া ও দুই শিশুসন্তানকে চট্টগ্রামে অরক্ষিত অবস্থায় রেখেই মেজর জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শ্বাসরুদ্ধকর এ অবস্থার অবসান হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে; লাখো মা-বোনের ইজ্জত ও শহীদের রক্তের বিনিময়ে যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকা নিয়ে তার কঠোর সমালোচকরাও নিন্দার কোনো আলামত বা উপকরণ খুঁজে পাননি। জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে তাদের লেখায় জিয়ার প্রশংসা করেছেন, এর মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন- তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি), এইচ টি ইমাম (বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১), অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (আমার একাত্তর), ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত, ট্রেভর ফিসলক ও ডেভিড লুডেন (মাহফুজউল্লাহ, প্রেসিডেন্ট জিয়া অব বাংলাদেশ, এডর্ন পাবলিকেশন-২০১৬)। জিয়াই হলেন বাংলাদেশের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে যার ছবি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম মিউজিয়ামে অমর কীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

এর ব্যতিক্রমও আছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থে (রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, ১৯৭৪, লাখো প্রাণের বিনিময়ে, অনন্যা) স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে এবং জিয়ার অবদানের তেমন কোনো উল্লেখ নেই। এতে অবাক হওয়ারও তেমন কিছু নেই। কারণে চরিত্র বিনির্মাণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ব্যর্থ হই।

জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা তাকে অসীম সাহসী দেশপ্রেমিক হিসেবে অসামান্য উচ্চতা দান করেছে। তিনি হঠাৎ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাননি। ১৯৭৪ সালে তার নিজের লেখা 'একটি জাতির জন্ম' প্রবন্ধে এর আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখত, অবহেলা করত, অসম্মান করত। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটত না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটত শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা... ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল...' (রহমান, মেজর জেনারেল জিয়াউর (১৯৭৪), একটি জাতির জন্ম, বিচিত্রা, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ-১৯৭৪, ঢাকা)।

অন্তরে পুষে রাখা স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২৬ মার্চ তার রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার আব্দুর রশিদ জাঞ্জুয়াকে প্রতিহত করেন। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যের রাতে জিয়া চট্টগ্রামের পুলিশ কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে বলেন, ইস্ট বেঙ্গলের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করবে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জিয়া যে তার সৈনিকদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন, সেটি তার সহকর্মীরা সমর্থন করেন এবং পরে ২৭ মার্চ রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন (মহিউদ্দিন আহমদ, বিএনপি : সময়-অসময়, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৪৬)।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জিয়ার রণকৌশল প্রয়োগের বিষয়টি খুব একটা বাধামুক্ত ছিল না। চিহ্নিত শত্রু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি ও বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা জিয়াসহ রণাঙ্গনের অনেক যোদ্ধার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে স্তিমিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। পদ ও বয়সের কারণে তার নিযুক্তি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু তিনি সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারেননি। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান তার শুভ দৃষ্টিবঞ্চিত ছিলেন। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জিয়াউর রহমানের অধীনে যুদ্ধ করা কর্মকর্তাদের ওপর। বীরত্বসূচক পদক বিতরণের সময় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পদকবঞ্চিত হন জিয়ার অধীনে যুদ্ধ করা বেশির ভাগ কর্মকর্তা। পক্ষান্তরে, অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেই এম এ জি ওসমানীর সাথে সুসম্পর্ক থাকায় 'খয়রাতি বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন (কর্নেল শাফায়াত জামিল-২০০৯, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৪)।

রণাঙ্গনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জিয়াকেও ১৯৭২ সালে যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক ঘটে তখনই, যখন দেখা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জিয়া ও সফিউল্লাহ একই ব্যাচে কমিশন পেলেও ক্রম অনুযায়ী জিয়ার নাম উপরে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জ্যেষ্ঠতার সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে ১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। এখানেই শেষ নয়। সফিউল্লাহকে প্রথম মেয়াদ শেষে দ্বিতীয়বারের মতো সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় (নূরুল ইসলাম চৌধুরী, ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড : ঘটনার আগে-ঘটনার পরে, ভোরের কাগজ, ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট, ১৯৯৪)।



ইতিহাসের এই বিবরণ পাঠে একটি জিজ্ঞাসা তৈরি হয় : কর্মজীবনের শুরু থেকেই রণাঙ্গনে ভূমিকা রাখার জন্য পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারে ভূষিত জিয়াউর রহমানের সাথে এম এ জি ওসমানীর এই শীতল সম্পর্কের কারণ কী? কেনই বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রচলিত জ্যেষ্ঠতার নিয়ম লঙ্ঘন করে, মুক্তিযুদ্ধে অতুলনীয় অবদান রাখার জন্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর উত্তম জিয়াউর রহমানকে একাধিকবার পদবঞ্চিত করা হলো? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার যথাযথ ব্যক্তিরা হলেন ইতিহাসের গবেষকরা। আমি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে বিরত থাকাই সঙ্গত মনে করছি।

পেশাদার একজন সামরিক কর্মকর্তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শীর্ষ পদে যাওয়ার বিষয়টি তার অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এটি মোহ বা লোভের বিষয় নয়। অধিকার বঞ্চিত হয়েও প্রতিশোধের পথ বেছে না নিয়ে তিনি বছরের পর বছর (অন্তত সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসেবে সফিউল্লাহর ৩+৩=৬ বছর মেয়াদে) ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। লে. কর্নেল অব. এম এ হামিদের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই সময়ে জিয়াকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে বার্লিনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠিয়ে দিতে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়। পেশার প্রতি একনিষ্ঠ জিয়া বিদেশে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার প্রস্তাব বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্ত খুরশিদ উদ্দিন আহম্মেদের সহায়তায় দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার দুর্ভাগ্যবরণ করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন (হামিদ, লে. কর্নেল অব: এম এ-২০১৩, তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ১২-১৩)।

১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পেছনে জিয়াউর রহমানকে অনেকেই অনুমাননির্ভর মূল্যায়ন করে থাকেন। দু'টি ঘটনা উল্লেখ করে বলা যায়, পটপরিবর্তনের কর্মকান্ডে তার সম্পৃক্ততা ছিল না।

১. প্রথম ঘটনাটি হলো, ঢাকার ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল ১৫ আগস্টের ট্র্যাজেডির পরে ওই বিষয়ে অবহিত করার পরও জিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার কোনো ধরনের লক্ষণ কিংবা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি; বরং অতি সংক্ষেপে বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষেই তিনি মতপ্রকাশ করেন (কর্নেল শাফায়াত জামিল-২০০৯, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৩)।

২. দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হওয়ার পর। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫, সাফায়াত জামিল জিয়ার কক্ষে বসে আছেন। এমন সময় সদ্য পদোন্নতি পাওয়া এবং সরকারি আদেশে দিল্লিতে অবস্থানরত মেজর জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের কক্ষে প্রবেশ করেন। এরশাদকে দেখে জিয়াউর রহমান রেগে গিয়ে উচ্চস্বরে বলেন, 'আপনি অনুমতি ছাড়া কেন দেশে ফিরে এসেছেন?' জবাবে এরশাদ বলেন, 'আমার স্ত্রীর জন্য গৃহভৃত্য নিতে এসেছি'। ততোধিক রেগে গিয়ে জিয়াউর রহমান বলেন, 'আপনার মতো সিনিয়র অফিসারদের এ ধরনের লাগামহীন আচরণের জন্যই জুনিয়র অফিসাররা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতা দখলের মতো কাজ করতে পেরেছে।' (কর্নেল সাফায়াত জামিল-২০০৯, পৃষ্ঠা: ১২০-১২১)।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন খোন্দকার মোশতাক এবং সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান বলবৎ রাখলেও সংশোধনী এনে নাগরিক অধিকারের পরিধি আশঙ্কাজনকভাবে সঙ্কুচিত করেন। রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমেদ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫-এ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করার মাধ্যমে ১৫ আগস্টে অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের আইনি সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এই আদেশে বলা হয়, ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত কারো বিচার করা যাবে না। (মহিউদ্দিন আহমদ, ২০১৭, পৃষ্ঠ-৬৪) অধিকন্তু কর্নেল সাফায়াত জামিলের ভাষ্য অনুযায়ী, তার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও খোন্দকার মোশতাক অভ্যুত্থান ও হত্যাকান্ডে জড়িত মেজর রশীদ, ফারুক ও ডালিমকে লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন (সাফায়াত জামিল, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭)। এ ঘটনা প্রমাণ করে, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আইনি সুরক্ষা দেয়ার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অভ্যুত্থানকারীরা ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে সংঘটিত করল? অনেকেই মনে করেন, এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো- তৎকালীন সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মধ্যে তৈরি হওয়া নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব। স্পষ্ট ভাষায় বললে, তৎকালীন সামরিক বাহিনীর প্রতি অবহেলা ও ভারতীয় আধিপত্যের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য তারা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। ১৯৭৪ সালে অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি করার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো একটা দানব সৃষ্টি করতে চাই না।' (মাসকারেনহাস, অ্যান্থনি-২০০২), বাংলাদেশ রক্তের ঋণ, অ খধমধপু ড়ভ ইষড়ড়ফ-এর ভাষান্তর, অনুবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানি পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯)। এর বিপরীতে তিনি রক্ষীবাহিনী নামের একটি আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেন; প্রথমে পুলিশের এটি সহায়ক বাহিনী হলেও পরে এই বাহিনীকে ক্ষমতা দেয়া হয়, যা দিয়ে তারা যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারত এবং অনেকেই মনে করেন তাদের ব্যবহার করা হতো আওয়ামী লীগের সমালোচকদের বিরুদ্ধে (প্রাগুক্ত)। এর সাথে যুক্ত হয় বাকশাল নামের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, যা ব্যাপকভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে।

সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব অগ্রহণযোগ্য ছিল মর্মে মন্তব্য করেছিল আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত মিত্র বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি। তাদের মূল্যায়নে বলা হয়, 'আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর জন্ম ও ভিত্তি তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার মতো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে... পাকিস্তান আমলে সামরিক বাহিনীর যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে তেমন বৈরীসুলভ দৃষ্টি গ্রহণ করা খুবই ক্ষতিকর হবে (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৭৯, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমাদের পার্টির ভূমিকা ও করণীয়', কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫)।

জিয়ার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে কেবল শাসক পরিবর্তন হয় তা নয়; বরং বাংলাদেশ রাষ্ট্র কেমন হবে; এর দার্শনিক ভিত্তি কী হবে, এর একটি সুনির্দিষ্ট ও প্রায়োগিক রূপরেখা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি গঠন করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

এই দলের গ্রহণযোগ্যতা তথা জনপ্রিয়তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি কারণ হলো- ১. জাতীয়তাবাদী দলের দার্শনিক ভিত্তি; ২. জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত উজ্জ্বল ভাবমর্যাদা ও ৩. কার্যকর সাংগঠনিক পদক্ষেপ এবং উন্নয়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ।

বাহাত্তরের সংবিধানে আমাদের পরিচয় 'বাঙালি' হিসেবে ধার্য করা হলেও জিয়াউর রহমান এই ধারণায় পরিবর্তন আনা জরুরি বলে মনে করেন। তিনি বলেন, যদি আমরা জাতীয় পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'বাঙালি' পরিভাষাটি ব্যবহার করি, তাহলে বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসরত অবাঙালি বাংলাদেশী নাগরিকরা (যেমন-আদিবাসীরা) জাতীয় পরিচয়ের বলয় থেকে ছিটকে পড়বে। জিয়াউর রহমান তাই বাংলাদেশের বাঙালি ও অবাঙালীসহ সব নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে 'বাঙালির' স্থলে 'বাংলাদেশী' পরিভাষা ব্যবহার করা প্রস্তাব করেন।

জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দেশব্যাপী বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই রাষ্ট্র দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদে প্রান্তিক আদিবাসীরাও গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবাই সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের স্বীকৃতি পায়, জিম্মি থাকে না। (আহমদ শরীফের ডায়েরি, ভাব-বুদ্বুদ, পৃষ্ঠা-৬৪)।

'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে জিয়াউর রহমান স্পষ্টভাবে বলেছেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এক দিকে যেমন ধর্মভিত্তিক নয়, তেমনি আবার ধর্মবিমুখও নয়। এই জাতীয়তাবাদ আবার প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অধিকার নিশ্চিত করে। জিয়া সাংবিধানিকভাবে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেননি। তিনি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযুক্ত করার মাধ্যমে মূলত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি এক দিকে যেমন অমুসলিম নাগরিকদের জাতীয় পরিচয় সমুন্নত রেখেছেন, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মানসিক অধিকার ও স্বাধীনতা চর্চার প্রতি আন্তরিক সমর্থনের নিদর্শন হিসেবে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও নির্মোহ অকপট ভাবনায় অতুলনীয় পণ্ডিত আহমদ ছফা বলেন, 'ইসলামের সম্ভাবনা ও ঐতিহ্যের সাথে যোগহীন রাজনীতির কোনো ভবিষ্যত এ দেশে নেই।' (আহমদ ছফা, বাঙালি মুসলমানের মন-১৯৮১)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী দলের জনপ্রিয়তার পেছনে অন্যতম কারণ জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত ভাবমর্যাদা। এই ভাবমর্যাদা তৈরির পেছনে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যতিক্রমী সততা ও সদগুণাবলির চর্চা। এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রেস সচিব কাফি খান, যিনি এক সময় ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ পাঠক ছিলেন, বলেছেন, 'আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কোনো তদবিরের জন্য বঙ্গভবনে বা তার বাসায় আসার সাহস পায়নি। তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে একমাত্র দেখা যেত রাষ্ট্রপতি জিয়া কোনো রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশে গেলে সফরসঙ্গী হিসেবে। তা-ও সব সফরে নয়।... তিন-চার হাজার টাকার মতো বেতন পেতেন। সেখান থেকে ১৫০ টাকা রাষ্ট্রপতির রিলিফ ফান্ডে জমা দিতেন। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। (সৈয়দ আবদাল আহমেদের নেয়া কাফি খানের সাক্ষাৎকার, www.bnpbd.org))।

একই ধরনের মূল্যায়ন করেছেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মতো স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিমুক্ত এত কঠোর রাষ্ট্রনায়ক আমি আগে কখনো দেখিনি।' (ভাসানীমঞ্চ, একটি অরাজনৈতিক সংগঠন)

এই দলের গ্রহণযোগ্যতার পেছনে তৃতীয় কারণ হলো, কার্যকর সাংগঠনিক পদক্ষেপ এবং উন্নয়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ। যে কথা বলে শেষ করতে চাই, তা হলো- জিয়ার জাতীয়তাবাদী দর্শনের মর্মকথা হলো, কেবল ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী দলের মতাদর্শের সঠিক উপলব্ধি ও এর বাস্তবায়ন। এই লক্ষ্য অর্জনে জিয়ার উজ্জ্বল ভাবমর্যাদা ভূমিকা রাখবে, তাতে সন্দেহ নেই।

লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে খন্দকার হাবিবের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস'র সিটিজেন। আমার মা-বাবা গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এখানে এসেছেন। এখানে আসার কিছুদিন পর তারা আবার বাংলাদেশে গিয়েছেন। কিন্তু তারা আর ১ বছরের মধ্যে এদেশে ফিরে আসেন নি। এখন তারা বাংলাদেশেই অবস্থান করছেন। তারা বয়স্ক এবং অসুস্থ এ কারণে আমি তাদের জন্যে খুব চিন্তিত আছি। এদিকে আমি এখানে থেকে বাংলাদেশে যেতে পারছি না। আমার স্ত্রী আবার সন্তান সম্ভবা। তাকে এখানে দেখাশোনার জন্য তেমন কেউ নেই। আমি ইমিগ্রেশনে ফোন করেও কোন জবাব পাই নি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

খন্দকার হাবিবের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে গেলে ১ বছরের মধ্যে তাদের এদেশে ফিরে আসতে হবে। আর পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিয়ে গেলে পুনঃ প্রবেশের অনুমতির তারিখ শেখ হবার পূর্বে অবশ্যই এদেশে ফিরে আসতে হবে। আর ইউএস এর বাইরে ভ্রমণে যাবার আগেই পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে।

সে কারণে একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যদি ১ বছরের অধিক সময় ইউএস এর বাইরে থাকতে চান অথবা পুনঃ প্রবেশের বৈধ সময় পার হয়ে যাবার পর ইউএসএ প্রবেশের জন্য নতুন করে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিতে হবে।

এক্ষেত্রে এসবি-আই ভিসার জন্য উপযুক্ত কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। এসবি-আই ভিসার জন্য যদি অনুমোদিত হয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে (ইএইচএসডি) ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিসআইএস) এ নতুন করে আবেদন না করেও স্ট্যাটাস অব্যাহত থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় বিএইচএস সব ইউএসসিসআইএস নতুন করে ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। ইউএসএ ফিরে আসার জন্য ইন্টারভিউ দিতে হবে না। এবং সাধারণ ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য পরে সাক্ষাতকার দিতে হবে।

রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ফিরে পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ইমিগ্রেশন আইনের ধারার অধীনে রেমিডেন্ড স্ট্যাটাস ফিরে পাওয়ার জন্য কনস্যুলার অফিসের মাধ্যমে প্রমান করতে হবে যে:

ইউএসএ ত্যাগ করার পূর্বে আইন সম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের বৈধ স্ট্যাটাস ছিলা। ইউএস ত্যাগের পূর্বে এদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ছিলো। অন্যকথায় গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস ত্যাগ করে এদেশ ছেড়ে যাওয়া হয় নি।

ইউএসএতে অনুপস্থিত থাকা ছিলো সাময়িকঃ

ইউএসএর বাইরে সাময়িক সফর শেষে আবার ইউএস ফিরে আসার পরিকল্পনা ছিলো।



এদেশের বাইরে অনুমোদিত সময়ের অধিক অবস্থানের কারণ ছিলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে যার জন্য দায়ী নন নিজে।

এসবি-আই রিটার্নিং রেসিডেন্ট ভিসার জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে?

রিটার্নিং রেসিডেন্ট ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য বিস্তারিত জানতে ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেটের ওয়েব সাইটে চেক করুন। প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রক্রিয়া ও পরামর্শ থাকতে পারে। রিটার্নিং রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নির্ণয়ের জন্য ডিএস-১১৭ ফরম পূরণ করতে হবে আবেদনের সঙ্গে। ডিএস-১১৭ ফরম ফাইল করার পর ইউএস দূতাবাস কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সাক্ষাতকারের জন্য সময় নির্ধারণ করবে। সাক্ষাতকারের সময় যেসব কাগজপত্র সঙ্গে নিতে হবেঃ

মূল পাসপোর্ট, ২) ২ কপি ছবি, ৩) মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট।

এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

জানুয়ারী ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারী ২০২৩-এর পারিবারিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে 'ফাইনাল এ্যাকশনডেট' এর অর্থ হচ্ছে- যে দিন আবেদনের উপর ইউএসসিআইসে/ডিওএস তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। এই তারিখের পূর্বেই হবে অগ্রাধিকার তারিখ। সঠিক পুনঃমূল্যায়নে জানুয়ারী ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিনে দেখা যায় যে পরিবার ভিত্তিক অধিকাংশ ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনকে অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগনঃ ডিসেম্বরঃ ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ।

এ. (এফ২-এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ চলতি।

বিঃ (এফ১-বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সের পুত্র ও কন্যাঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২১, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০১৭।

এই বিষয়ে এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নতুন ইভিএম ক্রয় প্রকল্পে ধীরগতি

পুরোনো মেশিন ও ব্যালটে ইসির ভোটের প্রস্তুতি

কাজী জেবেল

নতুন দুই লাখ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কেনার প্রকল্প কবে পাশ হবে-সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি পরিকল্পনা কমিশন। এমনকি এ প্রকল্পের পিইসি সভারও তারিখ নির্ধারণ হয়নি। উলটো কমিশনের কর্মকর্তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে জেনেছেন-এ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ধীরগতিতে এগোচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের হাতে যে ইভিএম ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স আছে, তা দিয়েই আগামী নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি সচিবালয়। ইতোমধ্যে সারা দেশে তিন লাখের কিছু বেশি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের উপযোগী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একই সঙ্গে ২০১৮ সালে কেনা ইভিএমগুলো ব্যবহারের উপযোগী কি না-তা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি ইভিএম ও ব্যালট-দুই প্রক্রিয়ায় ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। তবে আগামী নির্বাচনে কতটি আসনে ইভিএম ও কতটি আসনে কাগজের ব্যালটে ভোট হবে সেই সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। চলতি মাসেই এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে। ইসির সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এসব তথ্য জানিয়েছে।



নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসির ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তা জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১৫০ আসনে ইভিএমে ভোটগ্রহণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনাররা বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যে দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে, এটি পাশের ক্ষেত্রে সেই গতি নেই। এতে অনেকটা হতাশ ও বিব্রত নির্বাচন কমিশন। তারা আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে রোববার (২২ জানুয়ারী) অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় আলোচনা হবে-এমন আভাস আগে পাওয়া গেলেও এ নিয়ে আলোচনা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে ইসির হাতে থাকা সরঞ্জাম দিয়েই নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইভিএম দিয়ে আগামী নির্বাচনে ৫০টি আসনে ভোটগ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ইভিএম'র পাশাপাশি কাগজের ব্যালটে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আহসান হাবিব খান। রোববার তিনি যুগান্তরকে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে যেসব ইভিএম আছে সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী কতটা তা যাচাই করা হচ্ছে। ইসির ১০টি অঞ্চলের মধ্যে ৫ অঞ্চলের কিইউসি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলো উপযোগী থাকবে, সেগুলো আগামী নির্বাচনে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রস্তাবিত ইভিএম প্রকল্প পাশ, ওই প্রকল্পের আওতায় কেনা মেশিনও নির্বাচনে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া কাগজের ব্যালটে ভোট নেওয়ার প্রস্তুতিও পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে।

ইসি সূত্র জানায়, ইভিএম কেনার নতুন প্রকল্প পাশ না হলে ২০০-২৫০ আসনে কাগজের ব্যালটে ভোট হবে-এমন ধারণা থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বাকি আসনে মাঠে থাকা ইভিএম ব্যবহার করা যাবে। কাগজের ব্যালটে ভোটের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে থাকা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে তিন লাখ দুই হাজার ব্যালট বাক্স ব্যবহার উপযোগী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সংখ্যক ব্যালট বাক্স দিয়ে ৩০০ আসনেই ভোটগ্রহণ সম্ভব হবে। নতুন করে ব্যালট বাক্স কেনার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ ধরা হয়েছে ৪৪ হাজার। কাগজের ব্যালটে ভোট হলে বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে দুই লাখ ২০ হাজার থেকে দুই লাখ ৩০ হাজার। প্রতিটি কক্ষে একটি করে ও প্রতিটি কেন্দে অতিরিক্ত একটি করে ব্যালট বাক্স দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এ হিসাবে দুই লাখ ৭৫ হাজার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হবে। ইসির হাতে ওই সংখ্যার চেয়ে বেশি রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ সংখ্যা ৪০১৮৩টি ও ভোটকক্ষ সংখ্যা দুই লাখ সাত হাজার ৩১২টি ছিল। এবার ভোটার বেড়ে যাওয়ায় ভোটকেন্দ ও বুথের সংখ্যাও বাড়বে। অপর দিকে ইসির হাতে থাকা ইভিএম দিয়ে যতটা সম্ভব আসনে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা সামনে রেখে এগুচ্ছে ইসি সচিবালয়। দেশের সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে সম্প্রতি চিঠি দিয়ে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে তালিকা তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশনায় কাগজের ব্যালট ও ইভিএম ব্যবহার করলে কতটি কেন্দ ও ভোটকক্ষ হবে তার তালিকা পৃথকভাবে তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসির পাঁচজন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে আরও জানা গেছে, তারা ইভিএমে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে প্রতি ৩০০-৪০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ এবং কাগজের ব্যালটে ভোটের ক্ষেত্রে ৫০০-৬০০ জনের জন্য একটি কক্ষ ধরে পৃথক তালিকা তৈরি করছেন। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে থাকা ইভিএম কতগুলো সচল আছে, কতগুলো সামান্য মেরামতে সচল করা সম্ভব এবং কতগুলো পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে সেই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সূত্র আরও জানায়, আগামী নির্বাচনে ইভিএম'র ব্যবহার কমলে কাগজের ব্যালটের সংখ্যা বাড়বে। ওই লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতিও নিচ্ছে ইসি সচিবালয়। নির্বাচনের ব্যালট পেপার, মনোনয়নসহ বিভিন্ন ধরনের ফরম ছাপানোর বিষয়ে সরকারি ছাপাখানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী মাসে বৈঠকের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Moin Choudhury
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

মিডিয়া ট্রায়াল এবং মজলুমের আর্তনাদ

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

দুটো প্রবাদবাক্য- একটি সাম্প্রতিককালের আর অন্যটি পুরোনো। নতুনটি হলো- বাংলাদেশের সব মানুষ জান্নাতি। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, হাল আমলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা এতটা নির্মম-নিষ্ঠুর ও অসহনীয় হয়ে পড়েছে যে, ভুক্তভোগীরা তাদের ধৈর্য-সহ্য ও আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে জান্নাতি হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছেন। নতুন এই প্রবাদবাক্যটির সূত্রপাত্র হয়েছে সাম্প্রতিককালে কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধির প্রতিবাদ করায় জনৈক ভুক্তভোগী তরুণকে গ্রেফতার ও কারাবরণকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় প্রবাদটি হলো- বাঙালিরা জাহান্নামের যে এলাকায় থাকবে সেখানে কোনো রক্ষী বা দোজখের প্রহরী দরকার পড়বে না। কারণ কেউ যদি জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে তবে অন্য সব বাঙালি তার হাত-পা টেনে ধরে তাকে জাহান্নামের গভীর থেকে গভীরতর স্থানে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের সার্বিক হালহকিকত নিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে উল্লিখিত প্রবাদগুলো রীতিমতো ভাইরাল হয়ে পড়েছে এবং লোকজন যার যার মতো করে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে জনগণের নিত্যদিনের হাহাকার ও ব্যক্তিবিশেষের দুর্ভোগ-দুর্দশা আমাকে নিদারুণভাবে পীড়িত করে। বিশেষ করে মূলধারার গণমাধ্যম-সামাজিক মাধ্যম-আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলো যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চড়াও হয় তখন ভুক্তভোগীদের জীবনে যে দুর্বিষহ বেদনা এবং সর্বাত্মক বিপর্যয় শুরু হয় তার কিছু নমুনা যখন দেখতে পাই তখন বেদনায় নীল হয়ে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকি- বাংলাদেশে কেন বিল গেটস, স্টিভ জবস, রকফেলার, ফোর্ড, টাটা, বিড়লা কিংবা নিউটন, এডিসন, আইনস্টাইনের জন্ম হয় না।

আমাদের দেশের দায়িত্বহীন মিডিয়া কিংবা সামাজিকমাধ্যমের কারণে দেশের কত সম্ভাবনাময় মেধা ও মননশীলতার পতন হয়েছে, কত শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়েছে এবং কত বড় রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করলে মন-মস্তিষ্ক রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়ে। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা- একটি খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে অস্থির বাঙালির বিরাট অংশ হইহই রইরই নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। পরে দুর্নীতি দমন কমিশন, থানা-পুলিশ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চেতনা প্রবলভাবে বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে এবং সবাই যার যার অবস্থান থেকে হালুম করে ব্যাঘ্র গর্জনে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে গুজবের কবলে পড়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কপালে শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে পারে তার নমুনা দেখলে চাইলে দেশের বর্তমান ভঙ্গুর অর্থনীতি, আস্থা হারানো ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও কর্মহীন মানুষের জ্যামিতিক বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করা জরুরি।

হাল আমলে মিডিয়া ট্রায়ালে সর্বস্ব হারিয়ে যে কয়জন সফল মানুষ আর্তনাদ করছেন তাদের মধ্যে একজনের নিয়তির নির্মম পরিহাস নিয়ে কিছু বলার আগে অতীতের তিনটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রথমটি হলমার্ক গ্রুপের ঘটনা। ঋণ গ্রহণে প্রতিষ্ঠানটি অনিয়ম করেছিল কিন্তু কোনো জাল-জালিয়াতি করেনি। প্রায় ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান করা প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও ছিল এবং ব্যাংক পর্যাপ্ত বন্ধকের বিপরীতে ঋণ দিয়েছিল। মিডিয়া ট্রায়াল এবং দুদকের বাড়াবাড়ি হলমার্কের কবর রচনা করে বাংলাদেশের অন্যতম লাভজনক ও সফল শিল্প গ্রুপের সব সফলতাকে কেলেঙ্কারি বানিয়ে ছেড়েছে। আমি বহুবার বিষয়টি নিয়ে লিখেছি ও বলেছি কিন্তু কারো বোধোদয় ঘটাতে পারিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনা হলো- পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারির কথিত অভিযোগ এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়া। দুটো ঘটনাই ঘটানো হয়েছে মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে এবং আমি আমার সর্বশক্তি নিয়ে চিৎকার করেও কোনো সুরাহা করতে পারিনি। বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ নিয়ে যখন দেশের মিডিয়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. মশিউর, মন্ত্রী আবুল হোসেন ও সচিব মোশাররফের ওপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক তখন থেকেই আজকের ডলার সঙ্কটের বীজ রোপিত হলো। দেশীয় অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের জিদ ও ব্যাপক দুর্নীতি এখন রাহুর মতো পুরো অর্থনীতিকে দেউলিয়া বানাতে বসেছে। একইভাবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে উসকে দেয়া এবং দেশী-বিদেশী পুরস্কার-বাহবা পাওয়ার লোভের কারণে দেশীয় মিডিয়া ও শাসক দল যুগপৎভাবে যা করেছে তা কেবল অর্থনীতির বারোটা বাজায়নি; বরং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।



উল্লিখিত মিডিয়া ট্রায়াল ছাড়াও আরো একটি মিডিয়া ট্রায়ালের বিস্তারিত কাহিনী আপনাদের না বলে পারছি না। আমি যার কথা বলব তার সাথে জীবনে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। মিডিয়া মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নাম ও বদনাম প্রচারিত হওয়ার আগে আমি তার নামও শুনিনি। কিন্তু কয়েক দিন আগে একটি ঘরোয়া আড্ডায় ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার পর আমার মনে হয়েছে বিষয়টি নিয়ে কিছু লেখা অবশ্যক। আমি যার কথা বলছি তিনি আশির দশকে দেশ ছেড়েছিলেন সম্ভবত উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের ভাইবোনেরা যে অমানবিক পরিশ্রম করেন এবং দিনের বেলায় প্রখর সূর্যতাপ ও রাতের হাড়কাঁপানো মরু শীতের মরণ কামড় উপেক্ষা করে দেশের অভাবী প্রিয়জনের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসীদের নিরন্তর সংগ্রামীদের দলে নাম লেখানোর জন্য তিনিও বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি কত বাংলাদেশী প্রবাসে গেছেন, ক'জন প্রবাসে মারা গেছেন, ক'জন দেশে ফিরেছেন- ইত্যাদি পরিসংখ্যান আমরা জানি না। বিদেশী মুদ্রা পাঠিয়ে ফুটবাবুদের ফুটানি ও চোরবাবাদের বেগমপাড়ার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন। আমি যার কথা বলছি তিনি কেবল এই দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশী নন; বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী সব প্রবাসী বাংলাদেশীর মধ্যে সফলতম ব্যক্তিত্ব। প্রবাসে তিনি যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলেছেন সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অন্তত কুড়ি হাজার লোক কাজ করেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ধনী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

কর্মজীবনে আমিও একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। টাকা উপার্জন যে কত কষ্টের কঠিনতম সাধনা তা আমি খুব ভালো করে জানি। অন্য দিকে, শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সেগুলো টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন তা কেবল ভুক্তভোগীরা বলতে পারবেন। ঘুষখোর আমলা, গৃহপালিত মিডিয়াকর্মী, বিবেকহীন বিচারক, রাজনীতিবিদ ও জনগণের পক্ষে সংগ্রামী মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং মূল্যায়ন সম্ভব নয় বলেই আমি যার কথা বলছি সেই মানুষটি মজলুম হয়ে পড়েছেন। আমি সামাজিক মাধ্যম ঘেঁটে ভদ্রলোকের বদনামগুলো দেখার চেষ্টা করলাম। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখলাম- তাকে বলা হচ্ছে কুখ্যাত আদম বেপারি। আরেকটি ফুটেজে তার স্ত্রীর ছবি ও বক্তব্য প্রচারের সময় বলা হচ্ছে মহিলা হলেন আদম বেপারির স্ত্রী।

বিদেশের মাটিতে যিনি ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান করেছেন এবং হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তিনি যদি বেগমপাড়ার দুর্নীতিবাজ চোর-ডাকাতদের মতো মন-মানসিকতাসম্পন্ন হতেন তবে বাংলাদেশে টাকা না পাঠিয়ে লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে সহায়-সম্পত্তি ক্রয় এবং ব্যক্তিগত বিমান-ইয়ট ইত্যাদি কিনে বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেশে এসেছেন, দেশে টাকা পাঠিয়েছেন এবং সম্পদ ক্রয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়েছেন। বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে পাঠানোর কারণে রাষ্ট্র তাকে সপরিবারে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব (ঈওচ) স্বীকৃতি দেয়ার পর একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে অর্থপাচারের অভিযোগ ওঠে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন শীর্ষ শিল্পপতি কিভাবে কুখ্যাত আদম বেপারিতে পরিণত হলেন তার নেপথ্য কাহিনী বলে আজকের নিবন্ধ শেষ করব।

> **মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের ভাইবোনেরা যে অমানবিক পরিশ্রম করেন এবং দিনের বেলায় প্রখর সূর্যতাপ ও রাতের হাড়কাঁপানো মরু শীতের মরণ কামড় উপেক্ষা করে দেশের অভাবী প্রিয়জনের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসীদের নিরন্তর সংগ্রামীদের দলে নাম লেখানোর জন্য তিনিও বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন।**

আমি এতক্ষণ যার কথা বললাম তার নাম মো: শহিদ ইসলাম। ডাক নাম পাপুল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লক্ষ্মীপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। পরে সংরক্ষিত আসনে নিজের স্ত্রীকে এমপি বানিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তিনি এমপি নির্বাচনের ফলাফল নিজের পক্ষে এনেছিলেন। বর্তমানে তিনি কুয়েতের কারাগারে সাত বছরের কারাদন্ড ভোগ করছেন এবং সেখানে তার বিরুদ্ধে কুয়েত থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাংলাদেশে অর্থপাচার ও নিয়ম ভঙ্গ করে বাংলাদেশ থেকে কুয়েতে শ্রমিক আমদানি করেছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ এনেছে- তিনি অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন এবং দেশের অর্থপাচার করেছেন।

কুয়েতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ পরস্পরবিরোধী। কুয়েত সরকার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, তিনি সেই দেশ থেকে বেআইনিভাবে মুদ্রা পাচার করেছেন। অন্য দিকে, দুদক বলছে, তিনি বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার করেছেন। অন্য দিকে, রাষ্ট্র বলছে, তিনি বৈধ চ্যানেলে কুয়েত থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। কাজেই ত্রিমুখী উল্টো তথ্যের নেপথ্য কারণ খুঁজতে গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি ব্যবসায় করতে গিয়ে কুয়েতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিরোধের বলি হয়েছেন। সেখানকার রাজ-পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কুয়েত সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আরো কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ পাপুলের ব্যবসায়িক অংশীদার। অন্য দিকে, কুয়েতের সংসদের স্পিকার যিনি কিনা রাজপরিবারের সদস্য এবং পাপুলের ব্যবসায়িক অংশীদার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল মাজেন আল জারাহর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু। যে ঘটনা কেন্দ্র করে পাপুল জেলে, এর মূল কারণ-কুয়েতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সঙ্ঘাত, যেখানে পাপুলের কোম্পানির লেনদেন ও একটি ঘটনা নিয়ামক বা উদাহরণ কিংবা এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাপুলের কোম্পানি কুয়েতের বৃহত্তম নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তার আরেক কোম্পানি কুয়েত সেনাবাহিনীর বুট, টুপিসহ অন্যান্য পোশাকাদি দীর্ঘমেয়াদে প্রস্তুত ও সরবরাহ করে। তার কোম্পানি হঠাৎ করে বড় কয়েকটি কার্যাদেশ পায় যা সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত পাঁচ হাজার শ্রমিক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের দরকার পড়ে যা কেবল বাংলাদেশ থেকেই সরবরাহ সম্ভব। অন্য দেশ থেকে শ্রমিক আমদানি সময়সাপেক্ষ ও ইচ্ছে করলেই রাতারাতি পাঁচ হাজার শ্রমিক আমদানি সম্ভব নয়।

জনাব পাপুল বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে কুয়েত সরকারের সাথে দেনদরবার শুরু করেন। কারণ বহুদিন ধরে কুয়েতে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক রফতানি নিষিদ্ধ ছিল। এই আদেশ তুলে নেয়ার জন্য পাপুলের কোম্পানি কুয়েতের বিভিন্ন সরকারি দফতরে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেয়। ফলে বাংলাদেশ থেকে কুয়েতে শ্রমিক রফতানির দরজা খুলে যায়। পাপুল নিজের কোম্পানির জন্য পাঁচ হাজার শ্রমিক নেন কিন্তু তার কর্মতৎপরতার সুযোগে বিভিন্ন বাংলাদেশী কোম্পানি প্রায় দেড় লাখ শ্রমিক কুয়েতে পাঠাতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ঘটনার বহু বছর পর কুয়েতে বাংলাদেশের ওয়ান-ইলেভেনের মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়- আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো রাজনৈতিক বিরোধের জালে পাপুলের ব্যবসায়িক অংশীদার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল মাজেন গ্রেফতার হন। তাকে ফাঁসানোর জন্য তথ্য খুঁজতে গিয়ে যে অভিযোগ আনা হয় সেখানে পাপুল সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু কুয়েতের রাজনৈতিক কূটচালে তিনি বিচার চলাকালীন সময়ে রায় ঘোষণার আগ মুহূর্তে আসামি হয়ে যান। জেনারেল মাজেনের সাথে তাকে চার বছরের জেল দেয়া হয় যা রাজনৈতিক মঞ্চের নেতাদের পছন্দ হয়নি। তাই আপিলে সাজা বাড়িয়ে সাত বছর করা হয়। আমাদের মিডিয়া এ ঘটনা অনেকটা কসাই কাদেরের আদলে প্রচার করতে থাকে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

দুর্নীতি দমনে বাধা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

॥ আবদুল লতিফ মন্ডল ॥

গত ১৪ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভার মুলতুবি বৈঠকে দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে-তথ্য দিন, আমি ব্যবস্থা নেব।

তিনি বলেন, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েই এ কথা বলেছি। দুর্নীতির কথা শুধু মুখে মুখে বললে হবে না' (যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারি)। প্রধানমন্ত্রী যাদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেছেন, তারা সবাই আওয়ামী লীগের নেতা। তারা কি নিজ দলের নেতাকর্মী ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির তথ্য দেবেন? এমনকি তারা বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির তথ্য দিতেও আগ্রহী হবেন না।

দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা এবং পরবর্তী সময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দুদকে জমা দেওয়ায় আইনি বিধান রয়েছে। দুর্নীতির তথ্য সরকারপ্রধানকে দিতে হবে কেন?

প্রশ্ন হচ্ছে, দুদকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সংস্থাটি যথেষ্ট শক্তিশালী কি না? বলা যায়, ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুদককে অধিকতর শক্তিশালী করার পরিবর্তে দুর্বল করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতি দমনে যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল এবং দুর্নীতিবাজরা দুদকের ভয়ে যতটা ভীত ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই এর মূল কারণ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল-টানা পাঁচ বছর দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল। এর মধ্যে ২০০১ সাল ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদের শেষ বছর। অপরদিকে ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সময়কাল। বর্তমানে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন না হলেও বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর সারিতে রয়েছে। টিআই-এর ২০২১ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে বিশ্বের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩তম। ২০১২ সালের ১ এপ্রিল দুদক আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা দুর্নীতির যেসব কারণকে চিহ্নিত করেন সেগুলোর মধ্যে ছিল-১. সরকারি প্রভাবের কারণে প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজদের বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়া; ২. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দুর্নীতির চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করা; ৩. নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ না হওয়া; ৪. দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় ইতস্ততা।

সেমিনারে চিহ্নিত দুর্নীতির এসব কারণের সঙ্গে একমত পোষণ করার পর যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো-দুর্নীতি নাটকে কুশীলব কারা? বিশ্লেষকদের মতে, দুর্নীতি নাটকে কুশীলব হলেন-ক. রাজনীতিক, খ. সরকারি কর্মচারী, গ. বেসরকারি খাত, বিশেষ করে ব্যবসায়ী।

দেশের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে বড় দলগুলোর লক্ষ্য হলো যে কোনো উপায়ে, তা অগণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী দলগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে হোক বা নির্বাচনে কালোটাকা ও পেশিশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট জালিয়াতি করে হোক, নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন।

ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি ও সরকারপ্রধান একই ব্যক্তি হওয়ায় দল ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অতীতেও কষ্টকর ছিল, এখনো কষ্টকর। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা নিজেদের সরকারের অংশ হিসাবে মনে করেন এবং প্রশাসনের ওপর সেভাবে প্রভাব খাটান। ফলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

বিএনপি সরকার ২০০৪ সালে দুদক প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবিদার হলেও সংস্থাটিকে পুরোপুরি কার্যকর করতে তেমন উৎসাহী ছিল না। তাছাড়া দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য এমনসব ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান ও কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

দুর্নীতি দমনে বাধা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

বিএনপির আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। ক্ষমতাসীন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপ করে থাকাকেই তারা শ্রেয় মনে করেন। চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে দুদকের কার্যক্রম অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতি দমনে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়, সেগুলোর মধ্যে ছিল- ক. দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালীকরণ; খ. দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; গ. ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ জমা প্রদান; ঘ. রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে ঘুস-দুর্নীতি উচ্ছেদ; অনোপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ।

দেখা যাক, এসব প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০০৯ সালের ১৪ অক্টোবর তৎকালীন দুদক চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে তার নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে দুদককে দন্তহীন বাঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এখন থাবা থেকে নখগুলো কেটে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ২০১৮ সালের সরকারি চাকরি আইনের ৪১(১) ধারায় বিধান করা হয়, কোনো সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে তাকে গ্রেফতার করতে হলে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি চাকরি আইনের উপর্যুক্ত ধারাটি 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান'-সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় হাইকোর্ট তা বাতিল করে দেন। যতদূর জানা যায়, সরকার হাইকোর্টের এ বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। দুদককে দুর্বল করার এটি আরেকটি চেষ্টা।

ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ জমা প্রদান সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালের ৬ জুলাই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের জানান, নবম সংসদ নির্বাচনি অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যদের সম্পদের বিবরণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দেওয়ার একটি খসড়া মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

পরের বছর এটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রীদের আপত্তির মুখে সম্পদের বিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলের দায় থেকে মন্ত্রীদের অব্যাহতি দেওয়া হয় বলে সে সময় পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

অনোপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এখন কতটা বেড়েছে, তা মিডিয়ার খবর থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়। ৪০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ ২৮টি দলবর্জিত দশম সংসদ নির্বাচন (জানুয়ারী, ২০১৪) শাসক দল আওয়ামী লীগ ও গুটিকয়েক দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ নির্বাচনে কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার প্রয়োজন হয়নি।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে (ডিসেম্বর ২০১৮) অংশগ্রহণকারী মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা দল ও জোটগুলোকে মাঠের প্রচারণা থেকে বিরত রাখতে এবং নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে দিতে কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার কিছুটা দরকার হলেও তা ব্যাপক আকারে ছিল না। তবে এ সময়কালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলে। একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হচ্ছে, সেসব নির্বাচনেও কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার চলছে।

রাজনীতিক, ব্যবসায়ী এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির খবর মিডিয়ায় অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে। দুদক আইন বলে এসব অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্তে দুদক ক্ষমতাপ্রাপ্ত (ধারা ১৭)। কানাডা ও দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে বাড়ি কেনাসহ সম্পদ গড়ে তোলার খবর মিডিয়ায় গুরুত্বসহ প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে, আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে একাধিক বাড়ি কিনেছেন।

এসব অভিযোগের তদন্ত দুদক করতে পারবে কি? তারা মূলত রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। এরা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। দুদকের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হলো, সংস্থাটি ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় নমনীয়। কিছুদিন আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত এক গবেষণাপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে, দুদক বিরোধী দলের রাজনীতিকদের হয়রানি এবং ক্ষমতাসীন দল ও জোটের রাজনীতিকদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণাপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দুদকের কার্যক্রম ও ক্ষমতার অব্যবহারের কারণে এর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

দেশে দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় দুদক। সময়ে সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে দলীয় স্বার্থে দুদকের কাজে হস্তক্ষেপ না করা এবং আইনে নির্ধারিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে দুদককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা। দলীয় প্রভাবমুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদেরই সংস্থাটির চেয়ারম্যান ও কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে।

দুদককেও দায়িত্ব পালনে ক্ষমতার অপব্যবহার পরিহার করতে হবে এবং পুরোপুরি নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। টিআই-এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে বিশ্বের দুর্নীতিমুক্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ জায়গা করে নিক-এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

লেখক: সাবেক সচিব, কলাম লেখক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

সুকুক বন্ডের বাজার বাড়ানো দরকার

॥ মো: জিল্লুর রহমান ॥

সুকুক বা ইসলামী বন্ড শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আধুনিক ইসলামী বন্ড বা সুকুকের ব্যবহার সর্বসাম্প্রতিক কয়েক দশকে বেশ জনপ্রিয় হলেও এর ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়ার দামেস্ক শহরে সুকুকের প্রথম প্রচলন হয়। তবে এটি প্রচলিত সাধারণ বা ট্রেজারি বন্ড নয়। এটি এমন এক ইসলামী বন্ড যেটি বিশ্বব্যাপী চালু আছে এবং 'সুকুক' নামেই সারা বিশ্বে পরিচিত।

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর 'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প' নামে প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সর্বপ্রথম সুকুক বন্ড (ইজারা সুকুক) ইস্যু করা হয় যেখানে মূল উদ্যোক্তা হলো বাংলাদেশ সরকার ও মধ্যস্থতাকারী হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। এ নিয়ে ২০২০ সালের ২২ ডিসেম্বর সরকারের অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং প্রথম দফায় ৮ হাজার কোটি টাকার বন্ড চালু করা হয়। এটিই সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া প্রথম ইসলামী বন্ড। সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক চার হাজার কোটি টাকা করে দুই দফায় বিনিয়োগকারীদের কাছে সুকুকের সার্টিফিকেট ইস্যু করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে সুকুক বন্ড একটি নতুন ধারণা হলেও এটিকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে সরকারি উদ্যোগে যথাযথ পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

মূলত সুকুক আরবি 'সকক' শব্দের বহুবচন। আরবি অভিধানে কোনো সিলমোহরযুক্ত দলিলের মাধ্যমে কাউকে অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। আবার লিখিত কাগজপত্র, অর্থনৈতিক চুক্তিপত্র, সম্পদের সনদ, নথি ইত্যাদি বোঝানোর ক্ষেত্রেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। কোনো সম্পদ ও সেবার মালিকানায় অথবা নির্দিষ্ট প্রকল্পের সম্পদে বা বিশেষ বিনিয়োগের অবিভাজ্য শেয়ারের প্রতিনিধিত্বকারী সমমূল্যের কোনো সার্টিফিকেটকে সুকুক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুকুক কেনার মাধ্যমে ভূমি, ভবন, কারখানা বা অন্য কোনো সম্পদে বিনিয়োগকারী হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ওই সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফার অংশ লাভ করা যায়। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী সুদ, ফটকা ইত্যাদি অবৈধ ও অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার কারণ। তাই ইসলামী আইনে প্রচলিত পদ্ধতির বন্ড, ঋণপত্র, ডিবেঞ্চার অবৈধ। সুকুক হলো ইসলামী আইনের আলোকে গঠিত প্রচলিত ঋণপত্রের বিকল্প।

মূলত যেকোনো বন্ড হচ্ছে সিলমোহর লাগিয়ে কাউকে অধিকার ও দায়িত্ব দেয়ার আইনি দলিল। সাধারণ বন্ডের উপর সুদ হার নির্ধারিত উল্লেখ থাকলেও ইসলামী বন্ড বা সুকুকের ক্ষেত্রে মুনাফার হার প্রাক্কলিত বা পরিবর্তনশীল বিবেচিত হয়। যেকোনো কোম্পানির শেয়ারে মালিকানা স্বত্ব নিহিত থাকলেও যেকোনো বন্ডে সেটি থাকে না। কারণ বন্ড হচ্ছে এক ধরনের ঋণপত্র বা বিনিয়োগের নিশ্চয়তাপত্র, কোনো মালিকানা স্বত্ব নয়। এ কারণে বন্ডধারী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিতে পারে না ও ভোটদান ক্ষমতাও থাকে না।

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সুকুক প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুদারাবা (মুনাফায় অংশীদারি) সুকুক, মুশারাকা (লাভ-লোকসান ভাগাভাগি) সুকুক, মুরাবাহা (লাভে বিক্রি) সুকুক, ইস্তিসনা (পণ্য তৈরি) সুকুক, সালাম (অগ্রিম ক্রয়) সুকুক, ইজারা (ভাড়া) সুকুক, মুযারাআ সুকুক, মুসাকাত সুকুক, প্রাইভেট সুকুক, মানবকল্যাণ সুকুক, করজ হাসানা (উত্তম ঋণ) সুকুক। আবার ইস্তিসনা, মুরাবাহা ও ইজারার সমন্বয়ে হাইব্রিড ধরনের কিছু সুকুকের ব্যবহারও বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তারল্য বাড়ানো, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্প সম্প্রসারণ বা কোনো বৃহৎ প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুশারাকা, মুদারাবা, ইস্তিসনা, সালাম ও ইজারা সুকুকের ব্যবহার বেশি। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ইজারা সুকুকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশে সুকুক চালুর কার্যক্রমে জোর পায় প্রায় এক যুগ আগে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে পুঁজিবাজারে সুকুক ব্যবহারে নীতিমালা তৈরি করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। ২০১৯ সালের ২২ মে সরকার ওই নীতিমালা গ্যাজেট আকারে প্রকাশ করে। নীতিমালা জারির পরপরই ১০০ কোটি টাকার সুকুক ছাড়তে বিএসইসিতে আবেদন জানিয়েছিল শিল্প গ্রুপ প্রাণ-আরএফএল। কিন্তু সুকুকের নীতিবিরুদ্ধ উপাদান থাকায় সে আবেদন বিএসইসি অনুমোদন দেয়নি। তবে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম বেক্সিমকো লিমিটেড গ্রিন সুকুক বন্ড ছেড়ে তিন হাজার কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহ করে। এই বন্ড থেকে সংগ্রহ করা অর্থ কোম্পানির সাবসিডিয়ারি দু'টি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র তিস্তা সোলার লিমিটেড ও করতোয়া সোলার লিমিটেড নির্মাণকাজে ব্যয় করে। এ ছাড়া এ অর্থ বেক্সিমকোর বস্ত্র খাতের ব্যবসায় সম্প্রসারণে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়।

সুকুক ছাড়ার দিক থেকে বর্তমানে মালয়েশিয়া বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) সুকুক ছেড়েছে। সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া সুকুক ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। দেশ দু'টির বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখছে এ ইসলামিক বন্ড। তা ছাড়া, অন্তত এক ডজন মুসলিমপ্রধান দেশের পুঁজিবাজারের পাশাপাশি মুদ্রাবাজারেও তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে সুকুক। মুসলিম বিশ্বের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ আমেরিকার অমুসলিম দেশে সুকুক ছড়িয়ে পড়ছে। চালু হয়েছে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জেও।

সুকুক বা ইসলামী বন্ড শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আধুনিক ইসলামী বন্ড বা সুকুকের ব্যবহার সর্বসাম্প্রতিক কয়েক দশকে বেশ জনপ্রিয় হলেও এর ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়ার দামেস্ক শহরে সুকুকের প্রথম প্রচলন হয়। তবে এটি প্রচলিত সাধারণ বা ট্রেজারি বন্ড নয়। এটি এমন এক ইসলামী বন্ড যেটি বিশ্বব্যাপী চালু আছে এবং 'সুকুক' নামেই সারা বিশ্বে পরিচিত।

অন্যদিকে বাংলাদেশ এখনো এ বন্ডের ব্যবহারে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাবে সম্ভাবনাময় এ খাতটির ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে না অথচ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের অনেক বৃহৎ অর্থনীতির দেশে সুকুক চালু হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, এইচএসবিসির মতো বহুজাতিক ব্যাংকও সুকুকের সাথে যুক্ত হয়েছে।

এটি সত্য, ইসলামী বন্ড সুকুক চালু হলে সরকারের অর্থ সংগ্রহের নতুন একটি উৎস তৈরি হবে। সাধারণত বাজেটের খরচ মেটাতে প্রতি বছর রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি ও ব্যাংক ঋণের ওপর ভরসা করে আসছিল। সাধারণত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মতো দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে সুকুক ইস্যু করা হয়। যেমন- ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। প্রকল্প মালিক কিংবা কোনো সংস্থা এ প্রকল্পে অর্থসংস্থানের জন্য সমপরিমাণ অর্থের সুকুক ইস্যু করতে পারে। বিনিয়োগে আগ্রহী যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পের সুকুক কিনে প্রকল্পের ঘোষিত অংশ বা অংশবিশেষের মালিক হতে পারে। প্রকল্পটির আয় থেকে সুকুক হোল্ডাররা তাদের মালিকানার আনুপাতিক হারে মুনাফা পাবে।

সুকুক চালুর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে- অবকাঠামো খাতে সরকারের বিনিয়োগ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অত্যন্ত বেশি, যা বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আশা করা যায় না। এ কাজ করতে যে ঘাটতি অর্থায়ন করতে হয়, সরকার এখন পর্যন্ত তা করে আসছে প্রচলিত ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা থেকে। এর ফলে ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগ সঙ্কুচিত হয় এবং অর্থনীতিবিদরা প্রতিনিয়ত এর সমালোচনা করে থাকেন, অথচ এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও যুক্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে তারা সহজেই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ নিতে পারে।

দেশে পুরো ব্যাংকব্যবস্থায় শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর অংশীদারত্ব প্রায় ৩০ শতাংশ। অথচ সরকারের ঘাটতি অর্থায়নে দেশে শরিয়াহভিত্তিক কোনো উপকরণ নেই। ফলে একদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর নিরাপদ এ খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে, অন্য দিকে সরকার তার ঘাটতি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল ব্যবহার করতে পারছে না। একই সাথে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা এবং পরিধি বাড়লেও এ খাতের সেবায় বৈচিত্র্যতা আসছে না। অনেক অর্থনীতিবিদদের বিশ্বাস, মুদ্রাবাজারে সুকুকের কার্যক্রম শুরু হলে ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে এবং তাদের অতিরিক্ত তারল্যের সুষম বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এসএলআর সংরক্ষণের পরও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকা অতিরিক্ত অর্থ থেকে ২ শতাংশের বেশি মুনাফা পাচ্ছে না। আবার সরকারি বিল-বন্ডের সুদহার সুনির্দিষ্ট হওয়ায় এ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ করার সুযোগ নেই। ফলে অতিরিক্ত তারল্য নিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের মতে, সুকুক পুঁজিবাজারের পাশাপাশি মুদ্রাবাজারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বহু আগে থেকেই সুকুক প্রবর্তনের দাবি জানানো হচ্ছে। এটি কার্যকর হলে ব্যাংক, গ্রাহক ও সরকার- সবাই উপকৃত হবে। সুকুক প্রবর্তন হলে সরকার চাইলেই মেগা প্রকল্পের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ নিতে পারবে। তবে অতিরিক্ত তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘ দিন ধরে ইসলামী শরিয়াহভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রয়েছে এমন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বল্পমেয়াদি বাংলাদেশ সরকার ইসলামী বিনিয়োগ বন্ডের (ইসলামী বন্ড) ব্যবহার করে আসছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদি তারল্য সঙ্কট ও ব্যবস্থাপনার জন্য এটিই যথেষ্ট নয়। সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে যথাযথ উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা দরকার।

লেখক: ব্যাংকার ও কলাম লেখক

রাজনীতির অঙ্গনে চাই সমঝোতা

॥ প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী ॥

রাজনীতিতে ভুল বা অন্যায় আচরণের কারণে একটি দেশের যতখানি ক্ষতি হয় অন্য কোনো কারণে তা হয় না। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা- 'ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না'। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছে চরম অনিশ্চয়তা। দেশের রাজনীতিতে চলছে আস্থার সঙ্কট। রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টরা অনর্গল এমন সব কথা বলেন যার মধ্যে প্রায়ই সত্যের লেশমাত্র থাকে না। এ ক্ষেত্রে জোসেফ গোয়েবলসের অনুসারীর আধিক্য দেখা যায়। হিটলারের তথ্যমন্ত্রী ড. গোয়েবলসের দর্শন ছিল একটি মিথ্যাকে বারবার বললে সেটি সত্যে পরিণত হয়। স্বৈরশাসকের পতন যে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না সে তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে। হিটলারের আত্মহত্যার পর গোয়েবলস নিজের ছয়টি সন্তানকে হত্যা করে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন। আমাদের দেশে রাজনীতিবিদরা মিথ্যা বলায় যেন কোনো পাপ খুঁজে পান না বরং এটি তাদের রাজনীতিক কৌশল। ফলে একে অপরকে বিশ্বাস করেন না।

সরকার পরিবর্তনের সর্বোত্তম পন্থা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করবে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারাই সরকার গঠন করবে। পরপর দু'টি নির্বাচনে সীমাহীন অনিয়ম ও কারচুপির কারণে দলীয় সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় সেটি দেশ ও বিদেশের কাছে স্পষ্ট। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে তত উত্তেজনা। সবার মধ্যে এক শঙ্কা ও ভয় কাজ করছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৪ বছর দেশ শাসন করছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল সরকার খুবই সহায়ক। সেই সুযোগ এই সরকার পেয়েছিল। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ করে যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেছে। চার লাইন রাস্তা, সেতু, বিশেষ করে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল আমাদের যোগাযোগব্যবস্থায় গতি এনেছে। কিন্তু সুশাসনের অভাব সরকারের সব উন্নয়নকে ম্লান করে দিয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি সরকারঘেঁষা পত্রিকা সমকাল হেডলাইন করেছে- 'সুশাসনে ঘাটতি, উন্নয়ন ম্লান'। বিরোধী দলের ওপর দমনপীড়ন, জেল-জুলুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা (গুম-খুন), সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট সরকারকে অজনপ্রিয় করে তুলেছে। আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল, লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলনে সবসময় অগ্রভাবে থাকে, তাদের অনেক অর্জন রয়েছে বিশেষ করে কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে বিএনপির বিরুদ্ধে সব বিরোধী দলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস একেবারেই জীবন্ত।

সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। ইউরোপ-আমেরিকার উন্নয়নের পেছনে বড় কার্যকর শক্তি হলো গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও অনুশীলন। সেসব দেশে সরকারের পরিবর্তন অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। ব্রিটিশরা অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী পেল। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিবন্দনা প্রবল এবং ব্যক্তিকে অপরিহার্য মনে করা হয়। ফলে যেকোনো প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় টিকে থাকার একটা প্রয়াস সবসময় চলে। বাংলাদেশ সামরিক শাসন উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তান থেকে লাভ করেছে। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আইউব খান দেশের সামরিক শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং টানা দশটি বছর দেশ শাসন করেন। মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র কায়েম করেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে সে সময় প্রভূত উন্নয়ন বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু স্বৈরশাসকদের উন্নয়ন টেকসই হয় না। ফলে আইউব খান যখন সাড়ম্বরে উন্নয়ন দশক উদযাপন করছিলেন তখনই দেখা দেয় গণবিস্ফোরণ এবং তাতে তার পতন ঘটে। পার্শ্ববর্তী ভারত বিশাল দেশ এবং বহু ভাষাভাষী ও সংস্কৃতি থাকার পরও কেবল গণতন্ত্রের কারণেই টিকে আছে। একটি মুহূর্তের জন্যও সেখানে সামরিক শাসন আসেনি। আসলে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার কারণেই জনগণ সামরিক শাসনকে অভিনন্দন জানায়।

স্বৈরশাসকরা জনমতকে ভয় পায়। জনগণ অবাধে তাদের মতামত প্রকাশ করুক তা কখনই চায় না। এরশাদ সাহেব দশটি বছর দেশ শাসন করেছে এবং উপজেলা ব্যবস্থা কায়েমসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কম হয়নি, ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করলেও জনগণ উন্নয়নকে সানন্দে গ্রহণ না করে ক্ষমতা থেকে তাকে টেনেহিঁচড়ে নামায়। নিকট ইতিহাসে স্বৈরশাসক হিসেবে আমরা আরো দেখেছি ইরানের শাহ, লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের পরিণতি। তারা শুধু নিজেদেরই ধ্বংস করেনি সাথে সাথে দেশকেও ধ্বংস করেছে। এমন পরিণতির পেছনে কারণ একটিই এবং সেটা হলো গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। গণতন্ত্রে ক্ষমতায় আরোহণ এবং ক্ষমতা থেকে প্রস্থানের নিরাপদ ব্যবস্থা হলো সুষ্ঠু নির্বাচন। নির্বাচন ব্যবস্থা কলুষিত করায় দলীয় সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তা গত দু'টি নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের দল আওয়ামী লীগ বর্তমানে জনগণের প্রতি আস্থা আনতে পারছে না। সময় যত পার হবে আস্থাহীনতা তত বাড়বে এবং পরিস্থিতি ক্রমেই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এমন অবস্থা কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাই দরকার সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা। তৃতীয় কোনো পক্ষের মাধ্যমে বিবদমান পক্ষদের পরস্পর আলোচনায় বসার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে একটি স্লোগান শুনি- ব্যক্তির চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে দেশ বড়। ফলে আমরা চাই, দেশের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দল পরস্পর আলোচনার টেবিলে বসুক। আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সমঝোতা-সন্ধি আল্লাহর পছন্দ। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ পাক বিবদমান গ্রুপের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য যারা কোনো পক্ষের নয় তাদেরকে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন।

মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণসমূহ হারিয়ে আমরা পশুর পর্যায়ে নেমে পড়েছি। মৌলিক মানবীয় গুণ বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি- সততা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন, আমানত সংরক্ষণ, উদারতা, ক্ষমাশীলতার মতো গুণকে এবং যারা এসব গুণের অধিকারী তারাই সেরা, বিশ্ব শাসনের অধিকার আল্লাহ পাক তাদেরকেই দিয়ে থাকেন। এসব গুণ যাদের মধ্যে নেই তারা সত্যিকারার্থে মুসলিম নয়। ঈমানের দাবিদার অথচ যারা মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, আমানতে খেয়ানত করে ও অশ্লীল ভাষায় ঝগড়াঝাটি করে রাসূলুল্লাহ সা: তাদেরকে মুনাফিক বলেছেন আর মুনাফিকের অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। মুহাম্মদ সা: আরো বলেছেন, আমার উম্মতরা সব পারে, পারে না মিথ্যা বলতে ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে। আমাদের যে চরিত্র তাতে কি আমরা মুহাম্মদ সা:-এর উম্মত দাবি করতে পারি? ঘুষ, দুর্নীতি, জনগণের অর্থ আত্মসাৎ, সম্মানহানি সবই জুলুম এবং আমার উপলব্ধি জালেমের জন্য জান্নাতে এক ইঞ্চি জায়গাও বরাদ্দ নেই (যদি তওবা না করে)। আমাদের সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের চাষ হয় এবং বংশপরম্পরায় তা চলে। বিশেষ বিশেষ দিনে আল্লাহ তাঁর অগণিত বান্দাকে ক্ষমা করেন, করেন না কেবল মুশরিক ও হিংসুককে। বর্তমানে ক্ষমা করাকে দুর্বলতা মনে করা হয় অথচ আল্লাহ পাক ক্ষমা করাকে সাহসিকতার পরিচায়ক বলেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ক্ষমা প্রসঙ্গে অনেক কথা রয়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করলে ক্ষমাকারীকে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন। কত পুরস্কার দেবেন সেটি আল্লাহই ভালো জানেন। ক্ষমার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মদ সা:। মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর দুশমনদের সবাইকেই ক্ষমা করেছিলেন। নিকট ইতিহাসের উদাহরণ হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- 'শাস্তির চেয়ে ক্ষমা মহৎ'।

আমরা একটি বিশাবাসী জাতি। জালেম ও মজলুম উভয়ই প্রতিদান পাবে এবং প্রতিদান এই দুনিয়ায় না পেলেও আখেরাতে পাবে, তাতে কোনো ভুল নেই। আল্লাহ পাক ন্যায়বিচারক ও ইনসাফকারী। বিচারের দিনে জালেম থেকে মজলুমের সব পাওনা আদায় করে মজলুমকে তিনি দান করবেন এবং তাতে পরিশোধ না হলে মজলুমের সব গুনাহ জালেমকে দিয়ে তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য জালেমের শাস্তি অনেক সময় দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য একটি নিরাপদ দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা নিতেই হবে। তা না হলে পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকে অভিশাপ দেবে। আল্লাহ পাক আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে উদারতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার গুণ দান করুন এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও জাতির স্বার্থে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সন্ত্রাস নয় ঃ মানবতার কল্যাণই ইসলাম

॥ জাফর আহমাদ ॥

"তোমরাই হলে শ্রেষ্ট জাতি । তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য । তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে ।"(সুরা আল ইমরান ঃ ১১০)

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যারা গনতন্ত্রের ফেঁরিওয়ালা । বিশ্বের দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ভিন্ন গণতন্ত্র রক্ষার আড়ালে মূলতঃ তারাই সন্ত্রাস করে যাচ্ছে । এবং জোর পূর্বক নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে । অপরদিকে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গায়ের জোরে পৃথিবীর মানবতার সাথে পাশবিক আচরণ করছে । অথচ ইসলাম ও সন্ত্রাস শব্দ দুটি ভাবার্থের দিক থেকে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক । ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান তো নে-ই বরং ইসলামের আর্বিভাবই ঘটেছে সকল প্রকার সন্ত্রাস,রাহাজানি, মারামারি,কাটাকাটি,জুলুম-নির্যাতন এক কথায় যাকে আরবীতে ফিতনা বলা হয় তা সমাজ থেকে স্বমূলে উচ্ছেদ করে কল্যাণমুখী এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন "আর তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা সম্পুর্ণভাবে মিটে যায় এবং একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অবশিষ্ট থাকে ।"(সুরা-বাকারাহ ঃ ১৯৩)

আল্লাহর সৃষ্টি লোকে সৌরজগত, জড়,জীব ও মৌলিক পদার্থ তথা যত সৃষ্টি রয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেকের জন্য এক একটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন । একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্যান্য সকলের জন্য তিনি এ নিয়ম মানতে বাধ্যও করেছেন । অর্থাৎ সকলেই জন্মগত মুসলিম । আকাশ বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, কীট-পতঙ্গ, গাছ-গাছালী, রাত্র-দিন ও নদী-নালা ইত্যাদি সকল সৃষ্টি অবিরত তার সৃষ্টিকর্তার দেয়া নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন" আর সূর্য তার আপন মন্জিলের দিকে চলে যাচ্ছে, এটা মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর বেধেঁ দেয়া । আর চাঁদ, তার জন্য মন্জিল সমুহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি । শেষ পর্যন্ত খেজুরের একটি শুষ্ক শাখার ন্যায় ফিরে আসে । সুর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে ধরে ফেলবে আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে । সবকিছুই মহাশূন্যে সাতার কাটছে ।" (সুরা ইয়াসিন ঃ ৩৭-৪০) আল্লাহ আরো বলেন "দুটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত না হয় । তা সত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে আছে, যা সে দুটি অতিক্রম বা লংঘন করে না ।" (সুরা আর-রাহমান ঃ ১৯-২০)

এক প্রবল শক্তিশালী নিয়ম ও অটল অপরিবর্তনীয় শৃংখলা এমন রয়েছে যার দ্ধারা এ বিরাট বিশাল জগৎ শক্ত ও দুশ্চেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে । এ ছাড়াও অগণিত সৃষ্টিকুল ও বস্তুনিচয়-যাহা এ বিশ্বলোকে রয়েছে এ সবের মধ্যে যদি ভারসাম্যতা প্রতিষ্ঠিত করা না হত অথবা মানুষের ন্যায় তার আপন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হত, তাহলে এ বিশাল সৃষ্টি কারখানাটি এক মুহুর্তের তরেও চলতে পারত না । এক মুহুর্তের জন্য বিন্দু পরিমানও উচ্ছৃংখলতার অনুপ্রবেশ ঘটত তবে পৃথিবীতে জীবনের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকত না ।

মানুষ ও জ্বীন জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল সুদৃঢ় ও কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ না করে তাদেরকে স্বাধীন বিবেক দান করেছেন । ভাল মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিবেকের সামনে পেশ করা হয়েছে হেদায়াত । প্রথম মানব হযরত আদম আঃ কে দুনিয়ায় প্রেরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলে দিলেন" হয়ত আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হিদায়াত আসতে পারে, যারা আমার এ হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখ, চিন্তা থাকবেনা । (সুরা বাকারা ঃ৩৮)



উল্লেখিত সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিয়ম পুর্ণমাত্রায় বহাল থাকায় কোথাও যেমন বিশৃংখলার লেশমাত্র নাই, তেমনি মানুষ যদি তার সুস্থ বিবেকের সাহায্যে আল্লাহর দেয়া হিদায়াত তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পন করে, তবে অবশ্যই মনুষ্য জগতে শান্তি আর শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হতে বাধ্য । আমরা ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতের দিকে গভীর মনযোগ নিবিষ্ট করলে বুঝতে পারি যে, মানুষের বিবেককে শক্তিশালী ও জাগ্রত করে অন্যান্য জগতের ন্যায় পরিপূর্ণ মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহান আল্লাহ এক কার্যকরী কর্মসূচী প্রনয়ন করে দিয়েছেন । আর এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পিছনে আল-কুরআন ষবধফরহম বা নের্তৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন" আলিফ-লাম-রা । ইহা এক-খানি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে । যাতে তুমি লোকদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে জমাট বাঁধা অন্ধকারসমুহ থেকে সেই আলোর পথে নিয়ে আসতে পার-যে পথটি এমন এক সত্তার যিনি পরাক্রমশালী এবং নিজেই প্রসংশিত ।"(সুরা ইব্রাহিম ঃ ১-২) অর্থাৎ মানুষদেরকে টহফবৎ ডড়ৎষফ তথা অন্ধকার জগতের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ সমাজের অদিবাসী বানাতে পার । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশ্ব তাদের বৈরী ও অন্ধ মানসিকতার কারনে ইসলামের এ সুন্দর কর্মসুচীগুলোকে যতটুকু না কুলষিত করছে তার চেয়ে অনেকাংশে আমরা মুসলমানগণ এগিয়ে আছি । এর প্রধান কারণ হলো, আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া । কুরআন তেলাওয়াতে, অধ্যয়নে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর সাথে জড়িত হই না । অথচ এ কুরআন থেকে পুরোপুরি ও সত্যিকার হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ অনুধাবন করা না যায় । শুধু মাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা এবং পবিত্র গ্রন্থ, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, পবিত্র মুজেজা ইত্যাদি বলে চিত্তকে শান্ত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ হয়নি । বরং কুরআন এসেছে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে এবং নবজীবনের দিকে পরিচালিত করতে ।

তাছাড়া আমাদের ইবাদাত গুলোও আজ বেহাল অবস্থা । এ গুলো এখন স্রেফ আনুষ্ঠানিকতার রূপ ধারণ করেছে । প্রতিটি ইবাদাতেই এখন আমরা সওয়াবের ডিজিট গণনা করার তালে মত্ত আছি । অথচ প্রতিটি ইবাদাতই আমাদেরকে এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বে পরিণত করে এক বিশাল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে অবশ্য পালনীয় করা হয়েছিল ।

ইসলাম কোন ধরণের সন্ত্রাস, রাহাজানি, বর্বরতা, পৈশাচিক ও সভ্যতা বিবর্জিত কাজকে কখনো সমর্থন করে না । কারণ ইসলামের আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না । আল্লাহ তা'আলা বলেন:-"দীনের ব্যাপারে কোন জো-জবরদস্তি নেই । ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে । এখন যে কেই তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না । আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন ।" সুরা বাকারা ঃ ২৫৬)

ইসলামের কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সন্ত্রাসের গন্ধও নেই বরং সন্ত্রাসকে নির্মুল করে মানুষকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল, মানব-দরদী ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সামষ্টিক ভাবে কাজ করে থাকে । যে সমাজে ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রবল হবে সেখানে সন্ত্রাস থাকতেই পারে না । এ জন্য ইসলাম মানুষের চিন্তা ও আচরণ ইসলামের আলোকে পুনর্গঠনে দৈনন্দিনের বিশেষ কর্মসুচী প্রণয়ণ করেছে । মানুষ মানুষের জন্য, এ সত্যটি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কি ধরনের কর্মসূচী দিয়েছে, তা লক্ষ্য করুনঃ-

'তাওহীদ' তথা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে ভ্রার্তৃত্বের মূল্যবোধ উদ্ভূত । প্রত্যেকেই এক আল্লাহ ও রাসুল সঃ এ বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকেই এক আদমের (আঃ) বংশভূত, কাজেই ভ্রার্তৃত্ব, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সৌহার্দ ঈমানেরই অংগ । ঈমানের এই ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে । যেহেতু আমরা একই মনিবের গোলাম, তাই আমাদের একে অপর থেকে বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে না । তবে হাঁ, যারা সেই মনিবকে বেশী ভয় করে সে অবশ্যই বেশী মর্যাদা পাবার অধিকারী । আল্লাহ তা'আলা বলেন" তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাশীল, যে তোমাদের মধ্যে বেশী ভয় করে ।(সুরা হুজরাতঃ১৩) বিশ্বাসের এ ঐক্য মানুষের প্রতি মানুষের জুলুমের কালো হাতটিকে দুর্বল করে দেয় । এনিভাবে সালাত প্রতিদিন নামায ধনী-দরিদ্র, রাজা-ফকির সকলকে একই কাতারে একাকার করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে নিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে । ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির জন্য নামাযই এক উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে । ভ্রাতৃত্বের এ প্রবল টানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একে অপরের প্রতি সহানুভুতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে । তাছাড়া আল্লাহ বলেন" নিশ্চয় নামায খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে ।(সুরা আনকাবুত ঃ ৪৫) এ ভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির জন্য নামাযই এক উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে । ভ্রাতৃত্বের এ প্রবল টানে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে । যাকাত সমাজে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান । সমাজের অধিবাসীরা একাধারে নৈতিক,কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরস্পরের বন্ধু । আল্লাহ বলেন, "ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু । এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের বিধান মেনে চলে । প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন ।"(সুরা-তাওবা-৭১) সুতরাং এ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিতে পারে না । রোযা তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠন করে সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে । রমজানের রোযা ফরজ করে আল্লাহ বলছেন,"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পুর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর । আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে ।"(সুরা বাকারা-১৮৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ রমযানে অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতেন । তাক্ওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন ব্যক্তি কি কখনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হতে পারে না । হজ্জ বিশ্বজনিন ভ্রার্তৃত্ব সৃষ্টির এক বিশেষ ট্রেনিং এ হজ্জ । কালো-ধলা, বর্ণ-বৈষম্যহীন এক বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে সকলেই একই পোষাকে মাত্র দু-টুকরো কাপড় পরিধান করে দীন-ভিক্ষুকের ন্যায় আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হয় । এখানেও কোন ব্যক্তি বা দেশের বিশেষ মর্যাদা ও উচুঁ নীচুর শ্রেনী বিন্যাশ করা হয় না । এবং তাঁকেও কোন পরাশক্তি প্রতিপত্তির প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারে না । মানবতার বন্ধু রাসুল সঃ জীবনের শেষ হজ্জ অনুষ্ঠানে সোনার বাণী শুনিয়েছিলেন যে, "তোমরা সবাই ভাই এবং প্রত্যেকে সমান । তোমাদের কেউ অন্যের উপর বেশী সুবিধা বা মর্যাদা দাবী করতে পারবে না । একজন আরব অনারব থেকে বেশী মর্যাদাশীল নয় এবং একজন অনারবও আরববাসী থেকে অধিক মর্যাশীল নয় ।" এভাবে হজ্জ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে থাকে ।

এ ছাড়াও আল-কুরআন ও হাদীস ক্রমাগতভাবে একটি সুন্দর সমাজ কায়েম করার উপড় অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে । এমন কি মানুষের কষ্ট হয় এমন একটি ছোট্র ব্যাপারও ইসলাম বাদ দেয়নি ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম হত্যা সুংক্রান্ত মামলার নিস্পত্তি করবেন । শিরকের পর নরহত্যা ছাড়া এর চেয়ে বড় গুনাহ নেই । রাসুল সাঃ বলেন "মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট সমস্ত পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তু নিচয় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ততটুকু ক্ষতিকর নয়, যতটুকু ক্ষতিকর একজন মুসলমান নিহত হওয়া ।

অতএব, যারা জেনে অথবা না জেনে ইসলামের সাথে বৈরীতা প্রদর্শন করছেন তাদের কাছে অনুরোধ ইসলামকে জানুন এবং বুঝুন । ইসলাম এক সার্বজনিন ও কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা । রাসুল সঃ এর হাতে গড়া রাষ্ট্রটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন । দেখুন সেখানে মুসলিম-অমুসলিম সকলের অধিকারের মধ্যে কি এক ভারসাম্য সুচিত হয়েছিল । সুতরাং ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে বিবেককের সাথে আর প্রতারণা করবেন না । তদ্রুপ কোন মুসলমান সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হয়ে প্রতারিত হবেন না ।

রত্নগর্ভা এক নারীর অজানা কাহিনী

॥ আফতাব চৌধুরী ॥

রত্নাগর্ভা সিলেটের যেসব কৃতী ও মহীয়সী নারী প্রশংসনীয় কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বাংলার নারী আন্দোলনের অগ্রপথিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজ-নীতিবিদ বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী ।

১৯০১ সালে সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার শিলঘাট গ্রামে এক রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । পিতার নাম খানবাহাদূর শরাফত আলী চৌধুরী ও মায়ের নাম নূরজাহান বেগম । মায়ের বিদ্যোৎ-সাহিতা ও সমাজসেবা মেয়েকে সারা জীবন অনুপ্রানিত করেছে । রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হলেও তিনি পিতার কর্মস্থল আসামের ডিব্রুগড়ের বাংলা স্কুলে ও পরবর্তীকালে ঢাকা ইডেন হাই স্কুলে কিছু দিন পড়াশুনা করেন । কিন্তু তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কৈশোরেই গৃহবন্ধীনি হলেন । তবে নিজ চেষ্টায় গৃহকোণেই লেখাপড়া ও সেলাই শিক্ষা চালিয়ে যান । ১৯১৯ সালের ১০ই অক্টোবর সিলেট জেলা (বর্তমান হবিগঞ্জ) পানি উমদা গ্রামের খানবাহাদুর আব্দুর রহিম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় । স্বামীর পরিবারও অত্যন্ত রক্ষণশীল । বোরখা পরে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হতো- যাতে কেউ পর্দানশীল নারীর দেহসৌষ্ঠব প্রত্যক্ষ করতে না পারে । কিন্তু আগুন যেমন কাপড়ে বেঁধে রাখা যায়না, প্রতিভার বিকাশও কোন অবরোধে আটকে রাখতে পারে না । পরাধীন দেশের নারী তিনি । দেশ মাতৃকার মর্মবেদনা শত অবরোধ ভেদ করে পীড়িত করতো এই অন্তরাল বাসিনীকে । ভারতীয় কংগ্রেস দল তখন মোহম্মদ আলীর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি যোগ দিলেন কংগ্রেস দলে । তৎকালীন এক রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারের মহিলার পক্ষে এটি বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে বৈকি ।

১৯২৭ সালে সিলেটের মুসলিম ছাত্র সমাজের উদ্যোগে "রতনমণি-লোকনাথ" টাউন হলে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় । এই সম্মিলনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেরে বাংলা এ. কে.ফজলুল হক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা যোগদান করেন । ছাত্রনেতারা এসে এই প্রগতিবাদিনীকে অনুরোধ জানালো-তিনি যদি সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রকাশ্যে বোরখা খুলে পথ প্রদর্শন করেন, তাহলে সিলেট তথা সারা দেশের মুসলমান নারী জাগরণ তরান্বিত হবে । দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে তিনি সম্মত হলেন । স্থির করা হলো চিকের আড়ালে মেয়েদের বসার স্থান করা হবে আলাদাভাবে । কাজী নজরুল ইসলামের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর পরই তুলে দেয়া হলো চিক, আর তখনই বেগম সাহেবা সর্বসমক্ষে খুলে ফেলবেন বোরখা । পরিকল্পনা অনুযায়ী জোবেদা রহিম চৌধুরী দুরু দুরু বক্ষে গিয়ে সভাস্থলে বসলেন চিকের আড়ালে । সেখানে বসেছিলেন আরো অনেক পর্দানশীল মহিলারা ।

১৯২৭ সালে সিলেটের মুসলিম ছাত্র সমাজের উদ্যোগে ''রতনমণি-লোকনাথ'' টাউন হলে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় । এই সম্মিলনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেরে বাংলা এ. কে.ফজলুল হক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা যোগদান করেন । ছাত্রনেতারা এসে এই প্রগতিবাদিনীকে অনুরোধ জানালো-তিনি যদি সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রকাশ্যে বোরখা খুলে পথ প্রদর্শন করেন, তাহলে সিলেট তথা সারা দেশের মুসলমান নারী জাগরণ তরান্বিত হবে । দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে তিনি সম্মত হলেন ।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মা বেগম রশিদও উপস্থিত ছিলেন ঐ সম্মিলনে বোরখা পরে । বেগম জোবেদা রহিমের ছোট বোনও স্বীয় স্বামীসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন । স্বামীর সঙ্গে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন বলে তিনি অবশ্য আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন বোরখার ব্যবহার । পরিকল্পনা অনুযায়া কাজী নজরুলের গানের সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ফেলা হলো চিক । সেই সঙ্গে জোবেদা খাতুন খুলে ফেললেন তার বোরখা, কিন্তু যখন দেখলেন মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষদের মধ্যে স্বীয় পিতাও উপস্থিত, তখন শরীর কাঁপতে লাগলো থর থর করে । ছাত্র নেতৃবৃন্দ বহু কষ্টে তাকে বাইরে নিয়ে আসল । গাড়ীতে চড়ে ফিরে আসলেন বাড়ীতে । বক্ষ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুনীরে । জীবনে কোনদিন সর্বসমক্ষে বের হননি বোরখা ছাড়া । ভাবছেন তার এই বেপর্দা আচরণে পিতা না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন । বাড়ীতে সম্মিলনীতে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খাওয়া-দাওয়া করবেন । কিন্তু তার ব্যবস্থা দেখার মত মানসিকতা তখন আর তার নেই । ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে লুটিয়ে পড়লেন শয্যায় । অসহ্য বেদনায় ভেঙ্গে যাচ্ছে মনপ্রাণ । স্বামীও যে তাকে ক্ষমা করবেন না । কারণ তিনিও ছিলেন এই পরিকল্পনার গোর বিরোধী । কতক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে সে খেয়াল নেই । হঠাৎ দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে জ্ঞান ফিরল । বার বার অনুরোধ আসছে দরজা খোলার । উঠে নতমস্তকে দরজা খুলে দেখেন প্রিয়তম স্বামী ও স্নেহাস্পদ অগ্নীপতি দোরগোড়ায় । দু'জনেই উৎফুল্ল কণ্ঠে তাকে জানালেন অভিনন্দন । এই অবরোধ ভাঙায় তার পিতাতো দুঃখিত হননি, বরং সভায় উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তার দুই কন্যাই এই অবরোধ প্রথা অবসানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে দেশে এক নবজাগরণের সূচনা করেছেন বলে তিনি গর্বিত ও আনন্দিত । সকল দ্বিধা-দ্বন্ধ, আশংকা কেটে গিয়ে মন ভরে উঠলো অনাবিল আনন্দে । স্বামীরও পেয়ে গেছেন পূর্ণ সম্মতি-তাই অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতার আন্দোলনে । ১৯৩০ সালে সিলেটে মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি তাতে যোগদান করেন এবং ঐ সংঘের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদ, গাঁজার দোকানে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেন । আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । ১৯৩১ সালে সিলেট শহরে যে ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা হয়েছিল তার পুরোভাগে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

রত্নগর্ভা এক নারীর অজানা কাহিনী

(১৬ পাতার পর)

এই বীরাঙ্গনা এগিয়ে গিয়েছিলেন-পশ্চাতে ছিলেন সিলেটের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। যে যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা একজন সম্ভ্রান্ত, রক্ষণশীল পরিবারের মহিলার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন বহন করে।

১৯৪৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে যখন পাকিস্তানের জাতির পিতা মো: আলী জিন্নাহ সিলেট সফরে আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বেগম রহিম মুসলমান মহিলাদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সাব কমিটি গঠন করেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাফল্যের সঙ্গে মুসলমান মহিলারা সিলেটের ঈদগাহের ময়দানে জিন্নাহকে বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। চারদিকে চিকের আড়ালে এই অভিনব সভার আয়োজন সকলের প্রশংসা লাভ করে। সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ফলকারা উক্ত সভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ছয় দফা' আন্দোলন শুরু হবার পর সে আন্দোলনে তিনি যে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন তা জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর আগেই তিনি আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙ্গালিদের উদ্ধারের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, তাতে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। এই সমিতির নিরলস প্রচেষ্টায় বহু বাঙ্গালী দেশে ফিরে আসার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে বি এন পি সরকার তাকে তাদের পার্টির সিলেট জেলার **District Co-ordinator** এর মর্যাদায় ভূষিত করেন।

সিলেটের নারী শিক্ষা প্রসারে তার অবদান প্রশংসার যোগ্য। সিলেট মহিলা কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আসামের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাসিয়া মহিলা মিস মেবিস ডান সিলেট পরিদর্শনে আসলে এই তেজোদীপ্ত মহিলা অন্যান্যকে সংগঠিত করে মন্ত্রীকে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন, তাতে বর্তমান সিলেট স্টেডিয়ামের জায়গাকে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সিলেট মহিলা কলেজের নিজস্ব আবাস ভূমিরূপে নিরূপণ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৫০ সালে যখন কলেজটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তখন মাত্র ৪টি মেয়ে নিয়ে কলেজের অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সমাজ সেবার এই অনুপ্রেরণা তিনি জন্মগতভাবে লাভ করেছিলেন স্বীয় মায়ের কাছ থেকে। তাঁর মা পর্দানশীল হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর চাকুরীতে ঢাকা অবস্থানকালে আশে পাশের বস্তির মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে নিজগৃহে তাদের বিদ্যাশিক্ষা, সেলাই শিক্ষা দিতেন। বেগম রহিমও ১৯৪৭ সালের পূর্ব সিলেটের অনুন্নত বস্তির মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে জন-শিক্ষা প্রসারে সক্রিয় অবদান রাখেন। মহিলা সংঘের উদ্যোগে শেখঘাটে মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা স্মরণীয়। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড-এটা ছিল তার দৃঢ় প্রত্যয়। তাই শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তার এই নিরলস প্রচেষ্টা।

এছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে তার সতত অংশগ্রহণ সিলেটবাসীর অন্তরে সদা জাগরুক হয়ে থাকবে। বেগম রহিম **All Pakistan Women's Association (APWA)** এর সিলেট শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ঐ সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে **Non-official jail visitor** এর দায়িত্বেও বহুদিন নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একটি ইউনিট আসামের চরুয়াতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছিল। যুদ্ধ শেষে ঐ হাসপাতালের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ঢাকাতে নিয়ে আসা হয়। বেগম জোবেদা রহিম তখন সিলেট রেডক্রস সোসাইটির অনারারী সেক্রেটারী। সিলেট রেডক্রস পরিচালিত মাতৃ মঙ্গল **Maternity** হাসপাতালের তখন চরম দূরবস্থা। তার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানালেন যে, সিলেট দেশ বিভাগের পূর্বে আসামের অংশ ছিল, তাই আসাম থেকে আনীত সাজ-সরঞ্জামে সিলেটের ন্যায্য দাবী রয়েছে। তিনি ২ ওয়াগন চিকিসা সামগ্রী সিলেটের জন্য এনে রেডক্রস হাসপাতালে ২টি ওয়ার্ড ও কয়েকটি শয্যা স্থাপন করেন। তিনি একাধিক্রমে ৭ বছর সিলেট রেডক্রসের অনারারী সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির তিনি ছিলেন সভানেত্রী ও সৈয়দা নজিবুন্নেসা ছিলেন সম্পাদিকা। ঐ সময় সদ্য জার্মান ফেরত স্বামী অব্যক্তানন্দ এক শুভেচ্ছা মিশন নিয়ে সিলেট আসেন। এই দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি বেগম জোবেদা খাতুনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৪৯ সালে সিলেটে করাল দূর্ভিক্ষের সময় ছাত্রদের সহায়তায় মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করতঃ গরীব দুঃখীদের মধ্য চাল বিতরণ করে তাদের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা লাভ করেন।

ভাষা আন্দোলনেও এই সমাজ সচেতন, আত্মমর্যাদাশীল মহিলার অনবদ্য অবদান রয়েছে। ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিনি সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা শাহারবানু, সৈয়দা নজিবুন্নেসা ও রাবেয়া আলী সহযোগে আব্দুর রব নিস্তারের কাছে প্রতিবাদলিপি পেশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে সিলেট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া আলীকে বদলীর আদেশ জারি করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর যখন এই ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন বেগম রহিম ঢাকায় এডেং বিল্ডিং-এ খাজা নাজিমউদ্দিন ও হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে রাবেয়া আলীকে সিলেট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্বে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাবেয়া আলীকে এই বিদ্যালয়ে রাখার ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সিলেটের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তার বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে **queen Elizabeth** পদকে ভূষিত করা হয়। সিলেটে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে এই পদকটি তাকে প্রদান করা হয়। সিলেট রেডক্রস সোসাইটির অবৈতনিক সেক্রেটারীরূপে ৭ বছরের সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসাবে তাকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস পদক ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বেগম রহিম কেন্দ্রীয় মহিলা পূনর্বাসন সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বরূপে এ দেশীয় নির্যাতিতা মহিলাদের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পাঁচ পুত্র ও চার কন্যার জননী এই মহীয়সী মহিলা সিলেটের আধ্যাত্মিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শ্রীমৎ স্বামী সূর্য্যানন্দ পরম হংস তাকে মাতৃ সম্বোধনে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন "মাগো তুমি স্বর্গেও দেবতার নির্মাল্য।" মহাপুরুষের এই বাণীতে এই মহিয়সী নারীর চরিত্র-মাধুর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে পরিপূর্ণভাবে। তিনি সিলেট তথা সারা বাঙালী নারী সমাজের গৌরব।

১৯৮৬ সালের ২৫ জানুয়ারী সেই অনাঘ্রাত পুষ্পটি মিলিয়ে গেল এ জগতের সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে। তার মরদেহ অনন্ত শয্যার শায়িত হলো ঢাকাস্থ বনানী গোরস্তানে। **সাংবাদিক-কলামিস্ট।**



ঢাকায় ভিসা জালিয়াত চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

একটি মামলা হয়। মামলা তদন্তকালে সোশ্যাল মিডিয়া ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রতারক চক্রটিকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করে।

সূত্র জানায়, গ্রেফতারদের ভিসা প্রসেসিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেতে আগ্রহীদের সঙ্গে ১০-১৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ভিসাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়। আগ্রহীদের সম্মতিতে পাসপোর্টের গুরুত্ব বাড়াতে বিভিন্ন দেশের জাল ভিসা এবং বিভিন্ন দেশের জাল সিল পাসপোর্টে সংযুক্ত করে দেয়। পরে জাল ভিসা সংযুক্ত পাসপোর্ট দিয়ে আমেরিকান দূতাবাসে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ধরনের জাল সিল ও জাল ভিসা পাসপোর্টে সংযুক্ত করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চক্রটি।

চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে ডিবির অভিযান অব্যাহত আছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। রিমান্ড আবেদন করে গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে ডিবি।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসী' তালিকায় রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাগোষ্ঠী

(প্রথম পাতার পর)

বলেছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ ও ব্যবসায়ী ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়াগনারের প্রায় ৫০ হাজার যোদ্ধা রয়েছে, যাদের ৮০ শতাংশকে আনা হয়েছে রাশিয়ার বিভিন্ন কারাগার থেকে।

বাইডেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মকর্তা বলেন, ওয়াগনার অপরাধী সংগঠন, যেটি ইউক্রেনে ব্যাপক হারে নৃশংসতা চালানোর পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

তিনি বলেন, 'ওয়াগনারকে সহায়তাকারীদের শনাক্ত, প্রতিহত, উন্মোচন ও লক্ষ্যবস্তু বানাতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।'

হোয়াইট হাউসে ব্রিফিংয়ের সময় কিরবি গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহ করা কিছু ছবি দেখান, যেগুলো দেখে মনে হয়, ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জন্য ওয়াগনারকে অস্ত্র দিচ্ছে উত্তর কোরিয়া।

জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র বলেন, গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওয়াগনার।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো সাইড মিটিংয়েই হয়

(প্রথম পাতার পর)



ডোনাল্ড লু। শনিবার (১৪ জানুয়ারী) ঢাকায় আসার পর তিনি আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সরকারের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়াও তিনি প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের গুলশানস্থ বাসভবনে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ সফরের ঠিক আগে ডোনাল্ড লু (১২ থেকে ১৪ জানুয়ারী) ভারত সফর করেছিলেন। ১৩ এবং ১৪ জানুয়ারী দেশটির রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ফোরামে অংশগ্রহণের পর তিনি ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি'র মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ফোরামে বলার মতো কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এনডিটিভি'র সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে লু বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো মিটিংয়ে নয়, সাইড মিটিংয়েই হয়ে থাকে।'

এরপর কিছুটা গম্ভীর লু বলেন, সবজায়গাতেই এটা আলোচনা হয়েছে যে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই ওয়াশিংটন সফর করবেন। আমরা ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্যও যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালে আমাদের মধ্যে বাণিজ্য ১৬০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জি-২০ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অংশ নেবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে লু বলেন, আমরা আশা করছি যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এতে অংশ নেবেন এবং আমরা সবাই তার ভারতে আসার দিকে তাকিয়ে আছি।

উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে বিশ্বের ২০টি বৃহৎ অর্থনীতির দেশের জোট জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ৯-১০ সেপ্টেম্বর দিল্লির প্রগতী ময়দানের ওই সম্মেলনে পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ওদিকে, এশিয়ায় চীন-ভারত দ্বন্দ্ব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক আমেরিকান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সরাসরি দুই পক্ষ বসে দর কষাকষির মাধ্যমে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা উচিত। কিন্তু চীনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে ভালো কোন পদক্ষেপতো চোখেই পড়েনি, উল্টো চীনকে ভারতীয় সীমান্তে বিশেষ করে সম্প্রতি দেশটির উত্তর-পূর্ব, পূর্ব সীমান্তে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিতে দেখা গেছে। ২০২০ সালে ভারতের সীমান্ত পোস্ট গালওয়ান উপত্যকায় যখন চীনা সামরিক বাহিনী আক্রমণ করে তখন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম চীনা আগ্রাসনের সমালোচনা করেছিল এবং ভারতকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা আমাদের ভারতীয় অংশীদারদের অব্যাহতভাবে সমর্থন করে যাবো।'

এছাড়াও, ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তানের অর্থনীতি (বিশেষ করে ভয়াবহ বন্যার পর) শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপগুলোর কথাও তুলে ধরেন লু।

যে কারণে আলোচনায় শিরীন শারমিন চৌধুরী

(প্রথম পাতার পর)

করেই বলা যায়।

একাডেমিক পর্যায়ে খ্যাতিমান আইনজীবী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন মন্ত্রিসভায় স্থান দেন তখন তা খুব বেশি বিস্ময় তৈরি করেনি। তবে প্রায় দশ বছর আগে তার স্পিকার হওয়া ছিল চমক জাগানিয়া। এক্ষেত্রে আলোচনায় ছিল তার পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়টিও। তার পিতা রফিকুল্লাহ চৌধুরী স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ছাত্রলীগ নেতা হিসেবেও রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখান শিরীন শারমিন চৌধুরী।

স্পিকার হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনকালে তিনি ছিলেন অনেকটা বিতর্কের বাইরে। বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব বিবেচনায় শিরীন শারমিন চৌধুরীর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

একটি সূত্র বলছে, আটকে থাকা ফাইল মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি স্পিকার দপ্তরের তৎপরতা বেশ বেড়েছে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, স্পিকারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনার নেপথ্যে আরেকটি বিষয়ও আলোচনায় রয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের সময়ই আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট সেসময় প্রয়োজনে যেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন তাও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এটিও আলোচনায় আছে যে, প্রেসিডেন্টকে প্রয়োজনে নির্বাচনের সময়ে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেয়া হতে পারে। তবে এর পুরোটাই নির্ভর করবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।

সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ছাড়াও আলোচনায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

সম্মিলিত

মহান একুশ উদযাপন ২০২৩

আয়োজনে ঃ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহ।

সুধী,

সম্মিলিত মহান একুশ উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষ থেকে এবারও ব্যাপক আয়োজনে "মহান একুশ" উদ্‌যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।



সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায়

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন ইউএসএ ইন্‌ক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)

উদীচী যুক্তরাষ্ট্র

সুর-ছন্দ শিল্পী গোষ্ঠী

অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমী (আড্ডা)

শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ ইন্‌ক

মহান একুশ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের মেধা প্রতিযোগিতা

তারিখ: ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, রোববার
সময়: সকাল ১১টা
স্থান: পরে জানানো হবে

ক গ্রুপ: কিন্ডারগার্টেন থেকে ২য় গ্রেড
- অংকন: উন্মুক্ত
- লিখন: বাংলা বর্ণমালা (যে কোন ১০টি অক্ষর)
- আবৃত্তি: ছড়া/কবিতা (মুখস্থ)

খ গ্রুপ: ৩য় গ্রেড থেকে ৫ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
- লিখন: ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ (১০টি)
- আবৃত্তি: উন্মুক্ত (মুখস্থ)

গ গ্রুপ: ৬ষ্ঠ গ্রেড থেকে ৮ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ
- লিখন: History of Bengali Language Movement
- আবৃত্তি: একুশের কবিতা (মুখস্থ)

ঘ গ্রুপ: ৯ম গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড
- অংকন: অপরাজেয় বাংলা (Aparajeyo Bangla Sculpture)
- লিখন: Glory and excellence of the University of Dhaka last 100 years.
- আবৃত্তি: মুক্তিযুদ্ধের কবিতা (মুখস্থ)

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

সাবিনা আক্তার লিপি	(৩৫৭) ৬৭৮-৯৪৪২	মো: টিটুল মন্ডল	(৩৪৭) ৫৫৭-২৩৫৫
পারভীন সালাউদ্দিন	(৩৪৭) ৭৭৬-৩৯১৭	এস. জহিরুল হক	(৩৪৭) ৬৪৪-৭৯৫১
মো: তাজুল ইসলাম	(৯১৭) ৫৭৬-৬৩২৬	সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া	(৯১৭) ৮৩২-৬০১৯
ফণি বড়ুয়া	(৩৪৬) ৫৩৯-৪৪০৯	মোহাম্মদ শিরাজুল আলী	(৫১৬) ৫৩৯-৩৯৭৭
গোপেশ মোহন্ত	(৯১৭) ৪৪০-৭৮৩২	মো: আবুল কাশেম	(৯১৭) ৪৫৯-৭৭৯
এ.কে. আজাদ তাপুলদার	(৩৪৬) ৫৩৩-৯২৫১	মো: আজহার আলী খান	(৫১৬) ৫১৩-৪৫৮৩
রুহুল আমীন সরকার	(৭১৮) ৭০৫-২২১৮	মোহাম্মদ হাসিব মাহমুদ	(৯১৭) ৪০৩-৫৫০৫
এ.এস আলম	(৯১৭) ৮০২-৫৩৯৭	মোস্তা: নুসিলাআমান	(৯১৭) ৯৯১-৪৪৫৮
মো: মইনউদ্দিন দেওয়ান	(৯১৭) ৫২৩-১৩৪৪	মোহাম্মদ রেজেল খান	(৫১৬) ৩৪৩-৯৪৫৬

স্থান

কুইন্স প্যালেস
37-11 57th Street
Woodside, NY 11377

২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। একুশের মূল অনুষ্ঠানমালা শুরু বিকাল ৫:৩০ মি.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

মো: তাজুল ইসলাম	(৯১৭) ৫৭৬-৬৩২৬	দুলুর চৌধুরী	(৬৪৬) ৭০৭-৯৩৪৪
সাবিনা শারমিন শিহাব	(৬৪৬) ৩০০-১৪০১	ইমদাদুল হক	(৬৪৬) ৭৫০-১২৭২
শমিত মন্ডল	(৭১৮) ৬৯০-৫৭৬৬	আম্বরা গুহ	(৬৪৬) ৬৯৬-৫৫৮৫
সবিতা দাস	(৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮	মনিকা রায়	(৩৪৭) ৪৫৯-৮৯৯৮
আলিম উদ্দিন	(৬৪৬) ৬৪২-৪৭০৮	শেখ সিরাজ	(৯১৭) ৫৪৭-৬৮৩২

সমগ্র অনুষ্ঠানটি TBN 24 সরাসরি সম্প্রচার করবে



লস অ্যাঞ্জেলেসে গুলিতে ৯ জন নিহত

(প্রথম পাতার পর)

পার্ক নামক স্থানে চীনা চন্দ্র নববর্ষের অনুষ্ঠানে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর আগে চন্দ্র নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মন্টেরি পার্ক এলাকায় হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওতে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোনাটারি পার্কের গার্ভে এভিনিউতে বার্বিকিউর দোকান চালান সেং ওন চোই নামে এক ব্যক্তি। তিনি বলেছেন, তিনজন তার দোকানে দৌড়ে আসে এবং দ্রুত দোকান বন্ধ করতে বলে জানায়, কেউ একজন আধা-স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান দিয়ে গুলি চালাচ্ছে। ওই শুটারের কাছে অসংখ্য গুলি রয়েছে। যখনই তার গুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে তখনে সে আবার পুনরায় মেশিনগান লোড করে গুলি চালাচ্ছে।

একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের অনেক সদস্য পৌঁছেছে। আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিতে দেখা গেছে।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব,

(শেষের পাতার পর)

প্রদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও।

নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম, 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম'র প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া রহমান ও 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম'র মেম্বার নুশরাত আলমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ আমেরিকান ডেমেক্রেটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রবীণ ডেমোক্রেট নেতা মোর্শেদ আলম।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান ইভেট ক্লার্ক, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার থমাস দিনাপলি, নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট সিনেটর সিনেটর টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার ডেভিড আই ওয়েপ্রীন, অ্যাসেম্বলী মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলী মেম্বার অ্যালিসিয়া হাইন্ডম্যান, অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, অ্যাসেম্বলী মেম্বার জোরহান মান্দানী, অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভ রাগা, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, কাউন্সিল মেম্বার সান্দ্রা উং, কাউন্সিল মেম্বার নানতাশা উইলিয়ামস, কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি, নিউজার্সীর কাউন্সিল মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-পরিচালক দিলীপ চৌহান, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, সিটি মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, ডিস্ট্রিক্ট লিডার মোফাজ্জল হোসেন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ডেভিড রিচার্ডস, ডিস্ট্রিক্ট লিডার আলবার্ট বলদের, ডিস্ট্রিক্ট লিডার প্রিন্সটন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার সিং, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি অনুভা শাহীন প্রমুখ।

এসময় 'নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব', 'নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম' এবং 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম' এর সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এর পর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

কমিনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্যে অনুষ্ঠানে ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ওয়াশিংটন ইউ-নিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মঞ্জুরুল হাসান, খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ খলিলুর রহমান, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুস সালাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান টুকু, ডিএনসি মেম্বার খোরশেদ খন্দকার সহ বেশ কয়েকজনকে 'বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট' ও সাইটেশন প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ও মূলধারায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম এবং উইমেন্স ফোরাম'কেও সাইটেশন প্রদান করা হয়। সবশেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

মূলধারার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সুন্দর এই আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বহজাতিক এ সমাজে বাংলাদেশ কমিউনিটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশী কমিউনিটি এখন শক্তিশালী কমিউনিটি। আমেরিকা বিনির্মাণে এ কমিউনিটি অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কমিউনিটি অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তাদেও প্রয়োজনে সম্ভাব্য সবকিছুই করব আমরা।

অনুষ্ঠানে মোর্শেদ আলম বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে ৩০ বছররের বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব। মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে শুরু করেছি।

আহনাফ আলম বলেন, তিনটি সংগঠনের এই আয়োজন ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। এই আয়োজনে মুলধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বাংলাদেশী কমিউনিটির সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমাদের তিনটি সংগঠন বাংলাদেশী কমিউনিটি ও মূলধারার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। আমাদের প্রত্যাশা এ অগ্রযাত্রায় সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বাইডেনের বাড়ি থেকে আরও গোপন নথি উদ্ধার

(প্রথম পাতার পর)

ছয়টি গোপন নথি পাওয়া গেছে। রাইডেনের আইনজীবী শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন। গোপন নথি ও অন্য সামগ্রীগুলোর কয়েকটি বাইডেনের সিনেটর পদে থাকার সময়কার বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী বব বাউয়ের। ১৯৭৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ডেলাওয়্যারের সিনেটর ছিলেন বাইডেন। খবর রয়টার্সের।

আইনজীবী জানান, অন্য নথিগুলো প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রশাসনে ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাইডেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বের সময়কার। তিনি আরও জানান, উইলমিংটনের বাড়িতে ১২ ঘণ্টার বেশি তল্লাশি চালায় বিচার বিভাগ। সে সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বাইডেনের হাতে লেখা কিছু নোটও পাওয়া গেছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের দায়িত্বের সময়ের সম্ভাব্য নথিপত্র ও গোপন নথির জন্য পুরো বাড়িতে তল্লাশি চালাতে বিচার বিভাগকে সুযোগ করে দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, তল্লাশির সময় জো বাইডেন বা তার স্ত্রী জিল বাইডেনের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। সাপ্তাহিক ছুটিতে ডেলাওয়্যারের রেহোবোথ বিচ এলাকায় ছিলেন বাইডেন।

তল্লাশি চালানোর আগে বিচার বিভাগের অনুসন্ধানকারীরা বিষয়টি বাইডেনের আইনজীবীকে জানিয়েছেন। ওই সময় প্রেসিডেন্টের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তার ব্যক্তিগত ও হোয়াইট হাউসের আইনজীবীরা।

চলতি মাসে এর আগেও বাইডেনের উইলমিংটনের বাড়ি থেকে গোপন নথি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া গত বছরের নভেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাইডেনের ব্যবহৃত একটি কার্যালয় থেকে কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
BANGLADESH SOCIETY, INC

International Mother's Language Day 2023
অমর একুশে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৩ উপলক্ষে
প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে



সুধী,
আগামী ২৯ জানুয়ারি রোববার, বিকাল ৪:০০ টায় বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৩ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মতবিনিময় সভা
তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, রোববার ২০২৩
সময় : বিকাল ৪:০০ টা
স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন
86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373
অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হবে

সম্মিলিত একুশ উদযাপন ২০২৩
আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সময় : বিকাল ৪টা - রাত ১২টা
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন উপ-কমিটি ২০২৩
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান — আহ্বায়ক — ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব — প্রধান সমন্বয়কারী — ৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী — সদস্য সচিব — ৬৪৬-৩২১-৪১১৭
ফারুক চৌধুরী — যুগ্ম-আহ্বায়ক — ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭
প্রদীপ ভট্টাচার্য — সমন্বয়কারী — ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪
সুশান্ত দত্ত — সমন্বয়কারী — ৭১৮-৭১০-৫৬১৭
শাহ মিজানুর রহমান — সমন্বয়কারী — ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫
ফারহানা চৌধুরী — যুগ্ম-সদস্য সচিব — ৭১৮-৬৮৭-৯০৩৫

নিবন্ধন উপ-কমিটি (সংগঠন নিবন্ধন বিষয়ক যোগাযোগ)
মোঃ নওশেদ হোসেন (৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫), আবুল কালাম ভূইয়া (৯১৭-৬৯২-৭১৯৯), মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩)

স্মরণিকা উপকমিটি (৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্মরণিকা লেখা ও বিজ্ঞাপন পাঠানোর আহবান যোগাযোগ)
ফয়সল আহমদ (৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩), রিজু মোহাম্মদ (৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭), আবুল বাশার ভূইয়া (৩৪৭-২৭৯-২৬৪০)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি
ডা: শাহনাজ লিপি (৯১৭-৭১৬-৭০৩৯), মোহাম্মদ টিপু খান (৬৪৬-৬২৩-৮৬২২), মোঃ সাদী মিঠু (৭১৮-৮২৩-৩৬১৯)

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

চিত্রে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম ও উইমেন্স ফোরাম'র মিট অ্যান্ড গ্রিট













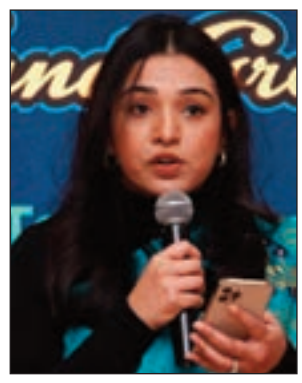




















Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY





ইতালীর সারদিনিয়ায় বিদ্যালয়ে বাংলাদেশের উপর প্রেজেন্টেশান, শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া

রোম: ইতালীর সারদিনিয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায় বাংলাদেশের উপর প্রেজেন্টেশান। বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম অ্যাম্বাসী অ্যাডপশন প্রোগ্রাম (ইএপি)-এর প্রথম ধাপ মিট দ্যা স্কুল'-এর অংশ হিসেবে গত ১৩ জানুয়ারী সারদিনিয়ার ম্যাকোমার শহরের লিচিও গ্যালেলিও গ্যালেলেই বিদ্যালয়ে একটি প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তুলে ধরে। যদিও গ্লোবাল অ্যাকশন নামক একটি ইতালীয় সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০২১ সাল থেকে এই ডিপ্লোমাসী এডুকেশন প্রোগ্রাম-এ অংশগ্রহণ করে আসছে। এই প্রথমবারের মতো দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ সশরীরে অংশগ্রহণ করেন এবং রোমের বাহিরে সারদিনিয়ার একটি বিদ্যালয় নির্বাচন করে।

প্রথমেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তাদেরই পরিবেশনায় দুই দেশের পতাকা, বর্ণমালা, মোটিফ/ভাবধারা দ্বারা সুসজ্জিত এতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান বক্তব্যের শুরুতেই 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি চলমান বাংলাদেশ ইতালীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দূতাবাস কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর কথাও উল্লেখ করেন। এরপর, দূতাবাসের প্রথম সচিব মিজ আয়েশা আক্তার একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশকে তুলে ধরেন।

এরপর, রাষ্ট্রদূত তরুণ ও উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সফলতার গল্প তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন শোনেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহ দেখে অভিভূত হোন। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিস গাভিনা কাপাই এবং মিস এলিসা গুইসিও-কে অনুষ্ঠান সমন্বয়ের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ম্যাকোমারের শহরের প্রিফেক্ট জিয়ানকারলো দিওনিসি এবং মেয়র ড. এন্তোনিও অনোরাতো সুকু উভয়েই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশ দুতাবাসকে ইতালীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশকে তুলে ধরার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা মনে করেন উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে দুই দেশের বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের বিশাল অডিটোরিয়ামে অসংখ্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের উপর প্রেজেন্টেশানটি উপস্থিত উৎসুক শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং তারাব্যাপক করতালির মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। ইতালীর জনসাধারণের মাঝে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে দূতাবাসের আয়োজিত জনকূটনীতি প্রকল্পের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছে। ইতোপূর্বে কোভিড মহামারির সময়ে বাংলাদেশ দূতাবাস ইএপি-এর অংশ হিসেবে দু'বার ইতালীর রোমের দুটি বিদ্যালয় ডিজিটাল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



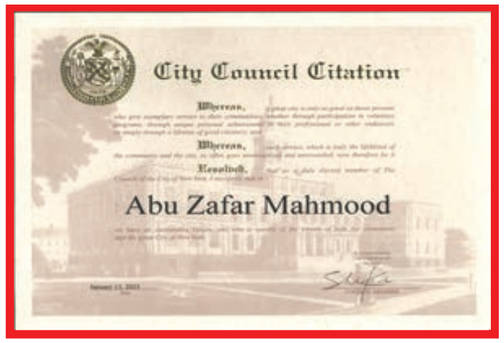
ওজোন পার্কে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন শাখা উদ্বোধন

দেশি ভাইবোনদের একচ্ছত্র ভালোবাসা, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের অনবদ্য মূল্যায়ণ ও মূলধারার রাজনীতিকদের আন্তরিক সম্মাননা



বিশেষ সম্মাননা.....









Hakeem Jeffries
House Minority Leader and leader of the House Democratic Caucus in the U.S. House of Representatives



Jenifer Rajkumar
Assemblymember
Assembly District 38
(Queens neighborhoods of Glendale, Ozone Park, Richmond Hill, Ridgewood, and Woodhaven.)
State office in New York



Shekar Krishnan
Member of the New York City Council District 25
(Northwestern Queens neighborhoods of Jackson Heights, Elmhurst, and parts of East Elmhurst)



"নের্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা দিয়ে বাংলাদেশিরা মূলধারায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে। সততা, নিষ্ঠা ও মানবসেবার এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে"
সাহানা হানিফ
প্রথম মুসলিম বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নারী সিটি কাউন্সিলর, ডিস্ট্রিক্ট ৩৯, নিউইয়র্ক।

BANGLA CDPAP SERVICES
বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com



"পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেবা ভালোবাসা, পারস্পারিক সম্মানবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ শিখেছি। সেটিই বহন করে চলেছি। আমাদেরকে নিয়েই এখন আমেরিকান সমাজ। আমাদের জন্মভূমিতে মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও দরদ, সেটিই প্রকৃত মানবিক সত্তা। এই অস্তিত্ব নিয়েই আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান সমাজ গড়ছি। জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আমেরিকার সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রয়াসকে যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছি।"

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ,
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির হোম কেয়ার সেবার পৃথিকৃৎ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এণ্ড অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্।

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্



এই শাদি মোবারক

হাফিজ রশিদ খান

ও আমাকে দেখেছে দরিদ্র শাদি মোবারকে
বর্ষার পলিবিধৌত
জলের রঙের মতো ওর ত্বকে
আমার কাঙাল চোখ
কাঁপছিল

ওর হাসির ভেতর
আমার অসচ্ছলতা
উঁকিঝুঁকি দিয়ে
আলগোছে সরে গিয়েছিল
একটু শরমে

তারপর ও আমাকে
আমি ওকে
চিনেছি হাজার বছরের
পথ চলতে-চলতে

পৃথিবী তখন আমাদের বিয়েতে আসবে বলে
সাজগোছ করছিল
রূপসজ্জালয়ে...

যাদু নয় যাদুকরী বাজে বেহালা

মেহেদী ইকবাল

জলের নীচে নিদারুণ নীরবতা, কাঁকড়ার উপনিবেশ
উপরে ভূট্টাক্ষেত ভাসমান
প্লাংকটন কেন নয় সাদা
হঠকারী কয়েকটি ঢেউ
খুঁটিতে উদাস ফিচকুলে পাখি এক
কেন পানকৌড়ি অপরাহ্নে রোরুদ্যমান!

ভূট্টাক্ষেতের পাশে দেখেছি গাজরের নাক
বেগুনি চোখ মেলে তাকিয়ে সীমফুল
আছে গ্র্যাভিটেশন সীমাহীন
তবু মাছেরা কেন পছন্দ করে জীবন জলের

জল কী তবে আনন্দের কোলাহল অফুরান!
যাদু নয় যাদুকরী বাজে বেহালা হাওয়ার
আর চাঁদ হাঁটতে হাঁটতে
কেন যে হোঁচট খায় ইচ্ছে করে

বার বার!

কাঙ্ক্ষিত জলের ফোঁটা

মুস্তফা হাবীব

অনু, আমাকে অন্য কারো মতো বুভুক্ষ ভেবো না,
জেনে রেখো, পিপাসায় যে কারো কাছে
জল চাওয়ার সস্তা মানুষটিও আমি নই ।

সরলপ্রাণে এতোটুকু বিশ্বাসে আমাকে ধারণ করলে
এক জীবনে কোনো দুঃখই থাকে না ।
তুমি কি আমাকে অনন্ত অদৃশ্য সমুদ্রেভাসাতে চাও?
তুমি কি শুধু নীরবে চোখের আগুনে পুড়িয়ে
আমাকে নিঃশেষ করতে চাও?

কাগজ নয়, পাথর নয়, হৃদয়ে লিখেছি তোমার নাম
তুমি আছো, তুমি থাকবে আমার; ভাবছি অবিশ্রাম ।

অনু, প্রণয়ের গোপন দাবী রেখে বলছি .....
তোমার সরোবরে একটিবার ভেজাও টালমাটাল,
কাঙ্ক্ষিত জলের ফোঁটায় সৃষ্টি করো অমৃত ইতিহাস;
এক জনমের স্বর্ণবিভায় তুমি হয়ে ওঠো অনন্য ।

অন্ত্যেষ্টিতে অন্তঃকরণ

এইচ বি রিতা

চলে যাও-যে দিকে পারো
চলে যাও সব অমেরুদন্ডী মানুষেরা পাহাড়ের দিকে
তোমাদের বক্ষ ধারণ করে মস্তক-তাই
বিশাল আকাশ দেখার সুযোগ হারায়;
তোমাদের চোখ ।

চলে যাও তোমরা যে যেদিকে পারো
চলে যাও তোমরা পাহাড়, জঙ্গল, কৃষ্ণ সাগর
উপকূল দ্বীপে
কিংবা যেতে পারো ত্রিসূরের বাগান বাড়ি
যেখানে নগ্নজাতি উপভোগ করে নিজের শরীর
প্রকৃতি হেসে উঠে স্বাধীন মেলবন্ধনে ।

চলে যাও ভরাট চোখে অন্ধকার নিয়ে, অন্তঃকরণ
যেখানে পর্যবসিত অন্ত্যেষ্টিতে-
চলে যাও তোমরা যারা অধিকার বোঝো না
বে-আক্কেলের মতো খুলতে আর খুবলে নিতে জানো ।

চলে যাও । চলে যাও তোমরা ।

নিরবতার গহীন ভিতর

এম এ রহমান

শীত আসে বারান্দায়, প্রলম্বিত রাত্রির উঠান
সময়ের পাতা ঝরে, বুকে বিতৃষ্ণার হলুদ মিছিল
বসে আছি কুয়াশায়,শীতে কাপে বেদনার দেহ
টুপটাপ শিশিরেরা কথা বলে মননে- মগজে ।

নৈঃশব্দ্যে, নিরবতা চোখ খুলে থির চেয়ে থাকে
চোখ রাখি তার চোখে-ঢুকে যাই গহীন ভিতর
দেখি-অগোছালো আর্তনাদ, অভিমান জ্বালামুখে
বিদগ্ধ বিশ্বাস, মুখোশ মানুষ, তার উত্তপ্ত লাভা...

দিন আসে দিন যায়, প্রকৃতি তার রূপ পাল্টায়
মানুষও পাল্টে যায় স্বভাবে,অভাবে,বাস্তবতায়!

দিনান্তিক শিক্ষা নেয়, বুঝে নেয় জীবন রহস্য
স্রোত বিপরীতে চলে জীবনের আসল সৌন্দর্য
রাতের আঁধারে ভিজে জোছনার আলোকে কুড়ায়
দিনের আলোতে ভাজে হিংসা, ক্রোধ, লোভ...

বাতাবিঘ্রাণ

সনজিৎ নারায়ণ চৌধুরী

বাতাবি লেবুর গাছ থেকে আসছে বাতাবিঘ্রাণ
দেখছো তুমি, আমিও

দুপুরটা আজ একেবারেই চুপ
তাইতো দেখছি মোহনরূপ
রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে হবে নন্দিত ডুব

পাতাছেড়া মায়া মায়া জলের ছিটা
কোকিলের কুহু ডাকে উঠে দেখি আবীর রাঙা আকাশ ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

যুক্তরাষ্ট্রে ‘বেঙ্গলী এলভিস’ ওয়াহিদ আজাদ



বিনোদন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সঙ্গীতশিল্পী ওয়াহিদ আজাদ তার অসাধারণ সঙ্গীতের কারণে ‘বেঙ্গলী এলভিস’ হিসেবে পরিচিত। তিনি উত্তর আমেরিকার বাংলা গানের শ্রোতাপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। সেখানে বাংলা গানের প্রচার-প্রসারে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

নব্বই দশকে তিনি ঢাকা চারুকলা থেকে বিএফএ শেষ করে আমেরিকায় পাড়ি জমান। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গীতশিল্পী ড্যানিয়েল থমসন তাকে স্পন্সর করে সেখানে নিয়ে যান। ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকা এবং গান গাওয়ার নেশা ছিল ওয়াহিদ আজাদের। তার গানে হাতেখড়ি বড় ভাই আতিকুর রহমান ফারুকের কাছে। পরে উস্তাদ মোহাম্মদ হান্নানের কাছে গান শিখেন। তার প্রথম ক্যাসেট বের হয় ১৯৯০ সালে লাকী আখন্দের সুরে এবং কাওসার আহমেদের গীত রচনায়। এরপর নাদিম আহমেদের মিউজিক কম্পোজিশনে, নিজের সুর ও কথায় নিউইয়র্ক থেকে পরবর্তী ক্যাসেট বের হয়।

পরবর্তীতে কাওসার আহমেদের লেখা ও লাকী আখন্দের সুরে তার সিডি প্রকাশিত হয় ফুয়াদের মিউজিক কম্পোজিশনে। এরপরের সিডি প্রকাশিত হয় শওকত আলী ইমনের মিউজিকে রাজু চৌধুরীর কথা ও সুরে। তার গান শুনে নিউইয়র্কে শ্রোতারা তাকে ‘বেঙ্গলী এলভিস’ নামে ডাকেন। গানের সাথে তিনি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। একের পর এক গান প্রকাশ করে চলেছেন। খুব শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে ‘শব্দ কারিগরে’র ব্যানারে তার বেশ কিছু গান প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এগুলোর শিরোনাম ‘অপরাধী’, ‘বাংলার মেয়ে’, ‘কেন কষ্ট’, ‘রাত নামবে’, ‘বৈশাখ আবার এলো ফিরে’ ইত্যাদি। কিছু গানের কথা ও সুর রাজু চৌধুরীর।

তবে ইতোমধ্যেই ওয়াহিদ আজাদের কথা ও সুরে আমজাদ হোসেনের মিউজিকে ‘এ জীবনে’ গানটি রিলিজ হয়েছে এবং দর্শক-শ্রোতামহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। নতুন গানের বিষয়ে ওয়াহিদ আজাদ বলেন, ‘এ জীবন’ গানটি, কিছুটা জ্যাজ সঙ্গীতের ধারায় করা। এই ধারা মূলত আমেরিকার এক ধরনের সঙ্গীত, যেটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিউ অরলিয়ন্সে শুরু হয়েছিল, যা পাশ্চাত্যের সঙ্গীত কৌশলের সাথে মিশে এক নতুন ধরন ও ধারণার সৃষ্টি করেছিল। আমার এই গানে সেই জ্যাজের ধাঁচ কিছুটা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বুজের কিছুটা প্রভাব পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ওয়াহিদ আজাদ তার প্রতিটি গানের কথা, সুর এবং সঙ্গীতায়োজন নিজেই করেন। তিনি বলেন, আমি ছোটো বেলা থেকেই গান গাই। আমার মনে হয়, আমার গানের ব্যাপারটা মহান আল্লাহ প্রদত্ত।

আঁখি ও শাকিবের দেড় যুগ



বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর। স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বছরের পুরো সময়। তার সঙ্গে স্টেজে যে কজন মিউজিশিয়ান কাজ করেন তাদের মধ্যে মেহেদী হাসান শাকিবের সঙ্গেই কেটেছে দেড় যুগেরও বেশি সময়। এ দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাজ করতে পেরে বেশ আনন্দিত শাকিব।

তার প্রসঙ্গে আঁখি আলমগীর বলেন, ‘আমার শোবিষয়ক সবকিছু তিনিই সামলান। দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। খুব ভালো বাজান তিনি। মোট কথা দলের সবাইকে তিনি এক সুতায় গেঁথে রেখেছেন।’

আঁখির সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা প্রসঙ্গে শাকিব বলেন, ‘গানের ভুবনে আঁখি আলমগীর আমার পাশে না থাকলে হয়তো আমার পথচলাটা এতটা সহজ হতো না। আমার আজকের অবস্থান তার জন্য। অনেক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা তার প্রতি। আরও বহু বছর আমরা একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করে যেতে চাই।’

শাকিব অক্টোপ্যাড বাজায়। তার বাবাও ছিলেন অক্টোপ্যাড বাদক। বাবা কোনো অনুষ্ঠানে না বাজাতে পারলে সেখানে শাকিবই অক্টোপ্যাড বাজাতেন। এভাবেই সংগীতাঙ্গনে তার পথচলা শুরু হয়। ক্যারিয়ারের শুরুতে তিনি মমতাজ, এসডি রুবেল ও মনির খানের সঙ্গে বেশি কাজ করতেন। ‘নোঙ্গর’ নামে তার একটি ব্যান্ডদলও ছিল। বর্তমানে এ দলের সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন।

ভালো থাকার জন্য একটু লড়াই করলে তাতে দোষের কিছু নেই : পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়িকা পরীমনি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম নিলেও বিষয়টি নিয়ে সরাসরি খুব একটা কথা বলতে দেখা যায়নি তাকে। এবার দাম্পত্য জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন পরী।



পরীমনি বলেন, দিনশেষে আমরা কী চাই, ভালো থাকতে চাই। আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষই এটি চায়। এ জন্যই যুদ্ধ করা, লড়াই করা। তো ভালো থাকার জন্য যদি একটু লড়াই করা হয়, আমার মনে হয় তাতে দোষের কিছু নেই। ছোট একটু সমস্যা করে যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য সমাধান করা যায়, ভালো থাকা যায় তা হলে সেটি কেন করব না আমি।

গত ২০ জানুয়ারী শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে পরীমনি অভিনীত ‘অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন’। বছর শুরুর মাসে নিজের সিনেমা মুক্তি পেতে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত এ অভিনেত্রী। হাসিমাখা মুখে তিনি বলেন, পর পর তিন বছর আমার অভিনীত সিনেমা বছরের শুরুতেই অর্থাৎ জানুয়ারিতে মুক্তি পাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা কতদিন থাকে সেটি দেখা যাক। তবে আমি চাই এটা দীর্ঘ দিন থাকুক।

সিনেমাটির শুটিং মহামারি করোনাভাইরাসের লকডাউনের সময় করা হয়েছে। তখন লঞ্চে নদীর মধ্যে আটকা পড়েছিল এর শুটিং ইউনিট। পেছনের সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে করে পরী বলেন, সেই হিসেবে অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন দুই বছর পর মুক্তি পাচ্ছে। শুটিংয়ের সময় ভেবেছিলাম এটা আসলে কি মুক্তি পাবে? যদিও মুক্তি পায় তা হলে অনেক দেরিতে হয়তো। ইন্ডাস্ট্রি আবার ঘুরে দাঁড়াবে তার পর হয়তো মুক্তি পাবে। আসলে এর মুক্তি দেওয়া তখন স্বপ্নের মতো ছিল আমার কাছে।

৬ ফেব্রুয়ারী বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সিদ্ধার্থ-কিয়ারা

বিনোদন ডেস্ক: অবশেষে বিয়ের তারিখ ঘোষণা করল বলিউড তারকা সিদ্ধার্থ-কিয়ারা। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন এ জুটি। দুই পরিবার ও কাছের বন্ধুবান্ধব নিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠান সারবেন তারা।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, বেশ কিছু দিন ধরেই লিভইনে রয়েছেন সিড-কিয়ারা। বিয়ের আগে একে অপরকে আরও ভালোভাবে চিনে নিতেই হয়তো এ সিদ্ধান্ত তাদের। ‘স্টুডেন্ট অব দি ইয়ার’ ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় পা সিদ্ধার্থের। সেই সময় থেকেই আলিয়া ভাটের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন। এর পর সেই প্রেম ভাঙলে কিয়ারার সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ান সিদ্ধার্থ। বিয়ের দিন নিয়ে নানা চর্চা চললেও মুখ খোলেননি তারা। তবে স্বীকার না করলেও প্রতিক্রিয়া বলছে ‘গল্প হলেও সত্যি’।



মাস দুয়েক আগে কিয়ারার পোস্ট করেন, ‘অনেক দিন গোপনীয়তা বজায় রাখলাম। খুব শিগগির আসছে... অপেক্ষা ২ ডিসেম্বরের।’ তার পর তৈরি হয়েছে আরও ধোঁয়াশা। মনে করা হয়েছিল, ডিসেম্বরেই বোধ হয় চার হাত এক হবে। বিটাউনের ওপেন সিক্রেট এই লাভ স্টোরি। সম্প্রতি ‘মিশন মজনু’ ছবির প্রিভিউতে দেখা যায় তাদের। সাদা পোশাকে অনবদ্য দেখায় কিয়ারাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরার সামনে পোজ দেওয়ার মাঝেই অনুরাগীরা ‘ফেব্রুয়ারি ৬’ বলে চিৎকার করছিলেন। কোনো উত্তর না দিলেও একগাল হাসি নায়িকার। এর পর আবারও প্রশ্ন ‘আমরা খুব এক্সাইটেড’। এর পর সিদ্ধার্থকে দেখেও একই প্রশ্ন অনুরাগীরা। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ কি তা হলে দেখা হচ্ছে? ‘কী আছে ওই দিন’ হালকা হেসে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সিদ্ধার্থ।

নীরব হাসিই কি তবে সম্মতির লক্ষণ? শোনা যাচ্ছে, ডেসটিনেশন ওয়েডিং করতে চলেছে এই জুটি। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া-র খবর অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির ৪ ও ৫ তারিখ সংগীত ও গায়েহলুদের অনুষ্ঠান। তাই ইতোমধ্যে গানের লিস্টও তৈরি করা হয়েছে কিয়ারার তত্ত্বাবধানে।

আমি সব সময় গল্প ও চরিত্রকে প্রাধান্য দিই : স্পর্শিয়া

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়াকে বর্তমানে অভিনয়ে কম দেখা যায়। সর্বশেষ, গত বছরের শেষদিকে একটি ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে তাকে। ‘বোধ’ নামের ওই ওয়েব সিরিজে তার অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়। এরপর নতুন কোনো কাজে দেখা যায়নি। সম্প্রতি এ অভিনেত্রী নতুন একটি ওয়েব ফিল্মের শুটিং শুরু করেছেন। ‘এখানে নোঙর’ নামের এ ওয়েব ফিল্মে তাকে একজন সারেংয়ের প্রেমিকার চরিত্রে দেখা যাবে।



সারেংয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা আদর আজাদ। এটি পরিচালনা করেছেন মেহেদী রনি। এরই মধ্যে এ ফিল্মের শুটিং শুরু হয়েছে।

নতুন ওয়েব ফিল্মে অভিনয় প্রসঙ্গে স্পর্শিয়া বলেন, ‘আমি সব সময় গল্প ও চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে অভিনয় করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। গল্প আমাকে টানলে, আমার চরিত্র ছোট হলেও কোনো আপত্তি থাকে না। নতুন যে ওয়েব ফিল্মের শুটিং করছি এটির গল্প ও আমার চরিত্র অসাধারণ। আমার বিশ্বাস দর্শকদের ভালো লাগবে।’

এদিকে স্পর্শিয়া ওয়েব সিনেমার পাশাপাশি ব্যস্ত ছোট পর্দার বিভিন্ন আয়োজনে। কিছুদিন আগে ‘হেলিকপ্টার’ নামে একটি একক নাটকের শুটিং শেষ করেছেন। সিনেমায়ও কাজ করেন এ অভিনেত্রী। এ ছাড়া তার অভিনীত দুটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শিগ্‌গির নতুন সিনেমার শুটিংয়ের খবর দেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।



পেশাদারিত্বের যুগে কাবাডি

স্পোর্টস রিপোর্টার: মাসিক তিন হাজার টাকা করে হাতখরচা পেয়েছেন মেয়ে কাবাডি খেলোয়াড়রা। এবার কর্পোরেট লিগের মাধ্যমে আরও ১৫ লাখ টাকার অর্থ তাদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন কাবাডির কর্মকর্তারা। যাতে মেয়েদের মধ্যে কাবাডির খেলার প্রতি পেশাদারিত্ব জন্মে। তিন মাস নিবিড় অনুশীলনের পর আজ প্রথমবারের মতো শুাং হচ্ছে মেয়েদের কর্পোরেট কাবাডি লিগের খেলা। সন্ধ্যা সাতটায় লিগের উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। এ সময় পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত থাকবেন।

মূলত এশিয়ান গেমসে পদক পুনরুদ্ধারই এই লিগের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে শনিবার (২১ জানুয়ারী) বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) ডাচ-বাংলা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, লিগ কমিটির চেয়ারম্যান ও উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান। এ সময় ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক, লিগ কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক। হাবিবুর রহমান বলেন, 'সারা দেশের বাছাই করা মেয়েদের নিয়ে আমরা ছয়টি দল করেছি। যে দলগুলোর মালিক ছয়টি করপোরেট প্রতিষ্ঠান। যারা গত তিনমাস এই মেয়েদের খরচ যুগিয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।' কর্পোরেট মহিলা কাবাডি লিগের দলগুলো হলো- বেঙ্গল ওয়ারিয়র্স, মতলব থান্ডার, নরসিংদী লিজেন্ডস, ঢাকা টুয়েলভ, টেকনো মিডিয়া ও নারায়ণগঞ্জ গ্যাডিয়েটর্স। ছয় দলের আইকন খেলোয়াড়রা হলেন- মতলবের শারমিন আক্তার, বেঙ্গলের হাফিজা আক্তার, নারায়নগঞ্জের দিশামনি সরকার, ঢাকার রেখা আক্তার, নরসিংদীর রূপালী আক্তার এবং টেকনোর স্মৃতি আক্তার।

বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেলেন যারা

স্পোর্টস রিপোর্টার: দক্ষিণ আফ্রিকায় আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঘোষিত ১৫ সদস্যের সেই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতিকে। সোমবার (২৩ জানুয়ারী) বাংলাদেশ দল কেপটাউনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে। দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের অধিনায়ক দিশা বিশ্বাস, মারুফা আক্তার, দিলারা আক্তারসহ বেশ কয়েকজন জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন।



দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন মেয়েরা। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে আরও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ দল: নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), মারুফা আক্তার, দিলারা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, সালমা খাতুন, জাহানারা আলম, শারমিন সুলতানা, রুমানা আহমেদ, লতা মন্ডল, স্বর্ণা আক্তার, নাহিদা আক্তার, মুর্শিদা খাতুন, রিতা মনি, দিশা বিশ্বাস ও সোবহানা মোস্তারি।

স্ট্যান্ডবাই: রাবেয়া, সানজিদা আক্তার মেঘলা, ফারজানা হক পিংকি, শারমিন আক্তার সুপ্তা।

তরুণ ক্রিকেটারদের যে পরামর্শ দিলেন আকরাম



স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টির আবির্ভাব পাল্টে দিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ার হিসাবনিকাশ। তারই একবাজারি সংস্করণ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালুর পর থেকেই ক্রিকেটে এসেছে পেশাদারিত্ব, বেড়েছে অর্থের ঝনঝনানি। অর্থের মোহের পেছনেই ছুটছেন খেলোয়াড়রা। যে কারণে ঘরোয়া লিগের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন তারা। অথচ ঘরোয়া লংগার ভার্সন ক্রিকেটে অনভিজ্ঞ হওয়ায় ক্রিকেটের মানদন্ড হিসেবে বিবেচ্য টেস্টের আদি ফরম্যাটের প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারছে না তরুণ ক্রিকেটাররা।

যার কারণে তরুণ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া লিগ খেলার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম। তিনি বলেন, আপনি যদি (টি-টোয়েন্টি ম্যাচে) মাত্র চার ওভার বোলিং করে বেশি অর্থ পান তাহলে টানা পাঁচ দিন টেস্ট ম্যাচ খেলার আগ্রহ হারাবেন। আমি মনে করি আমাদের তরুণ তারকা পেসার নাসিম শাহ, হারিস রউফ আর ওয়াসিম জুনিয়রদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা উচিত।

সাবেক এই অধিনায়ক আরও বলেন, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছাড়াও তরুণ ক্রিকেটারদের অবশ্যই ঘরোয়া আরও দুই-তিনটি লিগে খেলা উচিত। আমাদের সময় থাকলে আমরা চার দিনের ম্যাচ খেলতাম।



বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আছেন যারা

স্পোর্টস রিপোর্টার: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এবারের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন চারজন। তারা হলেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, জাকির হাসান, হাসান মাহমুদ ও খালেদ আহমেদ। নতুন চুক্তিতে বাদ পড়েছেন চারজন। তারা হলেন-ইয়াসির আলি, মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম ও নাঈম শেখ।

শনিবার (২১ জানুয়ারী) ঘোষিত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রয়েছেন ২১ ক্রিকেটার। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি তিন ফরম্যাটে আছেন সাকিব আল হাসান, মেহেদী মিরাজ,লিটন কুমার দাস ও তাসকিন আহমেদ।

টি টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ায় টেস্ট ও ওয়ানডেতে সুযোগ পেয়েছেন মুশফিকুর রহিম ও তামিম ইকবাল। অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আছেন শুধু মাত্র ওয়ানডেতে।

টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি এবার টেস্টে আছেন নুরুল হাসান সোহান। আর টেস্টের সঙ্গে টি টোয়েন্টিতেও জায়গা হয়েছে নাজমুল শান্তর। মোস্তাফিজ ও আফিফ আগের মতই ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শরিফুল ইসলাম। শুধু মাত্র টেস্টে আছেন, মুমিনুল হক সৌরভ, তাইজুল ইসলাম, এবাদত হোসেন, পেসার খালেদ আহমেদ ও ব্যাটসম্যান জাকির হোসেন।

টি-টোয়েন্টিতে রয়েছেন শেখ মেহেদি হাসান, নাসুম আহমেদ, অলরাউন্ডার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও হাসান মাহমুদ।

টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি

মেহেদি হাসান মিরাজ, লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদ।

টেস্ট এবং ওয়ানডে

তামিম ইকবাল এবং মুশফিকুর রহিম

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি

নাজমুল হোসেন শান্ত, নুরুল হাসান সোহান।

ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি

মোস্তাফিজুর রহমান, আফিফ হোসেন, শরিফুল ইসলাম।

শুধু টেস্ট

মুমিনুল হক, তাইজুল ইসলাম, এবাদত হোসেন, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, জাকির হাসান

শুধু ওয়ানডে

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

শুধু টি-টোয়েন্টি

নাসুম আহমেদ, শেখ মেহেদি, মোসাদ্দেক হোসেন এবং হাসান মাহমুদ।



হাজার হাজার সদস্য গ্রেফতার

‘বাংলাদেশের বিরোধী দল এখন দমন-পীড়নের শিকার’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২০ সালের মে মাসের একটি বিকেলবেলা। বাংলাদেশের ঢাকায় তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে অলসভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন আহমেদ কবির কিশোর। সেই সময়ে তার দরজা ভেঙ্গে ২০ জন পুরুষ ভেতরে ঢোকে। মুখে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে টেনে বাইরে বের করে এনে একটি ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় উৎসুক জনতার দিকে তারা বলতে বলতে যায় ‘দূরে সরে যাও , আমরা একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছি’।

কিশোর সন্ত্রাসী ছিলেন না। তিনি একজন কার্টুনিস্ট ছিলেন যার রাজনৈতিক আঁকা, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কোভিড মহামারীর ভুল ব্যবস্থাপনার মতো একাধিক বিষয়কে তিনি তার সমালোচনামূলক আঁকার বিষয়বস্তু করে তোলেন। সেই অপরাধে তিনদিন ধরে তাকে চোখ বেঁধে এবং একটি ছোট ঘরে হালকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন। কিশোর বলেন, ‘ওরা আমার সারা শরীরে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার পায়ে লাঠি দিয়ে মেরেছে’। সাদা পোশাকের অফিসাররা বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে তার সংযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, শুধু তাই নয় তাকে এত জোরে আঘাত করেছিল যে, কিশোরের কানের পর্দা ফেটে যায়। পায়ে আঘাতের জেরে তাঁর চলাফেরার ক্ষমতাও প্রায় চলে যায়।

চোখ খোলার পর কিশোর বুঝতে পেরেছিলেন তিনি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ফোর্স অর্থাৎ বাংলাদেশ পুলিশের অভিজাত অ্যান্টি-টেররিজম ইউনিটের হাতে এসে পড়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বিচারবহির্ভূত অপহরণ এবং হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার জন্য র‍্যাব এখন একটি ‘ডেথ স্কোয়াড’ হিসাবে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে এবং তাকে সেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ৫মে কিশোর, তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে তার ক্ষতস্থানে সেপটিক হতে শুরু করেছে। সাংবাদিক ও কর্মীসহ আরও ১১ জনের পাশাপাশি তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, স্পষ্টতই কোভিড সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি দাবি করেছে যে, আইনটি সরকারের সমালোচকদের নীরব করার এবং ভিন্নমতকে দাবিয়ে রাখার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। প্রায় এক বছর ধরে কারাগারে থাকার কারণে আহত কিশোর ক্রমেই দুর্বল হতে থাকেন।কিন্তু তার একজন সহ বন্দী, সাংবাদিক মুস্তাক আহমেদ কারাগারে মারা যাওয়ার পরে- বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ এবং তার আঘাতের কারণে কিশোরকে ২০২১ সালের মার্চ মাসে জামিন দেয়া হয়েছিল। তাকে আবার আটক করার চেষ্টা করা হলে কিশোর প্রথমে নেপাল এবং পরে সুইডেনে পালিয়ে যান। তখন থেকে সেখানেই তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। তিনি বলেছিলেন- ‘আমার আঘাতের কারণে আমি এখনও ঠিকভাবে হাঁটতে পারি না এবং ডান কানের শ্রবণশক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।’

২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিশোর, আহমেদ এবং অগণিত সমাজ কর্মী, লেখক, শিল্পী, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবীরা বাংলাদেশের বড় শহরগুলিতে সরকারবিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে। কোভিড মহামারী, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশা, জ্বালানি ও খাদ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নির্বাচনে কারচুপির কারণে সৃষ্ট হতাশার জেরে বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভে সাড়া দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। হাসিনা এবং তার আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন যে, বছরের শেষের দিকে হওয়া নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু নাও হতে পারে। এর আগে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনগুলি বিরোধীদের বয়কট এবং কারচুপির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিরোধীরা হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবি করছেন। বিএনপি বলছে, হাসিনার অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না। প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা বেশ কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন। আওয়ামী লীগ বিশাল সমাবেশ করার ছাড়পত্র পেলেও বিএনপির সমাবেশের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং জনগণের উপস্থিতি বন্ধ করতে পরিবহন ধর্মঘট জারি করা হয়েছে। বিরোধীদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালানোর অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অফিসাররা গুলি চালিয়েছে, গত পাঁচ মাসে আট বিএনপি কর্মীকে হত্যা করেছে এবং ২০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। বিএনপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে অন্তত ২০ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে, গত মাসে এক হাজারেরও বেশি নেতাসহ বিএনপির ৭ হাজারেরও বেশি সদস্য ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ‘অতীতে তারা রাতের বেলায় বন্দুক নিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড চালাত; এখন তারা দিবালোকে হত্যা করছে। এই সরকারের অধীনে কেউ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা করতে পারে না’। বলেছেন- বিএনপি নেতা একেএম ওয়াহিদুজ্জামান।

মসনদে থাকাকালীন হাসিনার ১৩ বছরের সময়কালে বাংলাদেশ পশ্চিমি দেশগুলিতে পোশাকের প্রধান সরবরাহকারী হয়ে এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসাবে উন্নতি করেছে। তবে এই সময়কালে রাষ্ট্রের হাতে, বিশেষ করে র‍্যাবের হাতে কর্তৃত্ববাদ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও দেখা গেছে। গত বছর, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং জোরপূর্বক গুমের অভিযোগে ছয় র‍্যাব কমান্ডারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের হাতে নিখোঁজদের মধ্যে একজন ছিলেন সাবেক সেনাকর্তা মেজর জাকির হোসেন (৩৭)। ৫০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা তাকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, নির্যাতন করা হয় এবং হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে জাকির বলেছিলেন- ‘আটকের সময় আমার সাথে যে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র গুয়ানতানামো বে- এর বন্দীদের ভয়ঙ্কর গল্পের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ‘তাকে প্রায় তিন বছর নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কথিত অপরাধের জন্য তাকে কখনও আদালতে হাজির করা হয়নি। ২০২১ সালে, তিনি যুক্তরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে বলেন- ‘আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি এখনও বেঁচে আছি।’

এক বছর আগে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি বলছে যে র‍্যাব এখনও এই ধরনের অপব্যবহারের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশে অন্তত ১৬ জনকে বলপূর্বক গুম করা হয়েছে।

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, “বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং বলপূর্বক গুমের সংখ্যা এর স্পষ্ট প্রমা।’ হাসিনা সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্যদের আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকারপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন- ‘আমাদের সরকার সবসময় সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। আসন্ন নির্বাচন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।’ যদিও হংকংয়ের এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অকল্পনীয়’। তার মতে, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলকে জবাবদিহি করার মতো কোনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নেই। আশরাফুজ্জামান বলেছেন- ‘বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই ক্ষমতাসীন দলের হয়ে নির্বাচনে কারচুপি করতে এবং শাসকের অপরাধ আড়াল করার জন্য একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করছে’। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মর্মান্তিক ----------

নাদিয়াকে নিয়ে বড় স্বপ্ন ছিল গার্মেন্টকর্মী বাবার

ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টে চাকরি করে মেয়ে নাদিয়া আক্তারকে রাজধানীর বেসরকারি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি করেছিলেন মো. জাহাঙ্গীর। তিন মেয়ের মধ্যে বড় নাদিয়াকে নিয়ে ছিল বড় স্বপ্ন। অথচ ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহের মাথায় ভিক্টর বাসের চাপায় সড়কে প্রাণ গেল নাদিয়ার। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে বাসের দুই চাকার মাঝামাঝি স্থানে পড়ে যান নাদিয়া। এরপরও বাসটি না থামিয়ে তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রীর ওপর দিয়ে গাড়িটি চালিয়েই সটকে পড়েন বাস-চালক। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এরপর হাস-পাতালে নিলে সেখানে স্বজনদের আহাজারিতে ভারি ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও বাসের যাত্রী হাসান মামুন জানান, ভিক্টর পরিবহণের বাসটি মোটরসাইকেলটি ধাক্কা দেয়। এতে ছেলেটি পড়ে যায় ফুটপাতের দিকে এবং মেয়েটি গাড়ির দিকে। মেয়েটির মাথা বাসের সামনের ও পেছনের চাকার মাঝামাঝি স্থানে পড়ে। আমরা চালককে বাসটি থামাতে বলি। সে না থামিয়ে বেপরোয়া গতিতে টেনে যায়। এতে মেয়েটির মাথা পেছনের চাকার নিচে চলে যায়। ঘটাস্থলেই নিস্তেজ হয়ে যায় নাদিয়ার দেহ। পরে চালক গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যায়। বাসটি জব্দ করে পুলিশ। নাদিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জাহিদুল ইসলাম বলেন, চালকের কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। কারণ মোটরসাইকেলটি পড়ে যাওয়ার পর একজন চিৎকার করে বলছিল- 'এই ড্রাইভার দাঁড়ান, বাঁচবে বাঁচবে'। তখন তো চালকের টান দেওয়া উচিত হয়নি। দাঁড়ালে অন্তত এটা বোঝা যেত যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাটি ঘটেছে এবং সে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে; কিন্তু মাথার ওপর দিয়ে বাসটি চালিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এটা অনেকটাই স্পষ্ট যে চালকের খামখেয়ালিতে মেয়েটি মারা যায়।

স্বজনরা জানান, পড়াশোনার জন্য নাদিয়া রাজধানীর উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টরের একটি মেসে থাকতেন। পরিবার থাকত নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায়। ঘটনার পর নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থান থেকে সোহরাওয়ার্দী হাস-পাতালে ছুটে আসেন নাদিয়ার স্বজনরা। তাদের আহ-াজারিতে ভারি হয়ে উঠে পুরো এলাকা।

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তার গৃহিণী মা পারভিন আক্তার। এসেই বিলাপ করতে থাকেন। চিৎকার করে বলেন- 'আমার মা কই রে...? এক সপ্তাহ আগে ভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে আসলাম। আল্লাহ এক সপ্তাহও পার হতে দিলা না। আমার মেয়েটাকে নিয়ে গেলা? আমি তোমার কাছেই আমার মাকে (মেয়ে নাদিয়া) ছেড়ে দিলাম।'

ঘটনার সময় নাদিয়া যে মোটরসাইকেলের পেছনে বসা ছিলেন এর চালক ছিলেন তার বন্ধু মেহেদী হাসান। নাদিয়া প্রাণ হারালেও মেহেদী অক্ষত আছেন। তিনি জানান, তারা ঘুরতে বের হয়েছিলেন। এর মধ্যেই গাড়িটি এসে আচমকা মোটারসাইকেলটি ধাক্কা দেয়। এরপর চিৎকার করলেও বাসটি না থামিয়ে দ্রুতগতিতে চালিয়ে যায়।

ভাটারা থানার ওসি এবিএম আসাদুজ্জামান বলেন, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। বাসটি আটক আছে। আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এদিকে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান স্থায়ী ক্যাম্পাস রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালের উল্টো পাশের কাউলার এলাকায়। বাস-চাপায় সহপাঠী নিহতের পর এই এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে নাদিয়ার সহপাঠী ও সতীর্থরা। এতে বিমানবন্দর এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। আন্দোলন থেকে নিরাপদ সড়ক ও অভিযুক্ত চালকের বিচার দাবি করেন তারা। পরে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের আশ্বাসে তারা আন্দোলন থেকে সরে আসেন।

এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার ওসি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রীর বন্ধুরা কিছু দাবি নিয়ে কাউলার এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। পুলিশ তাদের দাবির বিষয়গুলো শুনেছে। জড়িতদের বিচারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে বলে জানিয়েছে। এরপর তারা ফিরে গেছেন।

যোগাযোগ করলে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় তারা শোক জানিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কিছু দাবি নিয়ে এসেছিল। পরে জড়িতদের বিচারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছে। এ বিষয়টি তাদের জানানো হলে তারা ফিরে আসেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্পর্কীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিসিনায় ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে শহীদ জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় বিএনপি'র প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৭তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত গত ১৯ জানুয়ারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ব্রঙ্কসের মামুন টিউটারিয়ালে মহানগর (উত্তর) বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এ জেড এম জাহাঙ্গীর হাসাইনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসাবে জিয়াউর রহমানের কর্ম জীবন নিয়ে আলোচনা করেন যুগ্ম আহবায়ক ইমরান শাহ রন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (উত্তর) যুগ্ম আহবায়ক শরিফুল খালিসদার, সৈয়দ গৌছুল হোসেন ও মানিক আহমেদ, যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান, সিনিয়র সদস্য জাফর তালুকদার, সদস্য মোঃ লিয়াকত আলী, সদস্য শাহ্ কামাল উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্বা নুরুল ইসলাম, মমতাজ উদ্দীন, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি'র সদস্য মোঃ সুলায়মান, মৎসজীবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকী, সুলায়মান সরকার, মখলিছুর রহমান সুজন, মোঃ আলী আশরাফ, হাফিজ উদ্দীন, তোজাম্মেল হক, আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বেলাল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মইনুল ইসলাম ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আবুল কাসেম ইহাহিয়া।

এসময় শহীদ রাত্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্বার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি দেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ-মুক্তি, কারামুক্তি এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার সহধর্মিনী ডা. জোবায়দা রহমান সহ বাংলাদেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে দোয়া শেষে শিরনী বিতরণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেলপস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলনে

তারেক রহমান ও ডা. জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রায়' উল্লেখ করে নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপিসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি সাংগঠনিক কমিটির নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার সরকারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, বিনা ভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে শেখ হাসিনা জনগণের পেছনে র‍্যাব-পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। তারা অভিযোগ করে বলেন, মানুষকে গুম অপহরণ করে আটকে রাখতে সরকারের নির্দেশে রাজধানীতে গোপন বন্দীখানা 'আয়নাঘর' বানানো হয়েছে। সরকার বিরোধীদলকে দমাতে খোদ বিচার বিভাগকেই শেখ হাসিনা এখন তার অবৈধ ক্ষমতার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করছে। সরকার ক্ষমতার লালসা মেটাতে জাতীয় সংসদ, দুদক, নির্বাচন কমিশনসহ দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও ১৮টি সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, জর্জিয়া বিএনপি'র সভাপতি নাহিদুল হাসান খান সহ নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ। এসময় নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সদস্য সচিব মো: বদিউল আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে আরো বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বিরোধীদলের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিচার বিভাগের আচরণ, ছাত্রলীগ-যুবলীগ কিংবা র‍্যাব-পুলিশের ভূমিকা চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের চেয়েও নিম্নমানের। হাতুড়ী, লগি বৈঠা হাতে নিয়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগ এবং পুলিশের ইউনিফর্ম পরিধান করে অস্ত্র হাতে বিপ্লব-মেহেদী-হারুন চক্র বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার সহধর্মিনী ডা: জোবাইদা রহমানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ আর 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। একইভাবে প্রতিদিন মিথ্যা মামলা তারেক রহমানকে টার্গেট করা হয়েছে। এরই অংশই হিসেবে, ২০০৭ সালের একটি মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় আদালতকে ব্যবহার করে দেশনায়ক তারেক রহমান এবং ডা. জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোকের রায় বের করে নেয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি।



দিয়ে সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা এই রায় ও সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

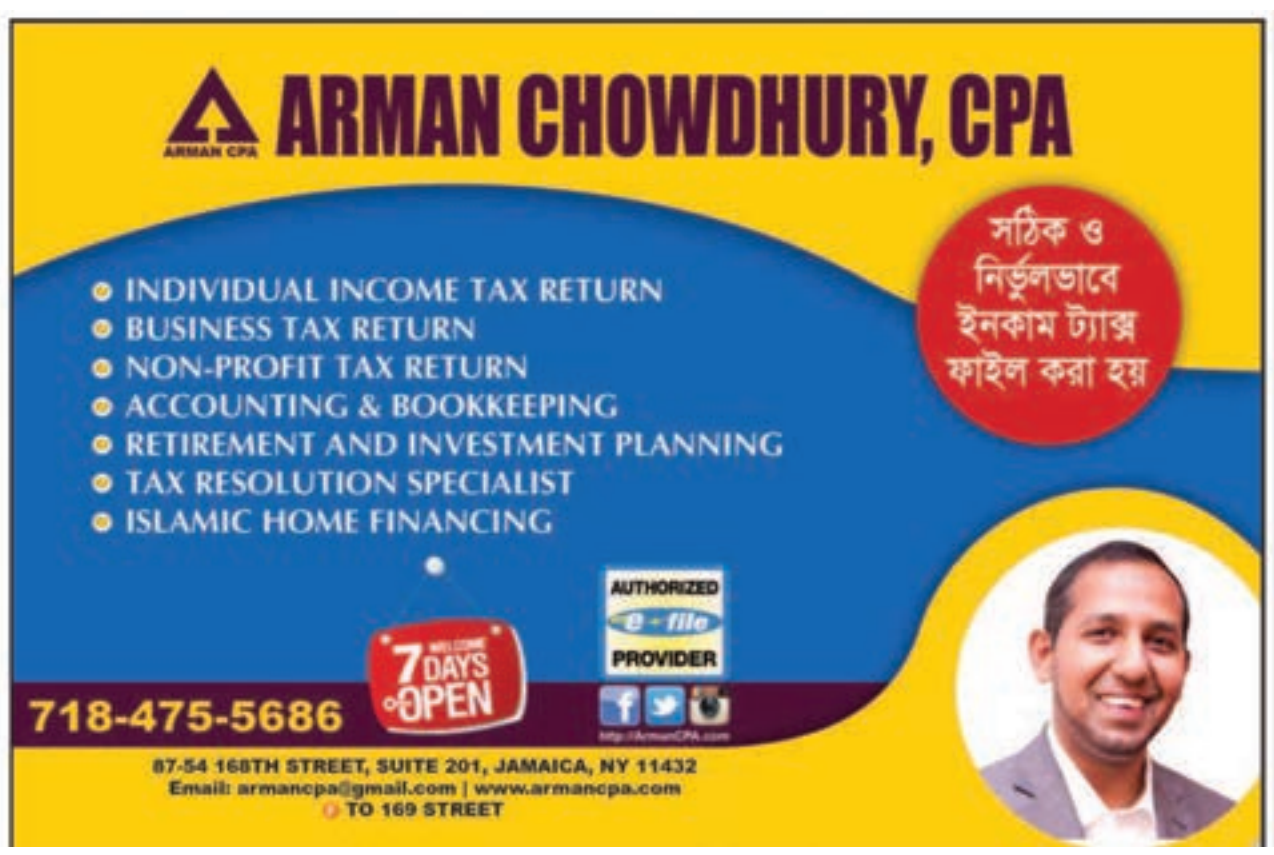
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়: নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের ভোটের অধিকার আদায় এবং শেখ হাসিনার দুর্নীতি, ভোট ডাকাতির বিরুদ্ধে তারেক রহমানের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সারাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ জেগে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে দেশনায়ক তারেক রহমান এবং ডা. জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোকের রায় বের করে নেয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সংবাদ সম্মেলনে দেশব্যাপী বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন, ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও র‍্যাব-পুলিশের বাড়াবাড়ী, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার বিচার না হওয়া, ওয়াসার এমডি তাসকিন এ খান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি'র আমেরিকায় কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ প্রভৃতির ঘটনা তুলে ধরেন এবং নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ভোটাধিকারের দাবিতে বিএনপি ঘোষিত ১০ দফা কর্মসূচীর আলোকে প্রবাসেও আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্টেট ও সিটি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহাদৎ হোসেন রাজু, আলমগীর মৃধা, নাসিম আহমেদ, খলকুর রহমান, মোতাহার হোসেন ও আনিসুর রহমান, লং আইল্যান্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলম পাখি, সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির, জাফর তালুকদার, লিয়াকত আলী, সৈয়দ গৌসুল হোসেন, ভিপি জসিম উদ্দিন, সোরহাব হোসেন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, এজিএস জাগাঙ্গীর হোসাইন, তানিম চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ১৮টি সাংগঠনিক কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর বিএনপি, কার্লিফোনিয়া, শিকাগো, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ম্যারিল্যান্ড, মিশিগান, নিউ ইংল্যান্ড (বষ্টন), নিউজার্সী উত্তর ও দক্ষিণ, ওহাইও, পেলসেনভেনিয়া, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি।









সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও সিদ্দিক আহমদের

(শেষের পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মোহাম্মদ আব্দুস সাদিক। এর আগে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও সিদ্দিক আহমদকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথীর ফারুকী, ক্লাব সদস্য এমদাদ দিপু, জামিল আনসারি ছাড়াও মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মির্জা আযম, খায়েরুজ্জামান, কুদরাত উল্লাহ, খন্দকার আবুল কাশেম ও মিয়া জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলের আগে প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের বলেন, মাইন উদ্দিন আহমেদ একজন সিনিয়র সাংবাদিক ছিলেন। ছিলেন নির্মোহ, নিরহংকার ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি বলেন, সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই যারা চলে যান তাদের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমরা সবাই মিলে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও সিদ্দিক আহমেদ-এর বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করি।

মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, দুঃখ হয় চিকিৎসা শুরুর আগেই সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো। আমেরিকার মতো উন্নত একটি দেশে বাস করেও চিকিৎসা ছাড়াই তিনি মারা গেলেন। যা আমাকে পীড়া দিয়েছে। তিনি উভয়ের মাগফেরাত কামনা করেন।

প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ তার বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ (৫১)-কে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, এ বয়সে কারও মৃত্যু কাম্য নয়। আমার বয়োবৃদ্ধ বাবা বেঁচে রইলেন আর ভাই চলে গেলেন। তিনি সুস্থ্য মানুষ ছিলেন। এটা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছে। তিনি সকলের জন্য দোয়া কামনা করেন।

ইমাম মোহাম্মদ আব্দুস সাদিক পবিত্র কোরআন-হাদিসের আলোকে বলেন, কারোর পক্ষেই মৃত্যুকে দূরে রাখার কোন উপায় নেই। তিনি বলেন, সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও সিদ্দিক আহমদ-এর চলে যাওয়া মানে আমাদের সবার জন্য ম্যাসেজ। আমাদেরও চলে যেতে হবে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার মনে হয় কোন সংবাদে 'আকাল মৃত্যু' লেখার বিকল্প শব্দ প্রয়োগ করা উচিৎ। কেননা, জন্ম-মৃত্যু মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেন। যার যখ সময় হবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তখন দুনিয়া থেকে তুলে নেবেন। তাই 'অকাল মৃত্যু' শব্দটি যথাযথ কিনা তা ভেবে দেখা দরকার বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

দোয়া মাহফিলে মরহুম সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও মরহুম সিদ্দিক আহমদ-এর পরিবার যেনো শোক কাটিয়ে উঠেন এবং মহান আল্লাহ যেন উভয়কে বেহেস্তে নসীব করেন সেই দোয়াই করা হয়।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ছাড়াও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। ঢাকার বিভিন্ন ইংরেজী দৈনিকে কাজ করেছেন। তিনি একাধিক গ্রন্থের লেখক। গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে তিনি জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) করেন। অপরদিকে সিদ্দিক আহমেদ সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দির গাঁও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।





জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সঙ্কট সমাধান চান

(শেষের পাতার পর)

করেন সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বর্তমান এবং সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ ঐক্যবদ্ধ হলেই সহজেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যরা সঙ্কটের জন্য নেতৃত্বের কোন্দল, ইগো সমস্যা আর পারস্পারিক অসহিষ্ণুতাকেই দায়ী করছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক'র নেতৃবৃন্দ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নতুন ভবন ক্রয়কে স্বাগত জনিয়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রবাসের অন্যতম সুনামধন্য সামাজিক সংগঠন। প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীদের ছাড়াও কমিউনিটিতে এই সংগঠনের সুনাম রয়েছে। তাই সম্মিলিতভাবে সংগঠনটির সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

অপরদিকে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার সভাপতি বদরুল হক খানের নেতৃত্বে জ্যামাইকায় সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এসোসিয়েশনের উদ্ভুত পরিস্থিতি ও সঙ্কট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে উদ্ভুত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সভাপতি বদরুল হোসেন খান রোববার এই প্রতিনিধিকে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সমস্যার কথা সাই জানেন। আমরা সাংগঠনিকভাবেই সমস্যার চাই এবং সেই লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছি। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আবারো বলেছেন, ক্রয়কৃত ভবন জালালাবাদবাসীদের ভবন। এই ভবনের মালিক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা। ভবন ক্রয়ে যা কিছু করা হয়েছে আইনগত কারনেই করা হয়েছে। এনিয়ে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই।

অপরদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা রোববার (২২ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় এস্টোরিয়াস্থ ক্রয়কৃত জালালাবাদ ভবন পরিদর্শন এবং বিদায়ী সভাপতি মইনুল হক হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। এসময় সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ছাড়াও সোসাইটির কয়েকজন কর্মকর্তা সেখানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।



জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Rediffmail pro | jadoo tv | BTV Around the clock | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | mycable | YUPPTV | World Cable

Jago bd com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

লু সাহেবের লু হাওয়া!

(শেষের পাতার পর)

কি পেলো বিরোধীরা কি হাসিল করলো- যার যার এ্যাঙ্গেলে তত্ব এবং তথ্য উপস্থাপনের প্রতিযোগীতা চলছে সমানে। কি একটা মহা মুসিবতের ব্যপার! হলেনই নাহয় তিনি আমেরিকার মন্ত্রী, তিনি কি সরকার বা বিরোধী দলের ত্রাণকর্তা! তিনি কি বাংলাদেশের ভাগ্য বিধাতা! নাকি তার কথায় বাইডেন সাহেব উঠবোস করেন! উনি কি বললেন, উনার কোন শব্দের কোন বাক্যের কি অর্থ, উনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ উনার হাসি উনার চাহনী, কি তিনি বলেন নাই কি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কি তার বলা উচিত ছিল কি তার বলা ঠিক হয় নাই- কি বলবো, হ্যাংলামো না ছ্যাবলামো! মনে হয় আমাদের বিদগ্ধ সাংবাদিককূল আর বাঘা বাঘা পন্ডিত গবেষকদের খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নাই- পেয়েছেন একটা সাবজেক্ট, তিনদিন ধরে জাবরই কেটে চলেছেন! শুধু এই মন্ত্রী না, ভিনদেশী কোন অতিথি পেলেই এ ধরনের হ্যাংলামিতে মেতে ওটা যেন আমাদের একটা খাছলতে পরিনত হয়েছে। লু সাহেবের সফর নিয়ে গত কয়েকদিন মিডিয়ায় যা চলছে তাকে আমার বেহুদা গাবগ্যাজাগেজি ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না।

ডোনাল্ড লু আমেরিকান প্রেসিডেন্টের একজন অধস্তন মন্ত্রী। তবে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়াদি তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে আমাদের কাছে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যপারে আগ্রহটা একটু বেশী এই কারনে, শ্রীলংকা এবং পাকিস্তানে নিকট অতীতে সরকার পরিবর্তনে তিনি নাকি কলকাঠি নেড়েছেন। এক বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যুতে আমেরিকার নাক গলানো বিশেষ করে র‍্যাবের ওপর স্যাংশনের কারনে একটা ধারনা চলমান যে, আমেরিকা এই সরকারের ওপর দারুণভাবে বিলা। ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলে প্রকারান্তরে তারা সরকারের বিদায় দেখতে চায়। এই প্রেক্ষিতে লু সাহেবের সফর ঘোষনায় সরকার পক্ষ সতর্ক হয় বিরোধীরা হয় পুলকিত। কিন্তু আখেরে কি হলো! সব আশার গুড়ে বালি না! বিরোধীদের কারও সাথে দেখা করলেন না, বাছাইকরা কিছু লোকজন ছাড়া নাগরিক সমাজের কারও সাথে কথা বললেন না। চোখ লাল করলেন না, নিদেনপক্ষে মুখ গোমড়াটা পর্যন্ত না করে সহাস্যে মানবাধিকারের উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন। দুই দিনের এই হাই প্রোফাইল সফরে এটাই হচ্ছে একমাত্র ডেভলপমেন্ট। বাদবাকি সব গৎবাঁধা কথা, রুটিন ব্রিফিং। তবে একটা নতুন তথ্য পাওয়া গেল, র‍্যাবের আরও কিছু লোকজনের ওপর স্যাংশন রেডি ছিল, তা স্থগিত বা বাতিল হয়েছে। বোঝা গেল ওয়াশিংটনে হায়ারকরা লবিষ্ট ফার্মটি কাজ করেছে।

লু সাহেবের পারফরমেন্সে একটা সন্দেহের যথেষ্ট কারন আছে, আসলে তার মূল সফরটি কোথায় ছিল- ভারতে না বাংলাদেশে। ঢাকা আসার আগে তিনদিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এটা কি এমন যে, কাজ তার দিল্লিতে ফেরার পথে ঢাকায় নেমে একটু হাই হ্যালো করে গেলেন! নইলে র‍্যাবের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে হ্যাপী শুধু এই কথাটা বলার জন্য হাঁকডাক করে ঢাকা আসা- হিসাবটা মেলে না। আর যদি বাংলাদেশেই তার মুল সফর ছিল তাহলে তার আগে তিনদিন দিল্লীতে তিনি কি করলেন! ধরে নেই উভয় দেশই সফরসূচীতে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বাংলাদেশ এবং ভারত কেন! ভারত এবং অন্য কোন দেশ হতে পারতো বা বাংলাদেশ এবং অন্য কোন দেশও হতে পারতো। হিসাবের গোমড়টা এখানেই। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল বা দক্ষিণ পূর্ব এশীয়ায় মাতব্বরী ধরে রাখতে বা চীন ঠেকাতে ভারতকে আমেরিকার দরকার। ভারত যতই রাশিয়া থেকে তেল কিনুক বা দহরম মহরম করুক আমেরিকা জানে ভারত হাতছাড়া হয়ে গেলে এ অঞ্চলে তার আম ছালা দুইই নাই। যে কারনে স্যাংশন খাওয়া রুশ জাহাজ বাংলাদেশে ভিড়তে না পারলেও ভারতে গিয়ে মাল খালাশ করার কথা ও ঠে। লু যদিও বলেছেন ভারতকে এ ব্যপারে তাদের উদ্বেগের কথা জানা নো হ য়ে ছে। ভারত য দি মাল খালাশ কর তোও কি করতে পার তো আ মে রিকা! শ্রীলংকা চীনের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, নেপালও কব্জায়। পাকিস্তান পুরনো ইয়ার। বাংলাদেশকেও দেদারছে টাকা গেলাচ্ছে চীন। এ অবস্থায় ভারতের দ্বারস্থ হওয়া তাদের ওপর ভর করা ছাড়া আমেরিকার আর কি করার আছে! বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের নি শ্চিতভা বেই কিছু কথা আছে। ভারতকে হাতে রাখতে হলে সে কথাও তো শুনতে হবে! আশা করি পাঠক, বাকিটা বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

গণতন্ত্র মানবাধিকার এগুলো আমেরিকার বহুল ব্যবহৃত কিছু অস্ত্র। দুনিয়ার এমন বহু দেশের সাথে তাদের দহরম মহরম সম্পর্ক যেখানে গনতন্ত্রের গ নাই মানবাধিকারের বালাই নাই। বাংলাদেশে ক্রস ফায়ার এনকাউন্টার গুম খুনের চল সেই ২০০৪ থেকে। এ নিয়ে বিশ্বের সব মানবাধিকার সংস্থাই বরাবর সোচ্চার। অথচ আমেরিকার নজরে এলো মাত্র গত বছর, যখন থে কে বাংলা দেশ চী নের টাকা নেওয়া শুরু কর লো! আবার নতুন স্যাংশন ঠেকেও গেল হিউম্যান রাইটসয়ের এক রিপোর্টে। মোদ্দা কথা যখন যেখানে প্রয়োজন এ অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় আবার কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে উল্টো গাইতেও সময় নেয় না। হতে পারে লু সাহেব এসেছিলেন এক উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতে কথাবার্তা বলেই তা ফায়সালা হয়ে গেছে। বা অন্য কোনদিকে মোড় নিয়েছে। ঢাকা এসে গায়ে কিছু লু হাওয়া লাগিয়ে গেলেনমাত্র। কেউ কেউ বলছেন তার যা বলার প্রধানমন্ত্রীর এক প্রভাবশালী উপদেষ্টার সাথে দেখা করে বলে গেছেন। কি বলে গেছেন বা কার পা লে লু হাওয়া লা গি য়ে গে লেন তা স্পষ্ট হ তে কিছুদিন সময় নেবে। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না, কূটনীতিতে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে কোন কথা নাই।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘের চাপ

(শেষের পাতার পর)

আলোকে মিয়ানমারের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জরুরি অবস্থা, বন্দি মুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় সহ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধানে আমাদের নিরলস কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কোন চাপ বা দিক নির্দেশনা নেই বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। পাশাপাশি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এ ধরনের দিক নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগও নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও শেখ হাসিনা সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে চলতি বছরে জাতিসংঘে কাজ অব্যাহত থাকবে।

খ্রিস্টিয় নতুন বছর উপলক্ষে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রদূত মুহিত উপরোক্ত কথা বলেন। খবর ইউএনএ'র।

মতবিনিময়কালে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাবনা পাস হয়েছে। এ দুটি প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ ত্বরান্বিত হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে মিয়ানমারের চ্যালেঞ্জ করা রিট আন্তর্জাতিক আদালত খারিজ করে দিয়েছে। ফলে এখন দায়ের করা মামলার কার্যক্রম চলতে আর বাধা নেই।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, খুনিরা প্রতিটি দেশে একটি আইনের অধীনে আশ্রয়ে আছে। তাই তাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনি কাঠামোর ওপর নির্ভর করছে। তবে খুনিদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিস্ট দেশের সাথে আমরা সব রকম চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ২৫ মার্চ আমাদের জাতীয় গণহত্যা দিবস। এটি আন্তর্জাতিকরণ এখন সময়ের দাবি।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তার লিখিত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ২০২২ সালে মিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরে বলেন, ২০২২ সালটি আমাদের জন্য অত্যন্ত কর্মমূখর একটি বছর ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারিসহ অন্যান্য বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ বিশ্বের সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কমিয়ে, ভবিষ্যতে সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। এসকল বৈশ্বিক ইস্যুতে এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় অবস্থান নেয়ার পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যু, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের মিশন সরব ছিল।

তিনি তার লিখিত বক্তব্যে ২০২২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের কার্যক্রম বিশেষ করে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানকল্পে মিশনের কার্যক্রম, জাতিসংঘের রেজুল্যুশনে 'জাতির পিতা'র মহান উক্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' সন্নিবেশিত, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, ২০২২ সালে বাংলাদেশ মিশন জাতিসংঘের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা/বোর্ডের সভাপতিসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন, জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচন, জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতি বিষয়ক রেজুলেশন ও এ সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভায় নেতৃত্ব প্রদান, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, জনকূটনীতি প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়াও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত তার বক্তব্যে ২০২৩ সালে মিশনের কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। এতে তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে সক্রিয় থাকা সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদেরকে দেশে ফেরত নেয়া, জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশের সফলতা, ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস-কে আন্তর্জাতিকরণ প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান।

অন্যান্য প্রসঙ্গ: জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে এপর্যন্ত দায়িত্ব পালনকালে কোন ব্যর্থতা আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, বলা যায় আমি এখনো নতুন, তাই ব্যর্থতা মূল্যায়ন করার সময় আসেনি। তবে দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা চাই।

'মিশন ও কনস্যুলেট'-এর যৌথ উদোগে বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, আমাদের কাজ জাতিসংঘ ঘিরে। কনস্যুলেট বাংলাদেশ দূতাবাসের নিয়ন্ত্রনে। ফলে আমাদেরকে আমাদের জুরিডেকশনে থেকে আর কনস্যুলেটকে তাদের মতো করে কাজ করতে হয়।

তিন বা ছয় মাস অন্তর অন্তর এমন মতবিনিময় করা যায় কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, ইয়েস আমরা তা করতে পারি। এতে মিশন ও সাংবাদিকদের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বাড়বে।

নিউইয়র্কের মিডিয়াগুলো শুধু সেবা দিয়েই যাচ্ছে, মিশন থেকে মিডিয়াগুলো কোন সেবা পাচ্ছে না এমন এক প্রশ্নের জবাবে মিশন প্রধান বলেন, বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, আমরা চেষ্টা করবো।

স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত-এর মতবিনিময়কালে মিয়ানমারে সদ্য নিযুক্ত বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ডা. মনোয়ার হোসেন তার পাশে ছিলেন। এছাড়াও মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা এসময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছরের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

অন্ত:স্বত্তা পরীমনির ছবি নিয়ে রাজের

(শেষের পাতার পর)

শরীফুল রাজ। সে বছরই ১০ অক্টোবর গোপনে বিয়ে করেন তারা। পরের বছর জানুয়ারীতে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সে বছরই ঘরোয়া আয়োজনে ২২ জানুয়ারী বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রাজ-পরী। সে হিসেবে আজ তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। এই দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন ঢাকাই সিনেমার অভিনেতা শরীফুল রাজ। তুলে ধরেছেন হৃদয় প্রাচীরে জমে থাকা শ্যাওলার মতো স্মৃতিকণা।

রাজ এক স্ট্যাটাসে পরীকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় স্ত্রী। এই একটি বছর আমরা দুজনেই অনেক সুন্দর করে পার করেছি। কিছু স্মৃতি রয়েছে রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপূর্ণ, অবিস্মরণীয়, চির প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী! আমার এই স্মৃতিগুলো শুধু আমার ভিতরেই আছে।'

স্মৃতির মূল্য তুলে ধরে বলেন, 'এগুলো কোনও জিনিস বা জায়গা নয়, আমি এগুলোকে যেকোনও জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। তোমার সঙ্গে আমার যেই সুন্দর মুহূর্ত রয়েছে তার সঙ্গেই বেড়ে উঠতে চাই প্রতিদিন। শুভ বিবাহবার্ষিকী মাই লেডি।'

এই পোস্টের সঙ্গে একটু অপ্রকাশিত ছবি প্রকাশ করেছেন রাজ। পরীমনি যখন অন্তঃসত্ত্বা সে সময় সমুদ্রসৈকতে কাটানো তাদের আনন্দঘন মুহূর্তের একটি ছবি।

আরেক দিকে পরীমনি নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেল লিখেছেন, 'হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি টু আস! এটা ছিল ঘরোয়া আয়োজনে আমাদের বিয়ে। আমাদের জীবনের সব থেকে সুন্দর দিনের একটি। আই লাভ ইউ।'

২০২২ সালের ১০ জানুয়ারী হঠাৎ করেই গোপন বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আনেন পরী। একই সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরটিও দেন এই চিত্রনায়িকা। আর আগস্টের ১০ তারিখ রাজ-পরীর ঘর আলো করে জন্ম নেয় পুত্রসন্তান রাজ্য।

ডালিম খাওয়ার

(শেষের পাতার পর)

এ দিকে ডালিম ফলের কিন্তু অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। সেগুলো জানা থাকলে খাবারের তালিকা থেকে এই ফল আর বাদ দিতে চাইবেন না। চলুন জেনে নেয়া যাক ডালিম খাওয়ার উপকারিতা-

ডালিমের পুষ্টি: সুমিষ্ট ফল ডালিমে আছে অনেক পুষ্টি। এক কাপ ডালিমের দানায় পাবেন প্রতিদিনের চাহিদার প্রায় ৩৬ শতাংশ ভিটামিন কে, ৩০ শতাংশ ভিটামিন সি, ১৬ শতাংশ ভিটামিন বি৯ ও ১২ শতাংশ পটাশিয়াম। তাহলে বুঝতেই পারছেন কেন এই ফল নিয়মিত খাওয়া জরুরি।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে: সুস্থ থাকার জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কারণ আমাদের রক্তচাপ বেশি বা কম হয়ে গেলে সেখান থেকে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ডালিম খেলে তা আপনাকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। ফলস্বরূপ স্বাভাবিক হবে রক্তচাপ।

হাড়ের ব্যথা দূর করে: যারা হাড়ের ব্যথায় ভুগছেন তারা নিয়মিত ডালিম খেলে উপকার পাবেন। কারণ ডালিমে থাকা বিভিন্ন উপকারী উপাদান আথ্রাইটিস ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা দূর করতে কাজ করে। সেইসাথে এটি হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা হলে তাও উপশম করতে সাহায্য করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়: হৃদরোগের আশঙ্কা থেকে দূরে থাকতে চাইলে নিয়মিত ডালিম খেতে পারেন। এই ফল আপনার শরীরের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ফলে শরীরে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায়। এতে দূরে থাকে হৃদরোগের ঝুঁকি।

স্মৃতিশক্তি বাড়ায়: যারা ভুলে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন তারা নিয়মিত ডালিম খেলে উপকার পাবেন। কারণ উপকারী এই ফল আপনার স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করবে। অ্যালঝেইমার্সের রোগীদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী ফল। শিশুর খাবারের তালিকায়ও রাখতে পারেন ডালিম।

হিমোগ্লোবিন বাড়ায়: রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে কাজ করে ডালিম। এতে থাকে অনেক ধরনের পুষ্টি উপাদান যা এই কাজে সাহায্য করে। ফলে দূর হয় রক্তশূন্যতাসহ রক্তের অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ভয়।

ডায়াবেটিসে উপকারী: মিষ্টি ফল হলেও ডালিম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী। বিশেষজ্ঞরা এই ফলকে প্রাকৃতিক ইনসুলিন হিসেবেও বলে থাকেন। তাই ডায়াবেটিস হলেও নিশ্চিন্তে এই ফল খেতে পারবেন। তবে এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে খাবার খাওয়া উত্তম। ইন্টারনেট।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

একমাত্র প্যানেল ‘সামাদ-টিপু’

(শেষের পাতার পর)

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারের নিরব রেস্টুরেন্টে গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার এই নির্বাচনে একমাত্র প্যানেল ‘সামাদ-টিপু’ পরিষদ তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করে। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনার মো. শামীম মিয়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের নাম ঘোষণা করেন। এসময় অপর নির্বাচন কমিশনার আবু কায়সার চিশতী অসুস্থতাজনিত কারেণে অনুপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়ন পত্র দাখিলকারীরা হলেন: সভাপতি- মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া, সহ সভাপতি- প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু), শামীম আহমেদ ও মনিকা ডি মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এমরান আলী টিপু, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোঃ আলী মিলন, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ বশির মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- গোলাম মুহিত, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- কাজীরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক- মসনুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক- আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কবি জুলী রহমান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক- আব্দুর রউফ পাশা, ধর্ম ও সমাজ সেবা সম্পাদক- আবু সাঈদ মোঃ শাহরিয়া চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাদস্যিক সম্পাদক- রুবেজ সাদিক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- নাজমা এ রহমান, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোল্লা আবিদ মোহাম্মদ, হুমায়ূন কবির সুহেল, মোহাম্মদ আবু ফজর, শাহজাহান শফিক, মোঃ আনোয়ারুল আলম ভূঁইয়া, চৌধুরী এম. মুমিত, মোহাম্মদ মাসুদ বেগ ও সালাউদ্দিন।

সংগঠনের নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এই নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার নির্বাহী কমিটির ২৫ সদস্যের একমাত্র প্যানেল নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ১৮ জানুয়ারী প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন আগামী ২৯ জানুয়ারী রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে ইসি জানায়।





আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার) ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

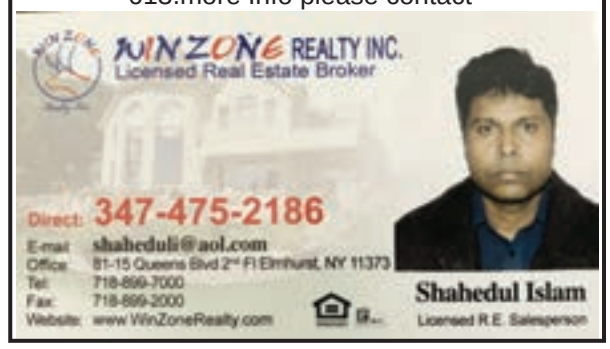
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









নিউইয়র্কে ১৪-১৬ এপ্রিল শতকণ্ঠে

(শেষের পাতার পর)

মহড়া পরিচালনা করেন সংগীতায়োজক মহীতোষ তালুকদার তাপস। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কণ্ঠ শিল্পী তাজুল ইমাম পাপেট শো এর মহড়া করেন। নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ উদযাপন পর্ষদ এর প্রধান সমন্বয়ক শামীম আল আমিন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন। নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহযোগিতায় এ আয়োজন করছে এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড।

সবার পক্ষ থেকে ১৪৩০ বঙ্গাব্দ বরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে প্রবীন সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, নিউইয়র্কের শত আলোকিত মানুষের অংশগ্রহণে বর্ষবরণের প্রথম মহড়া দেখে আমি অভিভূত। মহড়াতে এত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমি কখনো দেখিনি। পাপেট শো, যাত্রাপালা, পুঁথিগান, কবির লড়াই, বায়োস্কোপসহ হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতির উপস্থাপনা থাকবে এই বৈশাখী আয়োজনে।

শত কণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণার সময় মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে গোলাম ফারুক ভূইয়া, ফাহিম রেজা নূর, দর্পণ কবীর, জলি কর, রাশেদ আহমেদ, শীতেশ ধর, নুরুল বাতেন, আলপনা গুহ, দীমা নেফারতিথি এবং সবিতা দাস উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড-এর সভাপতি বিশ্বজিত সাহা বলেন, ১৪৩০ সালের পহেলা বৈশাখের ভোরের সূর্যদয়ের সাথে রমনার বটমূলের আদলে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ করা হবে। থাকবে মঙ্গল শোভাযা ব্যাপক আয়োজন। দু'দিনব্যাপী থাকবে চিরায়ত বাংলার বৈশাখী মেলা।

মহড়া ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালক মহীতোষ তালুকদার তাপস বলেন, প্রথম মহড়ায় নিউইয়র্কের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী মানুষরা বাংলা বর্ষবরণের জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাতে আমরা প্রানিত হয়েছি। আবহমান বাঙালী সংস্কৃতিতে আগ্রহ পাচ্ছে এই প্রজন্মের তরুণরা। তাদের অংশগ্রহণে এই আয়োজনটি অনন্য মাত্রায় পৌঁছাবে বলে আশা করছি।

এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড-এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন বলেন, এবারের বৈশাখ উদযাপনে নিউইয়র্কের মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করছি। তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে অন্তত ৩০ হাজার ডলার খরচ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যথাসময়ে বর্ষবরণের এই আয়োজনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করে সার্বজনীন উদযাপন পর্ষদ।

বর্ষবরণীর প্রথম মহড়ায় নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সংগঠনের মধ্যে প্রকৃতি, বহ্নিশিখ সংগীত নিকেতন, চারুকণ্ঠ, অনুপ দাস ডান্স একাডেমি (আড্ডা), শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল একাডেমি অ্যান্ড আর্টিস্ট এসোসিয়েশন এবং প্রজন্ম ৭১-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। মূল অনুষ্ঠানের আরো তিনটি মহড়া অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকরা জানান। আগামী মহড়ায় চূড়ান্ত শতশিল্পী নির্বাচন করা হবে। বৈশাখী মেলায় থাকবে অন্তত ৫০টি স্টল।

সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিন

(শেষের পাতার পর)

দেখতে আসেনা। আরো মারাত্মক হলো, এই গুণধর সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ পিতা অথবা মাতাকে রাস্তার পাশে ফেলে যায়। আরো চরম ও পশুত্বকে ছাড়িয়ে পিতা-মাতাকে চায়ের সাথে বিষ খাইয়ে মেরেই ফেলে এ ধরণের ঘটনাও দেখতে হলো। এ ধরণের অধ:পতিত পারিবারিক বা সামাজিক চিত্রও দেখতে হয়েছে। কিন্তু এই অধ:পতনের কারণ কি? আমাদের বুদ্ধিজীবি মহল থেকেও এর কারণগুলোর বিশ্লেষণ কোন দিন শোনা যায়নি। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল থেকে শোনা যায় বটে কিন্তু এগুলো কোন পত্রিকা বা মিডিয়াং তেমন একটা কভার পায় না।

একজন পিতামাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, নিজেদের কলিজার টুকরা আদুরে শিশুটিকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া। কারণ এটি এমন এক শিক্ষা, যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে তার সকল প্রকার শিক্ষা ও যোগ্যতা ব্যর্থ হবে। তাওহীদ সম্পর্কে অস্পষ্টতা অন্যান্য সকল নেক কাজকেও ধ্বংস করে দিবে। মনে রাখতে হবে, জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যদি তাওহীদের ভীত স্থাপন না করা যায়, তাহলে পরবর্তি অধ্যায়গুলোতে সেই ভীত রচনা করা অত্যন্ত কঠিণ। এ জন্য অযথা সময় ব্যয় করতে হবে। এবং এটি কষ্টসাধ্যও বটে। তথাপি ফল পাবেন কিনা সন্দেহ থেকে যায়। কারন শিশুকালে তাওহীদের পরিবর্তে ভিন্ন যেই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, তাকে আপনি সহজেই উপরে ফেলবেন ব্যাপারটি এতটা সহজ নয়। সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা, মহান রব আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তার মধ্যে প্রথমেই একটি স্বচ্ছ ও শক্ত ভীত স্থাপন করতে হবে। মনে রাখা ভালো যে, শেষ বিচারের দিন এই শিক্ষা সম্পর্কে অবশ্যই পিতামাতকে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রত্যক্ষ করুন আল-কুরআনের সুরা লোকমানে একজন আদর্শ পিতা তাঁর ছেলেকে কিভাবে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন, "স্মরণ করো যখন লোকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো 'হে পুত্র ! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।"(সুরা লোকমান : ১৩)

আহমাদ বিন হাম্বল রহ: আব্দুল্লাহ বিন উমর রা: সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেন,"নুহ আলাইহিস সাল্লামের যখন মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি তখন তার পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাকে সংক্ষেপে অসিয়ত করছি। তোমাকে দুটো বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি এবং দু'টো বিষয়ে থেকে নিষেধ করছি। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি' লা ইলাহা ইল্লাহ-এর। কেননা সাত আকাশ আর সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' কে রাখা হয় আরেক পাল্লায় তবে সাত আসমান ও যমীনের চেয়েও 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' এর পাল্লাই ভারী হবে। যদি সাত আসমান আর সাত যমীন কোন হেঁয়ালীপূর্ণ বৃত্ত ধারণ করে তবুও লা-ইলাহা ইল্লাহ' তা ভেদ করে চলে যাবে।"(আল আদাবুল মুফরাদ ও মুসনাদে আহমাদ)

তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ এক ও একক। তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর সৃষ্টিজগত পরিচালনায় বা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই্। তিনি একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি একাই সবকিছু পরিচালনা করেন। কোন কিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি সবকিছু থেকে পবিত্র। তাওহীদ শিক্ষা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো সর্বপ্রথম উপস্থাপন করুন যে, কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন? তাঁর সঠিক পরিচয় কি? মানুষের পরিচয় কি? স্রষ্টার সাথে মানুষের কি সম্পর্ক? মানুষকে কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে? মানুষের কর্মপন্থা. কর্মনীতি কি হবে? দৃশ্যমান এই যে পৃথিবীর জীবন এটিই কি শেষ, না কি মৃত্যুর পর আবারো নতুন জীবন শুরু হবে। কোনটি ভাল, কোনটি ন্যায়. কিসে মানুষের কল্যাণ নিহিত। এখানকার ভালো-মন্দের কোন পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি? নাকি খেল-তামাসার পর মাটির সাথে মিশে যাবো?

এবার এর উত্তরগুলো ভালভাবে উপস্থাপন করুন। সংক্ষিপ্তাকারে উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

মানুষকে জানতে হবে যে,আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পরিচয় হলো তিনি বিশ্বস্রষ্টা, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তিনি এক ও একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি একমাত্র ইলাহ অর্থাৎ একমাত্র হুকুমদাতা প্রভু বা মনিব, আইনদাতা ও বিধানদাতা, তিনি রাজাধিরাজ। গোটা সৃষ্টিজগতে তাঁরই রাজত্ব চলছে।

জীব হিসাবে মানুষের প্রথম পরিচয় হলো মানুষ 'নৈতিকজীব' কারণ মানুষের বিবেক আছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। জ্ঞান সাধনার কারণেই মানুষ শ্রেষ্ট জীব ও সেরা সৃষ্টির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

দায়িত্বশীল হিসাবে প্রতিটি মানুষের পরিচয় হলো, প্রতিটি মানুষই আল্লাহর খলীফা বা প্রতিণিধি। খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ নিজে তাঁর বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করবেন না। মানুষকেই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে হবে। দুনিয়ায় কেহ এ দায়িত্ব থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না।

আর মুসলমানদের জাতি হিসাবে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে সেটি হলো এরা মধ্যমপন্থী জাতি। পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি হিসাবে মানবজাতির কল্যাণে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না তাদেরকে মৃত্যু পরবর্তি জীবনে আল্লাহর আদালতের সামনে জবাবদিহিতার জন্য দাঁড়াতে হবে। সেখানে ভালো-মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক হলো তিনি মানুষের স্রষ্টা, মানুষ তাঁর সৃষ্টি। তিনি মালিক, মানুষ তাঁর গোলাম। তিনি রাব্বুল আলামীন হিসাবে সর্বদা মানুষকে লালন-পালন করছেন। তিনি আসমান ও জমিনের রাজা, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাঁরই প্রজা। কারণ তাঁর রাজত্বের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই।

তাওহীদের আরবী ভাষায় মৌখিক স্বীকৃত হলো কালেমায়ে তাইয়েব্যা,"লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।" এই কালিমাটিকে ব্যাখ্যাসহ ভালভাবে শিশুর অন্তরে মজবুতভাবে গেঁড়ে দিতে হবে। উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবগুলো মুলত: কালেমা তাইয়্যেবারই ব্যাখ্যা। তাওহীদের এ ভীত স্থাপন করার পর পর্যায়ক্রমে তার একাডেমিক ক্যারিয়ারে পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দান করতে হবে। মনে রাখতে হবে তাওহীদের বাস্তব প্রতিফলনের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ছাড়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসুলুল্লাহ সা:এর সংগে থাকতাম। তখন আমরা টসবগে যুবা চিলাম। সে সময় আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখি। এরপর আমরা কুরআন শিখি। এতে করে আমাদের ঈমান বেগে যায় বহুগুণে। (ইবনে মাযাহ)

ঈমানের অপর নাম জ্ঞান। যার জ্ঞান নেই তিনি পদে পদে ঈমানকে এমনভাবে বিসর্জন দেন যে, তিনি টেরই পান না। তাই ঈমানকে টিকে রাখার জন্য উল্লেখিত জ্ঞান ছাড়াও সর্বদা আল্লাহর অধিকারের সীমা সম্পর্কে জানতে হবে। এ জন্য আল কুরআনের দ্বারস্থ হতে হবে। কারণ আল কুর-আনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জ্ঞান আহরণের সর্বশেষ উৎস। এর বাইরে কোথাও পরিপূর্ণ জ্ঞান খোঁজে পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে তা নিতান্তই আংশিক, অপরিপূর্ণ বা খুবই ক্ষণস্থায়ী। পরিপুর্ণ, পরিপক্ষ ও নির্ভুল জ্ঞান আল কুরআনেই রয়েছে। কুরআনকে সহজভাবে জানার জন্য আল হাদীস তথা রাসুল সঃ-এর জীবন চরিতের সাহায্য নিতে হবে।

তারপর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামের অন্যান্য আদেশ-নিষেধ ও নৈতিক পরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠণ করা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা সুস্পষ্ট জুলুম হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"(আল-কুরআন) রাসুলে করীম সঃ বলেছেন, "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই মা বাপ সন্তানদের দান করতে পারে না।"(তিরমিযি) আবু দাউদে বর্ণিত যে, হযরত রাসুল সঃ বলেছেন, "'কোন বালকের সাত বৎসর বয়স হলেই তাকে নামাযের আদেশ দাও। আর দশ বৎসর বয়স হলে সে জন্য প্রহার করো ও বিছানা আলাদা করে দাও।"

সম্মানিত পিতা-মাতা! আপনার সন্তান দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য যতগুলো সম্পদ আপনি রেখে যান তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো সন্তানদের ঈমান ও নৈতিক চরিত্র। তাই আপনার সন্তানটি যখন আধো আধো ভাষায় অস্পষ্ট স্বরে কথা বলতে শুরু করে প্রথম যখন বাকশক্তির অভিষেক ঘটে তখন তাওহীদের অমিয় বাণীটি তথা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' তার মুখে তুলে দেন। পরবর্তিতে যখন তার মধ্যে কিছু বুদ্ধি বিকশিত হয় তখন তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন।

তারকা হয়েও যাকে ফলো করেন রিজওয়ান

(শেষের পাতার পর)

গেছেন অনন্য উচ্চতায়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ধারাবাহিক রান করে বছরের সেরা স্কোরারের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছেন পাকিস্তানের এই ওপেনার।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলমান নবম আসরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলছেন রিজওয়ান। ইনিংসের শুরুতে ধরে খেলা প্রসঙ্গে রোববার (২২ জানুয়ারী) মিরপুর একাডেমি মাঠে তিনি বলেন, 'এটা খুব কঠিন ভূমিকা। কখনো কখনো খুব বিব্রতকর মনে হয়। আমার কাজটা আমি ভালো জানি। দল যা চায় আমি সেটাই করতে চাই সব সময়। কুমিল্লা আমার কাছে অ্যাংকরের ভূমিকা চায়। দলের কোচ, মালিকপক্ষ, অধিনায়ক সবাই খুশি। আমিও আমার কাজটা করার চেষ্টা করছি।'

শুধু বিপিএলে নয়, পাকিস্তানের হয়ে খেলার সময়ও তার মন্থর ব্যাটিং নিয়ে কথা হয়। তবে রিজওয়ান জানালেন, তিনি সব সময় ম্যাচের কন্ডিশন পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'শুধু পাকিস্তান দলের চাওয়া পূরণ করি এমনটা নয়। সব জায়গায় দলের চাওয়া পূরণ করার চেষ্টা করি। তবে কখনো কখনো এটা বিব্রতকর। টি ২০ ক্রিকেটে সবাই চার-ছক্কা আশা করে। ৪০ বলে ৭০ রান দেখতে চায়। আমার চিন্তা ভিন্ন। আমার কাছে ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সটাই আসল।'

এই পাকিস্তানী ওপেনার আদর্শ মানেন দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্সকে। ব্যাটিংয়ের ধরন যদিও ভিন্ন। তিনি বলেন, 'আমি স্কোর বোর্ডের দিকে তাকিয়েই ব্যাটিং করে যেতে চাই। ক্রিকেটে আমার আদর্শ এবি ডি ভিলিয়ার্স। তিনি যেভাবে সব ফরম্যাটে পারফর্ম করে গেছেন আমিও সেভাবে করতে চাই।'

তিনি আরও বলেন, 'দলের চাওয়ার প্রতি সৎ থাকতে পারাই আসল। লোকে কী বলছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। দলের চাওয়ার প্রতি সৎ থেকে চেষ্টা করে গেলেই আল্লাহ সম্মান দেন। আমি সব সময় এটাই করার চেষ্টা করি।'



নিউইয়র্কে এমটিএ-তে কর্মরত বাংলাদেশীদের জমজমাট ফ্যামিলি নাইট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশী-আমেরিকান কর্মীর সংখ্যাও বাড়ছে। নিউ-ইয়র্ক সিটিতে যাতায়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট (এমটিএ)। এমটিএতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এখন কর্মরত আছেন। তারা প্রতিদিন নিউইয়র্ক সিটির সর্বসাধারণকে সেবা দিয়ে আসছেন।

'বাংলাদেশী আমেরিকান এনওয়াইসিটি অ্যামপ্লয়িস'র আয়োজনে গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম 'এ-নওয়াইসিটি ফ্যামিলি নাইট'। ইভেন্ট অর্গাইজারের মধ্যে ছিলেন আজাদ তালুকদার, রোকসানা বেগম, রুশদি হক, জুবায়ের আহমেদ, শামীম আহমেদ, সাফওয়ান চৌধুরী, সাইফ আজাদ, দীপক দাস, গোপাল দাস, এনামুল হক জনি, মোহাম্মদ মাসুম, নাজিম উদ্দিন, ফারহানা চৌধুরী এবং আহনাফ আলম।

সকল আয়োজকের উপস্থিততে ফ্যামিলি নাইটের উদ্বোধন করেন আজাদ তালুকদার। কয়েক পর্বের এই অনুষ্ঠানের তারেক আহমেদ ও আহনাফ আলমের সঞ্চালনায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টিডব্লিউ লোকাল-১০০ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট টনি ওটানো, বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিড, ইউটিএল'র প্রেসিডেন্ট মারিও বুচ্যারি, ক্যানেথ বালিয়ার, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু, নিউইয়র্ক সিটি হলে প্রথম মুসলিম এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কাউ-সিলওম্যান শাহানা হানিফ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, পুলিশ অফিসার লুথ্যারেন্ট কমান্ডার শামসুল হক, লুথ্যারেন্ট ফখরুল ইসলাম, লুথ্যারেন্ট মাহবুবুর খান ও নিউইয়র্ক সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট তারিক আহমেদ।

হলভর্তি অডিটোরিয়ামে এমটিএ'র প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান (পুরুষ) অ্যামপ্লয়ী মোহাম্মদ আলী এবং মহিলা নীনা রহমানকে সম্মাননাসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী মিটু আহমেদ এবং অ্যামপ্লয়ী পরিবারের সদস্যরা সঙ্গীত পরিবেশন এবং কবিতা আবৃত্তি করেন অসীম সাহা, অশোক ব্যানার্জি।

বাংলাদেশ ডে প্যারেড উদযাপন উপলক্ষে ডব্লিউএইচআরডি'র মতবিনিময়

নিউইয়র্ক: ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট (ডব্লিউএইচআরডি) ইউএসএ'র উদ্যোগে প্রথমবারের মত নিউইয়র্কে উদযাপিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড'।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ প্যারেড ডে বাংলাদেশের বিশাল জাতীয় পতাকা নিয়ে শত শিল্পীদের কণ্ঠে আমেরিকায় কুইন্স এর আকাশ বাতাস আলোড়িত হবে। এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার জ্যাকসন হাইটস্থ মুন লাইট পার্টি সেন্টারে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রধান কর্মকর্তা জামিন আল তাহেরী, কমিউনিটি মেয়রের ডিটেকটিভ মিয়াকং মাইক, লায়ন আসেফ বারী টুটুল, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক তারিক হাসান খান। সভায় জেবিবিএ'র অন্যতম উপদেষ্টা মহসীন ননী, শিল্পকলা একাডেমীর প্রেসিডেন্ট মনিকা রায়, সঙ্গীত শিল্পী ডা. নার্গিস আহমেদ, বাবলী হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এইচ এম ইকবাল, মাসুদ সিরাজী, মোঃ সংগ্রাম, ড. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক সাঈদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি-নয়ার আব্দুস সুবাহান। সভায় 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড'-এর আহ্বায়ক নুরুজ্জামান সরদার, সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম জয় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ১১৫ নং প্রিসেন্টের সভায় আগামী গ্রীষ্মে 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট' এর নেতৃত্বে বাংলাদেশী কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ডে প্যারেড অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 23 // 2023

সংসদে আলোচনা ।। ডান্ডা মারা তো শুরুই হয় নাই'

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির উদ্দেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মৃণাল কান্তি দাস বলেছেন, 'আরে মিয়া সাহেবেরা বহু দেখেছি।.....মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হুংকার দিচ্ছে। ডান্ডা মারা তো শুরুই হয় নাই। এখনই হাসপাতালে ভর্তি হন। আর বাকি দিন তো পড়েই রয়েছে।' রোববার (২২ জানুয়ারী) জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে মৃণাল কান্তি দাস এসব কথা বলেন। বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করে মৃণাল কান্তি দাস বলেন, 'বিএনপি ২০০৮ সালে, ২০১৪ সালে সরকার হটাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। শেষে আপনা-আপনি লেজ গুটিয়ে...ঘরে ফিরে গেছে। এইবারও স্পর্ধা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে হুংকার দিচ্ছে, ধমক দিচ্ছে, দেখিয়ে দিবে। বিচার করবে, ফাঁসি দেবে।'



(শেষের পাতার পর)

লাবলু আনসারের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা

ইটজি চায়নিজ রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠিকানার সম্পাদকম-লীর সভাপতি এম এম শাহীনের সভাপতিত্বে সভায় সম্পাদকবৃন্দ নিজ নিজ সংবাদপত্রের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন। আমেরিকার বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেও বিজ্ঞাপনদাতারা যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন, সেজন্য সম্পাদকদবৃন্দ তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ওপর আস্থা ধরে রাখায় পাঠকদেরও ধন্যবাদ জানানো হয়।

সভায় সম্প্রতি ঠিকানা সম্পর্কে লাবলু আনসারের (বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর উত্তর আমেরিকা সংস্করণ-এর নির্বাহী সম্পাদক) করা বিরূপ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এডিটর্স কাউন্সিলের সভায় সম্পাদকবৃন্দ লাবলু আনসারের এমন অনভিপ্রেত বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে নিন্দা জানান।

বৈঠকে সম্পাদকম-লীর আলোচনায় পুনর্বার উঠে আসে বাংলাদেশ কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজ যে মূলধারায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নানা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও প্রবাসীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলেছেন, তার মূলেও অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করে চলেছে স্থানীয় এসব সংবাদপত্র। কারণ সেই নব্বইয়ের দশক থেকে নতুন প্রজন্মের সন্তানের পিতামাতাকে সংবাদ সরবরাহের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে আসছে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলো।

আলোচনায় সম্পাদকবৃন্দ আরো উল্লেখ করেন, কমিউনিটিতে যখন কোনো সংগঠন নতুন ইমিগ্র্যান্টদের গাইড করার তেমন কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি, তখন সংবাদপত্রগুলোই সেই দায়িত্ব পালন করেছে এবং এখনো করছে। সম্পাদকবৃন্দ ভবিষ্যতেও সমাজসেবার এই ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তারা সব বাংলাদেশীকে অভিনন্দন জানান।

সভায় বিজ্ঞাপনের বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশীদের অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হচ্ছে নিউইয়র্কে। তাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবাদপত্রগুলো আরো কী ভূমিকা রাখতে পারে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। তারা বলেন, যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রের সহযোগিতা পেয়েছে, তারা আজ নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক সিটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচনায় সম্পাদকবৃন্দ বলেন, নিউইয়র্কে আমেরিকার সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশী বাস করা সত্ত্বেও কেবল সংবাদপত্রগুলোর অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনের কারণে সেই অর্থে বড় বড় দুর্নীতি বা প্রতারণার ঘটনা নেই বললেই চলে। যারা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে এই কমিউনিটি গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছেন, তাদের সেই অবদানের ইতিহাস রচনার সময় এসে গেছে বলে মন্তব্য করেন।

এডিটর্স কাউন্সিলের সভায় সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সম্পাদকম-লীর সভাপতি এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাঙালী'র সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র ভবন ক্রয় নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সমাধানে পরামর্শ

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক'র ভবন ক্রয় নিয়ে সৃষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নিলে হয়তো সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আমরা মনে করি সংগঠনের সেক্রেটারী মইনুল ইসলাম যে বাড়ি জালালাবাদ ভবন (যা বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীন) বলেৎচার করছে, সেই বাড়ির ক্রয় বাবত জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর যে পরিমান টাকা দেওয়া হয়েছে, বাড়ি কিনতে তার অতিরিক্ত (লোন সহ, ভাড়া ও অন্যান্য এডজাস্টমেন্টের পর) যা খরচ হয়েছে, সংগঠনের উদ্যোগে সে টাকা বৃহত্তর সিলেট বাসির মধ্য থেকে ২৫-৩০ জন (সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে) সমান ভাবে সংগঠনের স্বার্থে এককালীন সব লোন পরিশোধ করে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে বাড়ির টাইটেল চেঞ্জ করে নেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারেন। সেই সাথে যারা (সেই ২৫-৩০ জন) উনাদের সম্মানার্থে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সংবিধান সংশোধন করে উনাদেরকে সংগঠনের আজীবন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস/ট্রাষ্টি পদে দেওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে বাড়ির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে এই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস/ট্রাষ্টির ২/৩ মেজরিটি অনুমোদন লাগবে বলে সংবিধানে উল্লেখ করা যেতে পারে অথবা জালালাবাদ এসোসিয়েশন বৃহত্তর সিলেটবাসী সবার কাছ থেকে টাকা তুলে লোন সহ অন্যান্য সমুদয় খরচ দিয়ে বাড়ির টাইটেল চেঞ্জ করার উদ্যোগ নিতে পারেন। মহান আল্লাহতায়ালা/সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন। আমীন।

-ওয়াছি চৌধুরী
থানা- লাখাই, জেলা- হবিগঞ্জ, সিলেট







কর্ণফুলী ট্রাভেলসের ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: কর্ণফুলী ট্রাভেলস অফিসে ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালা আনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ওমরা হজ্ব সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ করে কিভাবে হাজীদের সেবা দেওয়া হবে এবং ওমরা হজ্ব পালনে বিভিন্ন রকম পরামর্শসহ যাবতীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে কর্মশালায় কর্ণফুলী ট্রাভেলস-এর কর্ণধার সেলিম হারুন, সিইও রেহানা আক্তার ও অফিস ম্যানেজার তাওহিদ মাহবুব মুন্না বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় জানানো হয়, কর্ণফুলী ট্রাভেল্স এর প্রথম ওমরা হজ্ব গ্রুপ গত বছরের ৫ আগষ্ট ওমরা পালনে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসে ২/৩টা করে গ্রুপ পাঠিয়ে আসছে। প্রতিটি গ্রুপই ৫ তারকা হোটেলে অবস্থান করেন।

কর্মশালায় কর্ণফুলী ট্রাভেলস-এর কর্ণধার সেলিম হারুন জানান, প্রতি প্যাকেজে যে সব সার্ভিসগুলো থাকে প্রথমত এয়ার লাইন্স টিকেট, ৫ তারকা হোটেল, ভিসা, ট্রান্সপোর্টেশন, এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ, এয়ারপোর্টে ড্রপঅপসহ ওমরা হজ্ব গাইড। তারপরেও আমাদের নিজস্ব গাইড থাকে সৌদিতে যেকোন প্রকার সহযোগিতার জন্য। আমাদের প্যাকেজে হোটেল রুম শেয়ার নয়, আমরা ফ্যামিলিওয়াজ রুম দিয়ে থাকি। যদি সিঙ্গেল হয় সেক্ষেত্রে রুম শেয়ার করা হয় শুধুমাত্র প্যাকেজের মূল্য যাতে সাধ্যের মধ্যে থাকে।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৩ সালের প্রথম যে গ্রুপ জানুয়ারী ১৬ তারিখে পাঠিয়েছি, তাদের সবাইকে ৩ জানুয়ারী আমাদের নিজস্ব অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করি, অনেকে এসেছেন অনেকেই সময়ের অভাবে আসতে পারেননি। ইতিমধ্যে সব হাজীরা মক্কা মদিনায় অবস্থান করছেন। কর্ণফুলী ট্রাভেল্স দীর্ঘদিন সবার সহযোগিতায় একই ভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার ফোন: ৭১৮-২০৫-৬০৫০/৯১৭-৬৯১-৭৭২১। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ আহমেদ রশীদের বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ (৪৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। মরহুম সিদ্দিক আহমদ সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দির গাঁও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পিতা, মাতা ও দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।



শোক প্রকাশ: এদিকে ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ-এর ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়াও মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ-এর ইন্তেকালে আরো শোক প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তকণ্ঠ সম্পাদক ফরিদ আলম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের বিবৃতি

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম শাহিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, সাম্প্রতিককালে এক শ্রেনীর কিছু স্বার্থান্বেসী মহল শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোন অনুমতি ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদী দল এবং অংগ সংগঠনের নামে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পৃক্ত করার হীন প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত থেকে ফেসবুক এবং সোস্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে চলেছেন।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্র শাখার দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর চৌধুরী কর্তৃক বৃহস্পতিবার (১৯ জানুয়ারী) প্রেরীত প্রদত্ত যৌথ বিবৃতিতে সভাপতি ও সম্পাদক সর্তক করে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় শ্রমিক দলের বিধি বিধান এবং নির্দেশে পরিচালনায় সর্বস্ব শক্তি নিয়ে সুনামের সঙ্গে চলমান নিশি রাতের ভোট স্বৈরচার একনায়ক হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম ও লড়াইয়ে মহান মানবাধিকার দেশ ও গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে অনেকের গাত্রদাহ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা হুঁশিয়া করে বলতে চাই, ভবিষ্যতে ফেসবুক ও সোস্যাল মিডিয়ায় শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্রের নামে যে কোন প্রপাকান্ড থেকে বিরত থাকার জোর অনুরোধ করা গেল।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

এডিটর্স কাউন্সিলের সভায়

লাবলু আনসারের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত ও সবচেয়ে পুরোনো ৯টি বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন এডিটর্স কাউন্সিলের সভা গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘের চাপ নেই -রাষ্ট্রদূত মুহিত

সালাহউদ্দিন আহমেদ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মত গৃহীত "মিয়ানমারের পরিস্থিতি" বিষয়ক একটি রেজুল্যুশনের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

লু সাহেবের লু হাওয়া!



আমেরিকার একজন মন্ত্রী সফর করে গেছেন। তাও তিনদিন হয়ে গেল। কিন্তু পোষ্টমর্টেম বিচার বিশ্লেষন তত্ব তথ্য মত অভিমতের স্রোত এখনও থামছে না। কি বার্তা রেখে গেলেন তিনি, কার পালে হাওয়া দিলেন কার গোয়ালে ধোঁয়া দিলেন, সরকার (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০পাতায়)

নতুন ভবন ক্রয় এবং মালিকানার স্বত্ত নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় বিভক্তি

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সঙ্কট সমাধান চান সোসাইটির নেতৃবৃন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেট বিভাগীয়দের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র নিউইয়র্কে নতুন ভবন ক্রয় এবং মালিকানার স্বত্ত নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন জালাবাদবাসীরা। ফলে বাড়ছে সঙ্কট। আর এই সঙ্কট নিরসনে একদিকে সভাপতি বদরুল হক খান অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসামের সমর্থকরা স্ব স্ব অবস্থানে অনঢ় থাকায় সাধারণ প্রবাসীরা বিব্রতবোধ করছেন। তারা মনে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সানি সাইড মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রাইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সানি সাইড মুসলিম সেন্টারের (মসজিদ ইব্রাহিম আ:) ফান্ড রাইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার (২০ জানুয়ারী)। এ উপলক্ষ্যে উডসাইডের গুলশান টেরেসে জন্য এই ডিনারের আয়োজন করা হয়। এতে মুসলিম কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে গেস্ট স্পীকার উপস্থিত ছিলেন সাফক ইসলামিক (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)

নিউইয়র্কে ১৪-১৬ এপ্রিল শতকণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের সাহিত্য-সংস্কৃতি মনা আলোকিত দেড়শতাধিক মানুষ ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল শতকণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণা দিয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে গত ২১ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় সবার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন প্রবীণ সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। বর্ষবরণের ঘোষণার পর তিন ঘন্টাব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও শতকণ্ঠে বর্ষবরণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস'র নির্বাচন

একমাত্র প্যানেল 'সামাদ-টিপু'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনক'র ২০২৩-২০২৪ সালের নতুন কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম ও উইমেন্স ফোরাম'র বার্ষিক সম্মেলন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকান স্বপ্ন পূরণে আরো জোরালোভাবে মূলধারায় জড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম ও উইমেন্স ফোরাম'র মিট অ্যান্ড গ্রিট। নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে গত ১৫ জানুয়ারী মূলধারার এ তিনটি সংগঠনের ১১তম বার্ষিক সম্মেলনে ছিল বিশেষ সম্মাননা (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে

সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও সিদ্দিক আহমদের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবীন সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে। শনিবার (২১ জানুয়ারী) বাদ এশা কুইন্সের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ব্রঙ্কসে আল-ইনসাফ সুপার সুপার মার্কেট উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসের জেরিকায় যাত্রা শুরু হলো আল-ইনসাফ সুপার মার্কেটের। গত ২০ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুম্মা ১৪-৩০ জেরিকা এভিনিউতে এই সুপার শপের উদ্বোধন করা হয়। এই সুপার শপে (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)



নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলনে

তারেক রহমান ও ডা. জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ 'রাজনৈতিক (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

শিল্পী লিমন চৌধুরী'র গজল সন্ধ্যা রোববার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী লিমন চৌধুরী'র গজল সন্ধ্যা আগামী ২৯ জানুয়ারী রোববার। ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ ঐদিন জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানটি সফল করতে আয়োজক কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক মইনুল আলম বাপ্পী ও ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট বেলাল আহমেদ সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রতি আনুরোধ জানিয়েছেন।



সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিন

জাফর আহমাদ

সন্তান পিতা-মাতা কথা শোনে না। সন্তান পিতা-মাতার সাথে বেয়াদবী করে। সন্তান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। মাসের পর মাস চলে যায় সন্তান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

তারকা হয়েও যাকে ফলো করেন রিজওয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই দারুণ ছন্দে রয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ধারাবাহিক পারফর্ম করে নিজেকে নিয়ে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ডালিম খাওয়ার উপকারিতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টসটসে দানায় ভরা রসালো ফল ডালিম। এটি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও সুস্বাদু। তবে ডালিম খুব একটা সস্তা না হওয়াতে অনেকে এটি এড়িয়ে চলেন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

অন্ত:স্বত্তা পরীমনির ছবি নিয়ে রাজের হৃদয়গ্রাহী স্মৃতি

বিনোদন ডেস্ক: ২০২১ সালে 'গুণিন' সিনেমার শুটিংয়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান পরীমনি ও (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com